অপ্রকাশিত

রাজনৈতিক-ইতিহাস

(২য় খণ্ড)

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

এম, এ ; পি, এইচ, ডি

[পাঁচসিকা]

বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস

১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৯৫৪

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

উৎসর্গ পত্র

দেশের কল্যাণকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়াছেন তাঁহাদের করকমলে আমার বক্তব্য বিষয়টী চিন্তা করিবার জন্য এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

বিনীত

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(১৯১৩ সালে গৃহীত ফটো হইতে)

অপ্রকাশিত

রাজনৈতিক ইতিহাস

যুদ্ধের সময় ভারতের বাহিরের কার্য্য

ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম্মের স্বরূপ গুপ্ত বলিয়া ইহা সাধারণতঃ লোকসমাজের নিকট অজ্ঞাত; কিন্তু 'রোলাট কমিশন রিপোর্টে' কিছু সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় দেশে ও বিদেশে ভারতবর্ষীয় বৈপ্লবিকেরা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, রোলাট রিপোর্টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস! কিন্তু এই রিপোর্টে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" ও "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" করা হইয়াছে। এই পুস্তক পড়িয়া অনুভূতি হয় যে, ইংরেজের গোয়েন্দারা সব সংবাদ পায় নাই এবং যাহা পাইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ পাইয়াছে; অনেক সময়ে ভুল সংবাদ পাইয়াছে ও দিয়াছে। এই রিপোর্টে কোন কোন লোককে বড় বৈপ্লবিক (জাতীয়

অথবা প্যান-ইসলামিক) নেতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু অন্য গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত পুলিশ যাঁহাদের ইংরেজেরই চর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। তৎপরে অনেক সংবাদ এমন প্রকারে ভুল বা উল্টাপাল্টা হইয়াছে যাহা ঐতিহাসিক সত্যের একেবারে বিপরীত। যাঁহারা ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবোদ্যমের ইতিহাস লিখিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এই পুস্তকের ভুল সংবাদ ঐতিহাসিক বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রচার করিয়াছেন। বিগত যুদ্ধ সময়ে যাঁহারা বিদেশে বৈপ্লবিক কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট সত্য তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিলে ঐতিহাসিক ঘটনার মর্য্যাদা রক্ষা হইত।

বিগত যুদ্ধের সময় বিদেশে কি প্রকার বৈপ্লবিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল নানা কারণে তাহার পূর্ণ সংবাদ জনসাধারণে প্রকাশ করিবার সুযোগ এখনও আসে নাই; তত্রাচ এস্থলে আমি বাহিরের কর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি; কারণ তাহা না হইলে আমার পূর্ব্ববর্ণিত "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের" পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু, বাঙ্গলার সহিত বিদেশের বৈপ্লবিক কর্ম্মের কি সম্বন্ধ এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাহার উত্তর এই যে ১৯১৫-১৬ সালের বঙ্গের ও উত্তর ভারতের বিপ্লবোদ্যমের সহিত বাহিরের

কর্ম্মের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই সময়ে বাহিরের বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকেরা দেশের সতীর্থদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অধ্যায়, কিন্তু এই সময়ে (প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ব সময়েই) বাহিরে, বাঙালী ও অবাঙালীর পৃথক কর্ম্ম ছিল না। এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগই অবাঙালী ছিলেন। বঙ্গ-প্রদেশীয়দের কার্য্য অন্য প্রদেশীয়দের কার্য্য হইতে পৃথক করা যায় না বলিয়া সমগ্র ভারতীয় কর্ম্মের একটা মোটামুটি বর্ণনা যথাসাধ্য এই স্থলে দিব।

ইউরোপস্থিত কোন কোন ভারতীয়-বৈপ্লবিক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিলে ভারতের সুবিধা হইতে পারে এই ভাবে অগ্রে আশান্বিত হইতেন। এই আশা ফলবতী হয় নাই, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ অন্যদিক হইতে তাঁহারা আশার রেখা দেখিতে পাইলেন। ১৯১৪ খৃঃ অকস্মাৎ সকলে সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে জার্ম্মাণির সহিত মিত্র-শক্তির (Entente) যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে! এই অসম্ভাবিত ঘটনায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কি কর্ম্ম বিধেয় তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। সকলেই প্রত্যহ সংবাদপত্রে ভারতের সংবাদ পড়িতেন যদি কোন বিপ্লবের সংবাদ থাকে। এই মানসিক চাঞ্চল্যের সময় আমেরিকাস্থিত উত্তর ভারতের কোন মাতব্বর ব্যক্তি বলিলেন যে, দেশে সমস্ত পরামর্শই

নির্দ্ধারিত আছে, লোকও আছে; তাঁহারা কেন বিপ্লব চেষ্টা আরম্ভ করিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ইত্যাদি। তৎপরেই আমেরিকাস্থিত কতিপয় বৈপ্লবিক, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের যুক্ত সাম্রাজ্যস্থিত (United States of America) প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ভারতীয়-লোক-গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের পল্টন, ভারতবাসীদের ইংরেজ বিদ্বেষ, ও তাহার শত্রু জার্ম্মাণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য জার্ম্মাণিতে পাঠাইতে চাহেন। বৈপ্লবিকেরা সৈন্য, ডাক্তার ও ambulance-এর লোক নিজেরাই দিবেন, আর সব ভার জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের। যাঁহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বঙ্গপ্রদেশের লোক ছিলেন। এই বৈপ্লবিকেরা বুঝিয়াছিলেন যে, শ্বেতকায় জাতিদের নিজেদের মধ্যে যতই বুঝাপড়া থাকুক, যে কোন শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে "রঙ্গীন" বর্ণের সৈন্য প্রয়োগ করা হইবে না তাহা এ ক্ষেত্রে ভঙ্গকরা হইবে। এই বিষম যুদ্ধে ইংবেজ ইউরোপে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সিপাহী নিশ্চয়ই আমদানী করিবে, ও জগতে ইহা ভারতবাসীর রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিবে। তাহার অগ্রেই ভারতবাসীর ইংরেজ-অপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এই বৈপ্লবিক পল্টন জার্ম্মাণির পক্ষে গিয়া লড়িলে জগত বুঝিবে

ভারতীয়দের কত ইংরেজ-ভক্তি! এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিও আনন্দে এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন ও বার্লিনে এই সংবাদ পাঠাইয়া দেন। তিনি বলিলেন যে, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যের সরবরাহের ও জার্ম্মাণিতে পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাঁহাদের উপর। এই কথা নিশ্চিত হইলে প্রস্তাবনাকারীরা কালিফোর্নিয়ার গদর দলের নেতাকে লিখেন,—তিনি যেন গদর দলের শিখদের মধ্যে স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করেন। ডাক্তার ও ambulance কর্ম্মের স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদের মধ্য হইতেই সংগ্রহ হইবে ও কেহ কেহ রাজীও হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উত্তর দিলেন, "ইউরোপে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া লাভ কি? সাদা সিপাহীর সঙ্গে সাদা সিপাহীরা লড়াই করিবে, কালা সিপাহীর সহিত কালা সিপাহীর লড়াই হইবে। সকলে যেন দেশে ফিরিয়া যায়, আমাদের কার্য্য সেইখানেই" তিনি সেই সময় থেকে দেশে সব লোক পাঠাইতেছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবের রাজনীতির দূরদর্শিতা ও প্রয়োজনীয়তার মূল্য কিছুই বুঝিলেন না। কাজেই এ প্রস্তাবনা প্রত্যাখান করিয়া লইতে হইল। তাহারই কিছুদিন পরে জার্ম্মাণিস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদীরা "জাপান এসিয়ার শত্রু" নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। যাঁহারা এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন

তাঁহারা বাঙালী নামধারী। এই পুস্তিকা জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার ফলে বৈপ্লবিকেরা 'ফরেন আফিসে' (Foreign office) আহূত হন। যে কর্ম্মচারির হস্তে প্রাচ্যদেশসমূহ সম্পর্কীয় কর্ম্মের ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহার খৃষ্টান মিসনারীদের পুস্তক পড়িয়া ভারতের উপর আস্থা ছিলনা; কিন্তু রাজনীতিক প্রয়োজনীয়তা বশতঃ তিনি ভারতীয় বিপ্লব কর্ম্মে সাহায্য করিতে রাজী হন। এই সময়ে প্রকাশ পায় যে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের কিছু সংবাদ রাখিতেন এবং প্রবাসস্থিত বৈপ্লবিকদের কে কোথায় আছেন তাহারও সন্ধান রাখিতেন। এই যোগাযোগের ফলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের শীর্ষদেশ হইতে স্থির হইল যে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতা সমরের সাহায্য করিতে হইবে।

এই অবসরে দৃঢ়তার সহিত বলি যে, রোলাট কমিশন রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, কোমাগাটা মারুর জাহাজের ব্যাপার জার্ম্মাণ সাহায্যে ঘটিত হইয়াছিল, আর বিগত যুদ্ধের সময় ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে জার্ম্মাণ সেনাপতি Bernherdi আমেরিকায় গদর পার্টির নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগত যুদ্ধের আভাষ দিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের পূর্ব্বে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কোন সংস্রবই ছিল না। কোমাগাটামারু

আমেরিকায় লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য—কানাডার Immigration law-কে পরীক্ষা করা।

উপরোক্ত অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া বৈপ্লবিকেরা আশান্বিত হন এবং এই কয় সর্ত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন :—
(১) বৈপ্লবিকেরা জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট একটা জাতীয় ঋণ (national loan) গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এক দলিলে দস্তখত করিয়া দেন যে, বৈপ্লবিকেরা কৃতকার্য্য হইলে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট এই ঋণ প্রতিশোধ করিবে। (২) জার্ম্মাণেরা অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিবে ও তাদের দেশ বিদেশে যত প্রতিনিধি (consuls) আছে সকলে বৈপ্লবিকদের কর্ম্মের সহায়তা করিবে। (৩) তুর্কি গভর্ণমেণ্ট—যাহা তখন নব্য তুর্কদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল তাহা—তখনও নিরপেক্ষ (neutral) থাকিলেও, জার্ম্মাণের পক্ষ হইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং সুলতান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিবেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে ও তাহাতে ভারতে বিপ্লব চেষ্টার সুবিধাই হইবে।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সময়ে বৈপ্লবিকদের অবস্থা স্বাধীনতা-সমরের অনুকূল ছিল। বিপ্লবের সব উপকরণ জার্ম্মাণের কাছ হইতে পাওয়া যাইবে, উপাদান দেশেই আছে, যথা—বৈপ্লবিক দলসমূহ

অস্ত্র পাইলে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিবে, মুসলমানেরা জেহাদের আহ্বানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, এবং স্বাধীনতা-লাভের আশায় রাজার দলও সশস্ত্রে উত্থান করিবেন ও পরে অন্যান্য প্রকারের রাজনৈতিক সুবিধারও সংযোগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক বৈপ্লবিকের তখনকার মনের ভাব ছিল—একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, যাহা হয় তাহাই হইবে; বিপ্লবকর্ম্ম কতকটা ত অগ্রসর হইবেই। এই মানসিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সমবায়ের ফলে ১৯১৪ খৃঃ শেষকালে ভারতীয় বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করা হয় ও বার্লিনে ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি (সরকারী নাম Indian Independence Committee) সংস্থাপিত হয়।

ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জার্ম্মাণ সাহায্য গ্রহণ সমীচীন হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্ন এক্ষণে উত্থাপিত হইতেছে। কিন্তু বৈপ্লবিকেরা ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দেখান যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিপীড়িত জাতি শত্রুর সাহায্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের মতে রাজনৈতিক হিসাবে ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। এই সুযোগ যদি তাহারা গ্রহণ না করিত তাহা হইলে তাহাদের মূর্খতা ও অনুপযোগিতারই পরিচয় প্রকাশ হইত। যুদ্ধ সময়ে মিত্রশক্তিসমূহের শাসনে নিপীড়িত জাতিসকল জার্ম্মাণির দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং মধ্য শক্তিসমূহের (Central powers) দ্বারা প্রপীড়িত জাতিরা মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ তাঁহার "বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ"

পুস্তকে লিখিয়াছেন, "জার্ম্মাণির সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারে সকল বিপ্লববাদী সায় দেয় নাই।" একথা আমি যতদূর জানি ঠিক নহে। আশা করি, তিনি আমার এ উক্তির জন্য ক্ষমা করিবেন! জানিনা তিনি কোথা হইতে এ কথা শ্রবণ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ সাহায্য যখন অঙ্গীকৃত হইল তখন সেই সাহায্য ভারতের ও বাহিরের সকল বৈপ্লবিকেরাই সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যে এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, জার্ম্মাণ Imperialism-এর সাহায্য গ্রহণে দোষ হইয়াছে, ইহাতে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে ইত্যাদি,—এই সব "বুজরুগি" কথা অদ্য বাহির হইতেছে, জার্ম্মাণ-সাহায্য গ্রহণের বেলা কেহই এ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। আর জার্ম্মাণিরাও কখন ভারত-বিজয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিত না। ভারতের স্বাধীনতা-স্পৃহার সহিত তাহাদের সহানুভূতি আছে বলিয়া অনেকবারই জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। আর এক কথা, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা জার্ম্মাণ বাদসাহি গভর্ণমেণ্টের সহিত কায করিয়াছে বা তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনেক ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট ও সোসালিষ্টরা তাঁহাদের প্রতি ঘৃণায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা বুরজোয়া ন্যাশন্যালিষ্ট (ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ অন্য কিছু হইতে পারেন), তাঁহারা "সমাজ বৈপ্লবিক" নহেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন

করা তাঁহারা রাজনীতিসঙ্গত ও সমীচীন বলিযা মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে বিপ্লববাদের পবিত্রতার হানি হয নাই বলিযা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করা রাজনীতির প্রধান মন্ত্র, নির্ম্মল বৈপ্লবিকতার শুভ্রপতাকাধারী বলশেভিকেরাও কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলেন, কেবল দোষ হইযাছে ভারতবাসীদের, কারণ Nothing succeds like succeses (কৃতকার্য্য হওযার চেয়ে কৃত-কার্য্যতা আর নাই)।

এই অজ্ঞাত নগণ্য বিদেশস্থ বৈপ্লবিক যুবকদের কার্য্যের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায আরম্ভ হইযাছিল। এ দেশের লোক লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারে দ্বারবানের বা কেরাণীদের নিকট ধাক্কা খাওযাকে বা তথায "আবেদন ও নিবেদনের মালা" লইযা অনুনয় বিনয় করাকে ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত মনে করেন ; কিন্তু এই নগণ্য যুবকেরা জাতির সম্মুখে দেখাইয়াছিল যে, ভারতীয়েরা অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের কাছে সমান ভাবে আদৃত হইতে পারে। ভারতের রাজনীতিকারেরা অন্য পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। যখন দেশের নেতারা কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় ভারতীয় রাজনীতিকে কংগ্রেসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, সেই সময়ে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকেরা ভারতের রাজনীতিকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের foreign

diplomacy স্থাপনের অগ্রদূত। ভবিষ্যৎ এই কার্য্যের ফলাফলের বিচার করিবে।

এই কমিটির সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের সংবাদ দান করা ও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা। এই আহ্বান ভারতে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিবে। এই আহ্বানে দেশ ও বিদেশে বৈপ্লবিকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এ আহ্বান সেই প্রাচীন খৃষ্টীয় আহ্বানের অনুরূপ ছিল, যাহা থেসালোনিকার নব্য প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় মণ্ডলী ইপিসাসের মণ্ডলীকে লিখিয়াছিল, "মাসিডোনিয়ায় আসিয়া আমাদের সাহায্য কর।"

এইস্থলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে, যদি "বার্লিন ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি' প্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে ভারতে ১৯১৫-১৬ সালের বৈপ্লবিক চেষ্টা হইত না, বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশে কোন প্রচেষ্টাই হইত না। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের সময়ে বাহিরের বৈপ্লবিক কর্ম্মের সহিত বঙ্গের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

বার্লিন কমিটির আহ্বানে নানাদেশ হইতে অনেক বিপ্লব-মত-বিশ্বাসী ছাত্র দেশে চলিয়া যান। তাঁহাদের কেহ কেহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে বার্লিন হইয়া যান। চারিদিক হইতে যুবকদের অর্থ দিয়া ভারতের চারিদিকে প্রেরণ করা হয়, যেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদের এই সংবাদ ও কর্ম্মের জন্য অর্থ প্রদান করেন। ভারতের চারিদিকে বৃদ্ধ হইতে যুবক

পর্য্যন্ত বিভিন্ন ন্যাশন্যালিষ্ট ও বৈপ্লবিক নেতাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয় ও অস্ত্রাদি আমদানীর ব্যবস্থার চেষ্টা করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিটি স্থাপনার প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় সমস্ত বৈপ্লবিক দলগুলিকে একত্রিত করিয়া কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করা হয়। বাহিরে আমেরিকার "গদর পার্টি" বার্লিন কমিটির সহিত সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করায় কমিটির বিশেষ লোক-বল লাভ হয়। সেই সময়ে হাজার হাজার শিখ্ ভারতে গিয়াছিলেন; অনেক ছাত্র পৃথিবীর চারিদিকে কর্ম্মের জন্য প্রেরিত হন।

সে এক সময় গিয়াছে! তখন বৈপ্লবিকদের হৃদয়াকাশে আশার অরুণ কিরণ উদীয়মান হইয়াছিল। কত কল্পনা, কত জল্পনাই না তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল! তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি উৎসাহ কি সাহসই ছিল! বঙ্গলার বিপ্লববাদের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক বঙ্গীয় কবির শিখ বীর্য্যের চরিত্রাঙ্কণ বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকদেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এ চরিত্রাঙ্কণ এ সময়ের নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকদেরই প্রতিও প্রযুজ্য হয়। তাই বলি, সে একদিন গিয়াছে! যিনি তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি জানেন সে কি উৎসাহ, আশা ও ভরসার দিন গিয়াছে। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহার ঋণ"—বৈপ্লবিক-দের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশ বিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে

সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিযাছেন ; জিব্রাল্টারের পথ দিয়া ইউরোপে আসিযাছেন। সেপথ বন্ধ হইলে ব্রিটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উ।স্থিত হইযাছেন ও প্রত্যাবর্ত্তন কবিযাছেন। কুচপবোয়া নেই, ইহাই মনের ভাব। কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদযে যুবকের দল তথায গমন করিয়াছে। আর মৃত্যু ভয? "সত্যই জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" তাঁহাদের ছিল। সুযেজ খাল রাত্রে সন্তবণ করিযা মিশরে ভারতীয সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত কবিতে হইবে,—তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজি দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল! মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার কবিতে হইবে ;—তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙালী তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইল। সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকুলস্থিত দেশসমূহে গিযা অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে,—অমনি বঙ্গভাষী ও পাঞ্জাবী ভাষী যুবকের দল লাগিয়া গেল! ইরাণ ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি উত্তরণ কবিয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দল দৌড়িয়া যাইত! কাযে আগে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তৎপরে ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয় - মরিব কি বাঁচিব তাহা পরে দেখা যাইবে—ইহাই ছিল সেই সময়েব বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্বের অবস্থা।

এই মানসিক শক্তি লইয়া বৈপ্লবিক যুবকের দল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের সর্ব্বদিকে

বিশিষ্ট লোকদের কাছে লোক পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণ বশতঃ হউক পাঞ্জাব ও বঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৈপ্লবিকদের সাড়া পাওয়া যায় নাই ও উক্ত দুই প্রদেশের বৈপ্লবিকদের কর্ম্ম সংক্রান্ত জায়গা ছাড়া আর কোন স্থানে বৈপ্লবিক সঙ্কেত পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গে বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের ও জার্ম্মাণ সাহায্যের বার্ত্তা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরণ করা হয়। অর্থও লোক দ্বারা প্রেরিত হয় এবং সে অর্থও নিরাপদে পৌঁছায়। এই সংবাদের ফলে নাকি অনেক বাদানুবাদের পর বিভিন্ন দল একত্রিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বার্লিন হইতে প্লান ঠিক ছিল যে বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বৈপ্লবিকেরা Harry & Sons প্রতিষ্ঠিত Universal Emporium নামক কারবার তথায় খুলিলেন।

পাঞ্জাবের কর্ম্ম গদর দলের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই দলে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের ও ধর্ম্মের লোক সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সাহস, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ জগতে অতুলনীয়। গদর দলের শিখ শ্রমজীবিদল দেশে প্রত্যাবৃত হইয়া যে বিপ্লবোদ্যম করেন তাহা ভারতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত, এস্থলে উহা বর্ণনা করিবার অবসর নাই। বঙ্গের তৎকালের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ইতিহাসও সেরূপ এস্থলের বর্ণনার অধিকারের বহির্ভূত। কিন্তু ভারত সম্পর্কীয় বাহিরের কর্ম্মের সংবাদ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব।

সুদূর প্রাচ্যের কার্য্য

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ম মাসে বার্লিন কমিটি kraft নামক একজন জার্ম্মাণকে যবদ্বীপের রাজধানী বাটেভিয়াতে পাঠাইয়া দেন, উদ্দেশ্য তথা হইতে আয়োজন করিয়া আণ্ডামান দ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজনৈতিক কয়েদিদের মুক্ত করা সন্নিকটবর্ত্তী কোন নিরপেক্ষ দেশে পৌছান ও অস্ত্রাদি আমদানীর সাহায্য করা। ইনি যথা সময়ে তৎস্থানে পৌঁছিয়া বার্লিনে সংবাদ দেন যে, বাটেভিয়া হইতে একটা জাহাজ লইয়া আণ্ডামান আক্রমণ করা সহজ এবং সে চেষ্টাও তিনি করিতেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিলেন যে, হোটেলস্থিত জনকতক ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছে। ইহারাই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রেরিত ব্যক্তি, কিন্তু মাসকতক বাদে শীতকালে বার্লিনে সংবাদ আসিল যে, kraft সিঙ্গাপুরে ইংরেজ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কাজেই আণ্ডামান আক্রমণের প্রচেষ্টা ঐ স্থানেই বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এই জার্ম্মাণটির যবদ্বীপ অবস্থানকালে ইংরেজী গোয়েন্দা তাঁহার বিপক্ষে লাগিয়াছিল। আণ্ডামান আক্রমণের কথা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কি? শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথাতে' উল্লিখিত আছে যে আণ্ডামানে রাজপুরুষদের একবার আতঙ্ক

হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণ রণপোত Emden নাকি ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজনীতিক কয়েদিদের খালাস করিবার চেষ্টা করিবে। আমেরিকার কোন এক সংবাদপত্রের লেখক কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়া সেই কাগজে লিখিয়াছিলেন, কলিকাতায় তিনি এই জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়াছেন, বৈপ্লবিকরা আণ্ডামান আক্রমণ করিয়া রাজনীতিক কয়েদিদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। এইসব জনশ্রুতি বাস্তব ঘটনার আভাস পাইয়া গঠিত হইয়াছিল, কি সন্দেহেই গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল ?

আমেরিকাস্থিত কোনও ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যখন জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুত সংবাদ আসিল, তখন তথাকার কন্সালদ্বারা তাড়িৎবিহীন টেলিগ্রাম দিয়া Emdenএর কাপ্তেনকে সংবাদ পাঠান হয় যেন তিনি আণ্ডামান আক্রমণ করেন। কিন্তু এ প্লান যে Emden কে পাঠান হইয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই, তদুপরি Emden এর Lieutenant পরে কোন বৈপ্লবিকের সহিত সুমাত্রায় সাক্ষাতের পরে নাকি বলিয়াছিল যে, এই প্রকার message (অনুজ্ঞা) তাহারা পায় নাই।

বার্লিন কমিটির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ছিল ভারতে অস্ত্রাদি প্রেরণ করা। এই কর্ম্মের আড্ডাস্থল স্বভাবতই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইবে। তজ্জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ঐ

দিককার কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য পেকিংএ Admiral Von Hintze-কে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করে, ও আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির উপর অস্ত্রাদি ক্রয় করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করে। আমেরিকা হইতে ভারতে অস্ত্র আমদানীর রাস্তা পরিষ্কারের জন্য অনেক যুবককে চীন, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয়।

ইহার পূর্ব্বে বিদেশ হইতে প্রেরিত দূতেরা জার্ম্মাণের সাহায্যের সংবাদ লইয়া বঙ্গে উপস্থিত হন। আমেরিকা হইতে যাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহারা দেশে গিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী বসুর বিদেশ গমন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণের সাহায্য গ্রহণ করা। রাসবিহারী বসু জাপানে পৌঁছিয়া চন্দননগরের জনৈকের নিকট সংবাদ পাঠান। তাহা অবগত হইয়া গিরিজাবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের সহিত যোগদান করেন নাই। রাসবিহারী বসুর জাপান যাত্রার উদ্দেশ্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অজ্ঞাত ছিল না এবং রাসবিহারীর খবর না পাওয়াতে তিনি অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে জাপানে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে বলেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে তিনি গা ঢাকা দেন এবং অস্ত্রাদি গ্রহণের জন্য উভয় কারণ বশতঃ বালেশ্বরে যান। কিন্তু অস্ত্রাদি নিরূপিত সময়ে অবধারিত স্থানে উপস্থিত না হওয়ায় ও পুলিশের তাড়ার জন্য যতীন্দ্র-

নাথকে সহচরদের লইয়া বারীপাদের জঙ্গলের দিকে পলাইতে হইয়াছিল ও শেষে তাঁহাকে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ রণে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অবনীনাথ জাপানে পৌঁছায় ও তথায় রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করে। অবনী রাসবিহারী ও অন্যান্যদের সহিত নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া উপদেশাদি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসবিহারীর সহিত সাংহাইতে আসেন। এই সময়ে রাসবিহারী দেশ হইতে পত্র পান যে, ডাকাতি আর চলে না, যে কোন প্রকারে হউক টাকা যেন পাঠান হয়। সেইজন্য তিনি অবনীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যতীন্দ্রনাথকে বলিতে বলেন, "যতীন বাবু অতি ক্ষুদ্র, তথাপি রাসবিহারী তাঁহাকে সমান নেতারূপে মানিয়া নিতে রাজী আছেন; কিন্তু এরূপ ভাবে একেলা টাকা লইলে আর অন্য দলকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে খুন খারাপি হইতে পাবে। এভাবে মিলন সম্ভব নয়।" শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার "বন্দীজীবনের" একস্থলে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের দল বিপ্লবের পরামর্শের জন্য যতীন্দ্রনাথকে বেনারসে আহ্বান করিয়াছিল," এবং অন্যত্র লিখিয়াছেন, "যতীন্দ্রের দল ঢাকার দলের সহিত মিলিত হয় নাই"। তৎপরে অবনীর নিকট রাসবিহারীর এই উক্তি পরস্পরে পরস্পরকে প্রতিবাদ করিতেছে। ইহাতে বোঝা যায় যে, অন্ততঃ নেতারা সহযোগে কর্ম্ম করিতেন।

রাসবিহারী অবনীকে দেশে পাঠাইবার সময় ৩৫ জন ভারতীয় লোকের নাম ও ঠিকানা তাঁহার নোট বুকে লিখিয়া দেন। অবনী প্রত্যাবর্ত্তন কালে অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুক সমেত ধরা পড়েন এবং পরে জেল হইতে পলায়ন করেন।

এই সময় প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কূলবর্ত্তী দেশ সমূহে ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা অস্ত্র আমদানী ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-এসিয়ায় তখন ভারত-বিপ্লব-উদ্যোগের ধুম পড়িয়া গিয়াছে! তৎকালে জাপান, চীন, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বৈপ্লবিকদের কার্য্যের জন্য ঘাটি বসিয়াছে: জাপানে বৈপ্লবিকেরা কাউণ্ট ও কুমা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাপন্ন বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈপ্লবিকদের আশা দিয়াছিলেন যে ভারতে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইলে, জাপানবাহিনী যাহাতে তাহা দমনার্থ না যায় তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে তাঁহারা চীন বৈপ্লবিক-নেতা সানিয়াৎ সেনেরও সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সব অনুকূল সমবায়ের ফলে বৈপ্লবিকেরা ভারতীয় বিপ্লব চালাইবার জন্য International Volunteer Corps গঠন করেন। এই Corps-এ অনেক জাপানী আভিজাত্য বংশীয় যুবক ভর্ত্তি হইয়াছিল।

এই সময়ে প্রাচ্যের কর্ম্মের জন্য শ্রীযুক্ত ভগবান সিং

আমেরিকা হইতে আসিয়া ফিলিপিন দ্বীপে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাকে বিতাড়িত করায় শ্রীযুক্ত দোস্ত মহম্মদের হস্তে কার্য্যভার দিয়া তিনি জা ানে আসেন। পরে তিনি চীনে গমন করেন ও তথাকার কার্য্যভার রাস-বিহারী ও তিনি উভয়ে চালাইতেন। অত্মারাম কপুরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত চীন সহর Swato হইতে বাঙ্ককে (Bangkok) পরিব্রাজক গমন করেন। শ্যামে তাঁহারা ইঞ্জিনিয়ার অমরসিংকে কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্লান স্থির হইল যে, শ্যামস্থিত জার্ম্মাণেরা ভ ব চীয়দের সহিত মিলিত হইয়া মৌলমেনের পথে ব্রহ্ম আক্রমণ করিবেন, আর চীনস্থিত জার্ম্মাণেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক দল শ্যামের দলের সহিত যোগদান করিবেন এবং অন্য দল ব্রহ্মের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে সম্মুখে রাখিয়া ভামোর (Bhamo) পথে উত্তর-ব্রহ্ম আক্রমণ করিবেন। ইহাও স্থির ছিল যে, তিনখানি অস্ত্র জাহাজ, যাহাদের একখানিতে ৫০০ জার্ম্মাণ অফিসার ও ১০০০ সৈন্য থাকিবে তাহারা আণ্ডামান হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করিয়া কলিকাতায় আসিবে, এবং অন্য দুইখানির একখানি বাঙলার অন্যত্র ও শেষখানি পশ্চিম ভারতের কাম্বেতে গিয়া বৈপ্লবিকদের কর্তৃক গৃহীত হইবে। শেষে ব্রহ্ম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পাঞ্জাব ও বঙ্গে যুগপৎ বিপ্লব পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের দিক দিয়া ভারত

আক্রমণের চেষ্টা হইবে। এই theoretical প্লান বৈপ্লবিকেরা ও জার্ম্মাণেরা সম্মিলিত হইয়া বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে গড়িযাছিলেন। কিন্তু ফলে ইহা কার্য্যকরী হয নাই। ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে অনেকেই ধরা পড়েন ও জার্ম্মাণেরা "চাচা আপন বাঁচা" করিয়া পলায়ন করে। কোন কোন ভারতবাসী বলেন যে এই উপলক্ষে জার্ম্মাণদের অনেকেই বিলক্ষণ ধনী হইয়াছিল। এই অঞ্চলের ভারতীয় কর্ম্ম কি প্রকারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল তাহা ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিতেছি।

সর্ব্বপ্রথমে সিঙ্গাপুরের সিপাহী বিদ্রোহী হয। বার্লিনে এই বিদ্রোহের রিপোর্ট আসে যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হই। সাত দিন সহর দখল করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে "অন্তরীণ" জার্ম্মাণ অফিসারদের খালাস দেয। সিপাহীরা ইহাদের বলেন যে, যুদ্ধ বিষযে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ কর এবং কি প্রকারে কামান প্রভৃতি দাগিতে হয তাহা দেখাইয়া দাও। কিন্তু জার্ম্মাণেরা বলে যে, ইংরাজের কাছে তাহারা অঙ্গীকৃত বাক্য (Parole) দিয়াছে যে অস্ত্রধারণ করিবে না। অতএব তাহারা সিপাহীদের সাহায্য করিতে পারিবে না। নেতৃবিহীন হইয়া সিপাহীরা আর বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে ইংরাজের মিত্রশক্তিদের জঙ্গী জাহাজ (ইউরোপীয় ও জাপানী) আসিয়া যুদ্ধ করিয়া সিপাহীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই রিপোর্ট আরও বলে যে, জাপানী

নৌ-সৈনিকেরা ভারতীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে গুলি চালায় নাই। ইউরোপীয় নাবিকদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু অন্য জনরব বলে যে জাপানী গুলি চালাইয়াছিল। অন্যপক্ষে ভারতীয়দের রিপোর্ট যে, সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহ "গদর দলের" কার্য্য। শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ এই কার্য্যের জন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হন। তিনিই এই বিদ্রোহের organiser. তিনি তথায় অবস্থিতিকালে জার্ম্মাণ-বন্দীদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হন। তাহাদের সহিত মূলচাঁদ এই সর্ত্ত করেন যে, বিদ্রোহ পতাকা উড়াইয়া ভারতীয় সেনারা জার্ম্মাণদের মুক্ত করিবে, পরে উভয়ে মিলিয়া Malaya Peninsula দখল করিয়া Thingtau German war marine-কে সিঙ্গাপুরে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্ব-এসিয়া হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবে ও তাহার পর ভারতের বিপ্লবের সাহায্য করিবে। এই পরামর্শের ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। তখন সিঙ্গাপুরে ইংরেজ সৈন্য ছিল না। গভর্ণমেণ্ট জাপানীদের সাহায্যে যুদ্ধ চালাইলেন। আর জার্ম্মাণেরা মুক্ত হইয়া সুমাত্রায় পালাইয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া মূলচাঁদও চীনে পালাইল। আর বেচারা অজ্ঞ সিপাহীদল মাঠে মারা গেল।

তৎপরে ব্যাটেভিয়া হইতে আণ্ডামান আক্রমণের প্রচেষ্টায় Kraft ধরা পরায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা অগ্রেই বলিয়াছি। ব্যাটেভিয়াতে একটী ভারতীয় আড্ডা স্থাপন করা হইয়াছিল। ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লোকেরা

তৎস্থানে Kraft-এর সহিত মিলিত হয়। যতীন্দ্রনাথের সহিত রাসবিহারীর প্লানের গরমিল হওয়ায় তিনি জনৈক উকালকে টাকা দিয়া ব্যাটেভিয়াতে পাঠাইয়া দেন। এই উকীল বর্ম্মায় ওকালতী করিতেন। যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ৺ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী যখন বর্ম্মায় থাকেন তৎকালে তাহার বাসায় অবস্থান করেন। এই সম্পর্কে তিনি ও বিপ্লববাদী। যাহাই হউক এই উকীল বাবু নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ সিঙ্গাপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টকে সব বলিয়া দেন। তিনি এই অঞ্চলের সমস্ত প্লান জানিতেন। যে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই হইয়া বঙ্গোপসাগরে আসিতেছিল ও যে জাহাজে শ্যামের জার্ম্মাণ কন্সাল্ যাইতেছিল তাহা সমস্তই তিনি জানিতেন। এই সমস্ত প্লান জানিতে পারিয়া ইংরাজের রণতরী H. M. S. Cornwall অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আণ্ডামান দ্বীপের নিকট ডুবাইয়া দেয় ও জার্ম্মাণ কন্সালকে কয়েদ করে।

যখন পূর্ব্ব-এশিয়ায় এই প্রকারে ভারতীয় কর্ম্ম চলিতেছিল, তখন আমেরিকা হইতে যাঁহারা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কূলে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের জনকতক কিছু করিতে না পারিয়া আমেরিকায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু আমেরিকা হইতে আগতদের মধ্যে যোধসিং চিঞ্চিয়া ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হন ও তথাকার জার্ম্মাণ কন্সালের সহিত দেখা করেন। জার্ম্মাণ কন্সাল তাঁহার রিপোর্টে, যাহা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নানা রাস্তা ঘুরিয়া বার্লিনে পৌঁছায়, লেখেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে বাঙ্কক নিবাসী এক শিখ শ্রমজীবীকে ভারতে বৈপ্লবিকদের কাছ হইতে সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া বৈপ্লবিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাঙ্ককে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে তিন ব্যক্তির তথায় আগমন হয়। তাহাদের কথার ভাবভঙ্গি দেখিয়া কন্সাল প্রীত হয় নাই। তাহার রিপোর্টে লেখে যে, "ইহাদের জমকাল আমেরিকান পোষাক দেখিয়া ও আমেরিকান চালে লম্বা কথা শুনিয়া আমার ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই।" চিঙ্কিয়া আমায় বলিল, "We have come to kick a system into the matter." হঠাৎ তাহার দিনকতক পরে উপরোক্ত শিখ শ্রমজীবীটী ভয়ার্ত্ত হইয়া কন্সালের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে পুলিশের ধরপাকড় হইতেছে। তাঁহাকে কন্সাল এক নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেয়। তারপর শুনা গেল যে, আমেরিকাতে ঐ তিন ব্যক্তিকে শ্যামদেশীয় পুলিশ ধরিয়া ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। এ ব্যাপার অন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্ব্বল শ্যাম প্রতাপান্বিত ইংলণ্ডের খাতির অবহেলা করিতে পারিল না। ধরা পড়িবার পর ইহারা ইংরাজের নিকট সব একরার করে। কন্সাল রিপোর্টে বলে, "ধরা পড়িলে ইহারা সব গুপ্তকথা বলিয়া দেয়। এই সব ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা মুখে লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু গলায় ছুরি পড়িলে তোতা পাখীর মতন সব কথা বলিয়া ফেলে!"

এই তিনজনের মধ্যে যোধসিং পাঞ্জাবের অধিবাসী ও একজন পুরাতন বৈপ্লবিক। দেশে পুলিশের তাড়া খাইয়া ইউরোপ ঘুরিয়া ব্রেজিলে কর্ম্ম করিতেছিলেন। তৎকালে কোন কর্ম্মোপলক্ষে শ্রীমতী কামা কর্ত্তৃক আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। এই উপলক্ষে যোধসিং শ্রীমতী কামাকে গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছিল, "I will show the England how to make an egg stand." যখন বিদেশস্থ সর্ব্ব বৈপ্লবিকদের কার্য্যের জন্য আহূত হয়, ব্রেজিল হইতে অজিতসিং যোধসিংকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া বার্লিনে পাঠাইয়া দেন। তথায় কোন কোন লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, যোধসিং ভীরু প্রকৃতির ব্যক্তি। কিন্তু হরদয়াল বলে যে, যোধসিং মহাজন একজন পুরাতন উঁচুদরের বৈপ্লবিক, সেই জন্য তাঁহাকে প্রাচ্যে গিয়া কার্য্য করিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ায় পাঠান হয়। ধরা পড়িয়া যোধসিং approver হয় ও সিঙ্গাপুরে নীত হয়, এবং পরে লাহোর conspiracy case-এ সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেয়। লাহোর মোকদ্দমায় যোধসিং বার্লিন হইতে ব্যাঙ্কক পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক কর্ম্মের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে বার্লিনে সেই সংবাদ পৌঁছায়। যোধসিং approver হইল, ইহা আশ্চর্য্যের কথা বটে কারণ যে অত লম্বা লম্বা কথা কহিত, কেবল ধর্ম্ম ও নীতির বড়াই করিত ও পরের দোষ ও দুর্ব্বলতা দেখাইয়া বেড়াইত সে-ই সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ইহা ক্ষোভ ও বিস্ময়ের কথা বটে!

পরে শুনা গেল, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ও appr ver হইয়াছিল কিন্তু মাদ্রাজবাসী চিঞ্চিযাব মুখ থেকে একটি কথাও বাহির হয় নাই। সুকুমাব চট্টোপাধ্যায় আমেরিকায় ছাত্র ছিল, তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া কেহ কখন শুনে নাই। যখন জার্ম্মাণের সাহায্যের কথা আমেরিকায় পৌঁছিল তখন অনেক ছাত্রই হুজুগে মাতিয়াছিল। ছদ্মবেশে পরের খরচায এই সুযোগে চারিদিকে স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইয়া লওয়া যাইবে ভাবিয়া বোধ হয এই সব লোক বৈপ্লবিক কর্ম্মে জুটিয়াছিল। আর বিপ্লব মন্ত্রে বিশ্বাস করা? সব ভারতবাসীই মুখে না হয় অন্ততঃ মনে মনে বিপ্লবী। যখন মনে ত্যাগেব শক্তি নাই তখন এই প্রকাবের লোক ধরা পড়িলেই গুপ্তকথা বলিয়া দিয়া সাফাই গাহিয়া প্রান বাঁচাইবার চেষ্টা কবিবে ইহাতে আব আশ্চয্য কি? যিনি সুকুমার চট্টোপাধ্যাযকে যোগাড কবিয়াছিলেন, তিনি পরে স্বীকাব করিয়াছিলেন, যে তিনি লোক নির্ব্বাচনে ভুল করেন না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকুমারেব বেলাতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল।

দক্ষিণ-এশিয়ায় এই প্রকারে ধর পাকড় আরম্ভ হইলে বাঙ্গলা হইতে আগত বৈপ্লবিকেরা চীনে পলায়ন করেন। ফণী চক্রবর্ত্তী ওরফে পাইন সাংহাইতে ধরা পড়ে। সাংহাই ভারতে অস্ত্র রপ্তানির এক কেন্দ্রস্থান ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের একজন লোক বার্লিনে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন যে, পাইন নামে এক ভারতবাসীর সহিত তাঁহার দক্ষিণ-এশিয়ায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি জার্ম্মাণ কন্সালের সংস্পর্শে

আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু তাহা কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। ইঁহার স্বপ্নাবিষ্ট লোকেব (dreamy) ন্যায় মনের ভাব। পরে তিনি ও জার্ম্মাণ এজেণ্ট উভয়ে সাংহাইতে যান, কিন্তু পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও পাইন উক্ত সহরের ইংরাজাধিকৃত স্থানে গমন করেন ও ধরা পড়েন। পরে যখন জার্ম্মাণ এজেণ্টটী ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তনের কালে কালোম্বোতে জাহাজে আসেন তখন ইংবাজ পুলিশ তাঁহাকে ধবিযাছিল ও পাইনের ফটোগ্রাফ দেখাইযা বলে তুমি ইহাকে চেন কি না? তিনি স্বীকার করায পুলিশ তাঁহাকে বলেন যে পাইনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্তু অবনী মুখোপাধ্যায় যখন সিঙ্গাপুরে বন্দী হন তখন ফণী চক্রবর্ত্তী ওরফে পাইনকে ও সেই জেলে রাখা হয় ও তাহার কাছ হইতে গুপ্তকথা বাহির করিবার জন্য তাকে নির্য্যাতন করা হয়। অবনী বলে যে, এক বৎসর নির্য্যাতন ভোগের পর চক্রবর্ত্তী যখন রক্তবমি আবম্ভ করে তখন নাকি তিনি বলেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারি না, কথা বলিয়া দিব।" ইহার ফলে নাকি চক্রবর্ত্তী খালাস পায়। এইসব ধরপাকড়ের পরে যাহারা বাকী ছিল তাহারা জাপানে চলিযা যায়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল যে রাসবিহারী বসু ভারত হইতে জাপানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে হেরম্বলাল গুপ্ত অস্ত্র আমদানীর জন্য জাপানে যান। কিন্তু জাপানী গভর্ণমেণ্ট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের

প্ররোচনায় এই দুই ব্যাক্তিকে শেষোক্ত গভর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জাপানী বন্ধুরা এই দুই বৈপ্লবিকদের নিজেদের গৃহে লুকাইয়া রাখেন। রাসবিহারী ও হেরম্বকে টোকিওর বাহিরে একজনের গৃহে একটি ছোট ঘরে বহুদিন লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু হেরম্ব এ প্রকারের জীবন আর সহ্য করিতে না পারায় একদিন জাপানী বেশে বরফের উপর দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া টোকিওতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে ও তথা হইতে আমেরিকায় পলাইয়া আসে।

হেরম্ব গুপ্তের জাপানে আগমনের পূর্ব্বে লালা লাজপৎ রায়ের সে দেশে আগমন হয়। রাসবিহারী ও হেরম্ব ধৃত হওয়ার ফলে নাকি লালা লাজপৎ রায় জাপান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন কিন্তু প্রধান সচীব কাউণ্ট ওকুমা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠায় ও বলে যে, ইহা নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের ভুলের জন্য সংঘটিত হইয়াছে, লালাজি যেন জাপান পরিত্যাগ না করেন। এই সময়ে ইউরোপীয় কাগজে প্রকাশ হয়, যে "সাতজন ভারতবাসী এক জাপানী জাহাজে আমেরিকা যাইতেছিল কিন্তু ইংরাজের এক রণপোত ঐ জাহাজ সমুদ্র মধ্যে ধরিয়া এই সাতজন ভারতবাসীকে কয়েদ করিয়া লইয়াছে।"

যখন পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবের জন্য এই প্রকারের বিপুল আয়োজন হইতেছিল, সেই সময় উক্ত কর্ম্মের আরও সহায়তা করিবার জন্য যবদ্বীপের ন্যাশনালিষ্ট পার্টির অন্যতম

নেতা ইউরেশীয়ান বংশীয় Dr. Daus Dekkar-কে কমিটি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ডক্তার ডাউস দেক্কার ইউরেশীয় বংশীয় হইলেও (যবদ্বীপের ইউরেশীয়ানরা শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহিত সাম্যতা পায় না বলিয়া দেশীয়দের সহিত নিজেদের ভাগ্য নিয়োজিত করে) একজন বড় স্বদেশ প্রেমিক ও ন্যাশনালিষ্টদের একজন নেতা। ইনি রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) জন্য ডাচ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যবদ্বীপ হইতে কিছুকালের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। ইউরোপে নির্বাসন কালে তিনি পণ্ডিত শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা ও কোন কোন ইউরোপস্থিত ভারতীয় বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন। তৎপরে স্যুইজ দেশে Zurich বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ করিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্ম্মে সহায়তার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, যবদ্বীপের বৈপ্লবিকদলের সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সন্মীলন হইলে ভারতীয় কর্ম্মে সুবিধা হইবে ভাবিয়া বার্লিন কমিটি তাঁহাকে কর্ম্মে নিযোজিত করিলেন। ইহার ফলে ইনি ও ইঁহার একজন যবদ্বীপী প্রিন্স বন্ধু বার্লিনে আসেন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি মুসলমান ছিলেন এবং সেরাকত-উল-ইসলাম (Sherakat-ul-Islam) নামক ঐ অঞ্চলের একটি প্রকাণ্ড মুসলমান ন্যাশনালিষ্ট সমিতির সভ্য ছিলেন। কমিটির ইচ্ছা ছিল, দুই দলকেই ভারতীয় কর্ম্মে নিয়োজিত করা। এই

উদ্দেশ্যে ডাক্তার দাউস দেক্কারকে একটি প্লান দিয়া যবদ্বীপে পাঠান হয়। তাঁহার কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল, ঐ অঞ্চলে যে ভারতীয় কর্ম্ম হইতেছে তিনি তাহার সহায়তা করিবেন অর্থাৎ অস্ত্রাদি যবদ্বীপে আসিলে তাঁহার দল তাহা গ্রহণের জন্য গোপনে সহায়তা করিবে এবং ভারতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। তৎপরে তাঁহার দলের লোক ভারতে খবরাখবরের জন্য যাইবে ইত্যাদি। এই সব পরামর্শ এই দুই জন যবদ্বীপের বৈপ্লবিকদেব সহিত স্থিবীকৃত হইলে দাউস দেক্কার আমেরিকা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথে তিনি কালিফোর্ণিয়ায় গদরের দলের সহিত আলাপ করিয়া চীনে যাত্রা করেন। কিন্তু চীনে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হন। তাহারা তাঁহাকে কয়েদ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় আনয়ন করে। কমিটি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ডচ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা যাহাতে তিনি ইংরাজের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি হলণ্ডে তাঁহার ভগ্নীকে লিখিয়া পাঠান, "ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের রাগাইবার জন্য যেন কোন চেষ্টা করা না হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া কমিটি এ কর্ম্মে বিরত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কমিটি তাঁহার ভগ্নীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সানফ্রানসিস্কোর মকদ্দমায় দাউস দেকারকে ইংরাজ লইয়া আসে। তথায় এই বিখ্যাত বৈপ্লবিক approver হন। তিনি কোর্টে সমস্ত প্লান বলিয়া দেন ও

বলেন, "আমার টাকার দরকার ছিল; দেখিলাম, ভারতীয়েরা আহম্মক, তাহারা আমাব ধাপ্পায় বিশ্বাস করিল। তাই আমিও টাকার জন্য তাহাদের ভিতর ঢুকিলাম।" এই প্রকাবে ইনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। দাউস দেক্কারের বিশ্বাসঘাতকতায হলণ্ড দেশীয বৈপ্লবিকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। একজন বৈপ্লবিক দলেব নেতা বা সভ্য আর একটি সহতীর্থ বৈপ্লবিক দলের বিপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা বৈপ্লবিক নীতির (code) বিরুদ্ধ। তর্জ্জন্য হলণ্ডের অনেক বৈপ্লবিক দেক্কারেব উপব বীতশ্রদ্ধ হন ও অবিশ্বাসেব পাত্র বলিয়া ভবিষ্যতেব জন্য সতর্ক হন

আমেবিকায যুদ্ধকালে বৈপ্লবিক কর্ম্ম "গদব" দলের দ্বারাই বেশীব ভাগ চালিত হইত। ইহা বার্লিন কমিটি ও আমেবিকাস্থিত ঐ কমিটির প্রতিনিধির সহিত একযোগে কর্ম্ম কবিত। কমিটিব প্রতিনিধি গদব দলের নেতা ৺রামচন্দ্রের সহিত পবামর্শ কবিযা কর্ম্ম সমাধান করিতেন। অস্ত্রাদি আমদানী ব্যাপাবে ইহাঁরা জার্ম্মাণ অফিসারদেব সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ১৯১৫ গ্রীষ্মকালে খৃষ্টাব্দে বার্লিনে সংবাদ আসিল ভাবতে অস্ত্র পাঠান হইয়াছে। তিনখানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসমুদ্র বহিযা পূর্ব্বভারতের দিকে যাইতেছে, আর দুই কি একখানি জাহাজ (তাহা মনে নাই) সুয়েজ কানাল হইয়া যাইতেছে; করাচি তাহাদের গম্যস্থল এবং দুইজন শিখ বৈপ্লবিক সেই জাহাজে চড়িয়া যাইতেছেন। আরও সংবাদ আসিল যে,

একজন আমেরিকান ভারতস্থিত বৈপ্লবিকদের অর্থ প্রদান করিবার জন্য antiquity (প্রত্নতত্ত্বীয় দ্রব্য) ক্রয় করিবার জন্য ভারতে যাইতেছেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে যে জাহাজে অস্ত্র যাইতেছিল সেই জাহাজেরই যাত্রী হইয়া তিনি রওযানা হয়েন। এই জাহাজ ভাগ্য বিডম্বনায় শেষে Celebes দ্বীপে গিয়া ঢুকে ও ডচ্ গভর্ণমেণ্ট তাহা আটক করে পরে যুদ্ধের শেষে এই জাহাজের পরিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য ডচ্ সোসালিষ্ট নেতা Troelstra ডচ পার্লামেণ্টে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় জাহাজটি—যাহার নাম Larsen ছিল তাহা—কালিফোর্ণিযার উপকূলেই আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হয। কেহ কেহ বলেন যে, এ জাহাজে অস্ত্র ছিল না, কারণ যে জার্ম্মাণটি (Starhunt) ভারতীযদের জন্য অস্ত্র ক্রয করিযাছিল তাহা সময়মতে ভারতীয়েরা গ্রহণ না করাতে সে মেক্সিকোর বৈপ্লবিক villaকে বিক্রয় করে। আর সুয়েজ কানাল দিয়া যে জাহাজ বা জাহাজদ্বয় যাইবার কথা ছিল তাহার সংবাদ বা পরিণাম আজ পর্য্যন্ত পাওযা যায নাই। তৎপরে সাংহাই হইতে ভারতে অস্ত্রের রপ্তানি করা হইযাছিল। ইহা দেশে পৌঁছিয়াছিল কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু রপ্তানীকারীরা ধৃত ও জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে একজন ইউরেশীয়ান ছিল।

এই ভারতীয় কর্ম্মের উপর পেকিং ও বাঙ্ককের জার্ম্মাণ রাজপ্রতিনিধিরা যে মন্তব্য বার্লিনে পাঠাইয়া দেয় ও যাহা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নানা রাস্তা ঘুরিয়া বার্লিনে উপস্থিত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, "ভারতীয় বৈপ্লবিকদের দোষেই অস্ত্র আমদানী ব্যাপার সফল হয় নাই। এ ব্যাপার বড় সহজ ছিল, কিন্তু ভারতীয়েরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করে নাই, আর ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে অক্ষম। পূর্ব্ব-এসিয়ার দিক দিয়া অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা আর সম্ভব নহে, এক্ষণে আফগানিস্থানের দিক দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।" এই উপদেশ বার্লিন গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা প্রদান করেন। এই রিপোর্টে কোন এক বাঙালী বৈপ্লবিক—যিনি অস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন,—তাঁহার সম্বন্ধে লেখা ছিল যে, ইনি কেবল তাঁহাদের কাছ হইতে টাকা চাহিতেন; আর ভারতীয়েরা মুখে লম্বা লম্বা কথা কহে ও ধরা পড়িলে ভয়ে তৎক্ষণাৎ সব বলিয়া দেয়।

অর্থ সম্বন্ধে কোন বৈপ্লবিকের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের তাহাদের গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। বার্লিন গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহসী, কর্ম্মকুশল ও ত্যাগী বলিয়াই জানিত এবং সেই ধারণাও পোষণ করিত। কিন্তু এই বিপক্ষ রিপোর্ট পাইয়া কমিটি বড়ই লজ্জিত হয় ও তাহার উপর এই মন্তব্য লেখেন যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক পুরাতন ও বিশ্বাসী বৈপ্লবিক-কর্ম্মী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং লোকাভাবে প্রশান্ত মহা-সাগরের কূলস্থিত যায়গায় কর্ম্ম করিবার জন্য অজ্ঞাত চরিত্রের

লোকদেব কাজে লাগান হইয় ছিল,—সেই জন্যই এই বিড়ম্বনার স্থষ্টি হয। ভারতীযেরা কিন্তু বলে যে, জার্ম্মাণদের দোষেই অস্ত্র আমদানী ব্যাপারটাতে অকৃতকার্য হয়। তাহাদেব মন ইহাতে ছিল না ববং মতলব ছিল অস্ত্রাদি পূর্ব্ব-আফ্রিকায তাহাদের কলোনিতে পাঠাইয়া দেয। বৈপ্লবিকেবা আবও বলেন যে, অনেক জার্ম্মাণ ভারতীয় বিপ্লব কর্ম্মেব নামে অনেক টাকা নিজেবা আত্মসাৎ কবিযাছে। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক সমযে পেকিং হইতে বার্লিনে সংবাদ আসে যে Boxer Idemnity Fund-এব জার্ম্মাণ হিসাব হইতে সমস্ত টাকা ভারতীয কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে এব তাহার হিসাব check কারবার জন্য জার্ম্মাণ বার্লিন কমিটির নিকট এ সংবাদ দেয। কারণ সমস্ত খরচই বার্লিন কমিটির debit হিসাবে লিখিত হইত, কিন্তু যুদ্ধের পরে উপরোক্ত স্থলে যে সব বৈপ্লবিকেবা কর্ম্ম কবিযাছিলেন, তাঁহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করায তাঁহারা যে রিপোর্ট দেন তাহার সহিত Boxer Idemnity Fund-এর সমস্ত টাকাটারই খরচের হিসাবেব সহিত বেশ গরমিল দেখা যায়। আর যে বৈপ্লবিকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আসিয়াছিল তিনি ইহা অস্বীকার করেন ও বলেন যে, জার্ম্মাণেবা নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য উল্টা চাপ দিয়াছে। যুদ্ধের পরে কোন জার্ম্মাণ, যিনি সাংহাই হইতে এই ব্যাপারে ভারতবর্ষীযদের সহিত লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন "God knows it, somebody has

made money out of it." কিন্তু কাহার দোষে এ ব্যাপার অকৃতকার্য্য হইল, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর প্রদান করেন, "নিশ্চয়ই জার্ম্মাণদের দোষে।"

যখন অস্ত্র আমদানীর আয়োজন পূর্ব্ব-এসিয়া হইতে হইতেছে, সেই সময়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পেকিং জার্ম্মাণ সিফারৎখানা (Embassy) হইতে বার্লিনে সংবাদ আসিল, ভারতের সমস্ত ন্যাশনালিস্ট নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে বাহির হইতে ভারতে লোক পাঠাও। কিন্তু বাহির হইতে তখন দেশে লোক পাঠান সম্ভবপর ছিল না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বড়ই সঙ্কটের সময় গিয়াছে! এই বৎসরের মধ্যকালে জার্ম্মাণ নৌবেড়া ইংরাজের তাড়িৎবিহীন এক তারের খবর ধরে। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ। এসিয়ার ইংরাজের নৌবেড়া যেন সর্ব্বদাই সতর্ক ও ভারতের গোলমাল থামাইবার জন্য সুসজ্জিত থাকে। এই সময়ে জার্ম্মাণের কলিকাতাস্থিত এক চর বার্লিনে সংবাদ পাঠায় যে, কলিকাতায় বৈপ্লবিকেরা তাহাকে বলিয়াছে, "জার্ম্মাণেরা ক্রমাগতই বলিতেছে যে অস্ত্র পাঠাইব কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু পাঠাইল না।"

এই সময়ে ভারত হইতে বিতাড়িত চারিশত জার্ম্মাণ খৃষ্টান মিশনারী বার্লিনে আসিয়া পৌঁছায়। তাহাদের নিকট হইতে

ভারতের তৎকালের রাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য এবং তাহাদের সংবাদ বিবৃত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তাঁহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন যে, ভিতরকার সংবাদ কাহাকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন না; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে ভবিষ্যতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। এইজন্য ভারত সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু একজন এই সংবাদ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকদের হস্তে অস্ত্রাদি আছে। তাঁহারা যখন হাওড়া ষ্টেশনে গাড়িতে বসিয়াছিলেন তখন একজন বৈপ্লবিক ভিখারীর বেশে তাঁহাদের কাছে আসিয়া বলে, "তোমরা দেশে ফিরিয়া যাইতেছ, তাহা ভাল। আমরা জানি জার্ম্মাণেরা আমাদের বন্ধু, কিন্তু যখন বিপ্লবারম্ভ হইবে, তখন আমাদের লোক ইংরাজ হইতে জার্ম্মাণকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে পারিবেনা, সেইজন্য তোমাদের অনিষ্ট হইবে। অতএব তোমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন মঙ্গলকর।" এই মিশনারীরা বলেন, আহমদাবাদের "অন্তরীণ তাম্বুতে" ভারতবাসীরা লুকাইয়া তাঁহাদের খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিত ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি জানাইত।

—o—

পশ্চিম-এশিয়ার কর্ম্ম

বার্লিনে বৈপ্লবিকেরা ভারতীয় কমিটি সংস্থাপনের পর তাঁহারা দেখিলেন যে পশ্চিম-এশিয়ায় ভারতীয়দের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করা বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ পশ্চিম-এশিয়া ভারতের দ্বার স্বরূপ। এইজন্য তাঁহারা পরিচিত ইরাণী বৈপ্লবিক নেতাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিবার জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা তাঁহাদের আহ্বান করিলেন। ফলে ভারতীয় কমিটির ন্যায় পারস্যবাসীদের একটি কমিটি স্থাপিত হইল। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ সময়ে জার্ম্মাণ সাহায্যে পারস্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রুশ ও ইংরাজ-আধিপত্য দেশ হইতে বিনষ্ট করা। এই পরামর্শ অনুসারে বৈপ্লবিক যুবকদের তাঁহারা স্বদেশে পাঠাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কতিপয় ভারতীয় বৈপ্লবিককেও বার্লিন কমিটি পারস্যে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইরাণ দিয়া ভারতের রাস্তা পরিষ্কার করা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চে ভারতীয়েরা তুর্কিতে আসিয়া পৌঁছান ও একদল ইরাণের পথে বাগদাদে ও অন্যদল সুয়েজ কানালের পথে ডামাস্কাসে যাত্রা করেন।

যাঁহারা Syria-তে গমন করিলেন তাঁহারা Jerusalem-এর হিন্দি-তাকিয়ার (হাজিদের জন্য অতিথিশালা) অধ্যক্ষ—যিনি একজন ভারতবাসী-মুসলমান—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মরুভূমির দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা কতিপয় মাস ঐ

অঞ্চলে অবস্থান করেন। ইহার অধিক আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কারণ এইস্থলে সুয়েজ খালের কিনারায় চর এবং ঐস্থানে ইংরাজ-সৈন্য পাহারা দিতেছে, মধ্যে মধ্যে গুলিও চলিতেছিল। বৈপ্লবিকদের এইস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই ভারতীয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দেশী সৈন্যশ্রেণীর মধ্য হইতে ১৯ জন মুসলমান-সিপাহী "জেহাদের" ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুর্কীর ছাউনিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তুর্কিরা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তথায় তাহারা সুলতানের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। বৈপ্লবিকেরা কাস্তারায় যাইয়া সিপাহীদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করেন। কতিপয় বদ্যুঃ (Bedawin) আরবদের দ্বারা খালের পরপারের সিপাহীদের সহিত আলাপ করিবার প্রচেষ্টা হয়। শেষে ঠিক্ হয় যে, পর-পারে অর্থাৎ মিশরে গিয়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে দেশভক্তির দ্বারা ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে "জেহাদের" ঘোষণার দ্বারা বিপ্লব প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কথায় কথায় গুলি চলিতেছে সেই শত্রুপুরীর মধ্যে এ অসম সাহসিক কর্ম্মে যাইবে কে? একজন তরুণ বাঙালী তৎক্ষণাৎ একর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। এ যুবক রাত্রে সুয়েজ খাল সন্তরণ করিয়া মিশরে উপস্থিত হইয়া তথায় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে প্রস্তুত। তাঁহার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া তামিলভাষী এক যুবকও তাঁহার সঙ্গে এই বিপদে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত

হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে মৃত্যু স্থির জানিয়া অন্য সঙ্গীদের নিষেধে ইহা স্থগিত হয় ও সিপাহীদের সঙ্গে অন্য উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সিপাহীরা বলে যে, তাহারা সব ব্যাপারই বুঝে কিন্তু তাহারা নিরুপায়। হিন্দু সিপাহীরা মুসলমান ধর্ম্মীয় অজ্ঞাতপরিচয় তুর্কের দিকে পলায়নে অনিচ্ছুক অথচ সেস্থানে কিছু করিবার সাহস নাই; মুসলমানেরাও সেই প্রকার নিরুৎসাহ, তাহা ছাড়া যাহারা বিদ্রোহভাবাপন্ন তাহাদের পশ্চাতের দিকে পাঠাইয়া নজরে রাখা হইয়াছে! ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বৈপ্লবিকদের কাস্তারা হইতে বোগদাদে প্রেরণ করা হয়, উদ্দেশ্য কুতালামারার (Kut-el-amara) আত্ম-সমর্পিত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করা।

যাঁহারা পারস্যে যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্য অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহাদের পদে পদে ইংরাজের লোকের সহিত লড়িতে হইত। কোন কোন স্থলে শত্রুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিত, কখনও তাঁহাদের শত্রুর উপর আক্রমণ করিতে হইত। খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই হইত। ইঁহাদের ইরাণে আগমনের পূর্ব্বে আমেরিকার গদর দলের প্রেরিত দুইজন বৈপ্লবিক কারমাণে (Kerman) ছিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে গিয়া অস্ত্রাদি ভারতের দিকে প্রেরণ করিতেছিলেন। তদ্ব্যতীত যুদ্ধের অগ্রেই যে সব ভারতীয় বৈপ্লবিক সে দেশে ছিলেন তাঁহারাও বার্লিন হইতে প্রেরিত

বৈপ্লবিকদের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কর্ম্ম করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ইরাণের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত যোগ স্থাপন করা ও সুবিধা হইলে একটী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক-সৈন্যের দল গঠন করিয়া ভারত আক্রমণ করা। কিন্তু তাঁহাদের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল, শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য তাঁহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে হইত। ছদ্মবেশে ক্রমাগতই তাহাদের ঘুরিতে হইত। এক কথায় তাহাদের জীবন হাতে করিয়া চলিতে হইত। ইহাঁদের পারস্যে অবস্থান কালে সবাজেব ইংরাজ কনসালেটের (consulate) ভারতীয় সিপাহারা ইংরাজের খয়ের-খাঁ-গিরি করে এবং বৈপ্লবিকদের ভুলাইয়া ইংরাজের হস্তে ধরাইয়া দেয়। এই প্রকারে ২২ বৎসরের বালক কেদারনাথ শত্রুর হস্তে ধরা পড়েন। তিনি যে স্থলে ছিলেন সে স্থলে ইরাণী ডাকাতের আক্রমণ হইলে তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করেন। রাস্তায় ভারতীয় সিপাহীদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের শিবিরে অতিথি হইতে বলে। তখন কেদারনাথ মরুভূমি দিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছেন। রাস্তায় স্বদেশী লোক-দের বাক্যের প্ররোচনায় সেই পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে আসিলেন। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উচ্চ অফিসারের হস্তে তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ব্যাপারে কেদারনাথ বলেন, "আশ্চর্যের বিষয়, অর্থের লোভে তোমরা

আমার স্বদেশবাসী হইয়াও শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলে, অর্থের কথা আমায় বলিলে আমি কত অর্থই না তোমাদের দিতে পারিতাম !"

কেদারনাথ ধৃত হইলে মেসিদে আনীত হন ও তথা হইতে কেরমাণে চালান হন এবং তথায় অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সঙ্গে ইংরাজ কর্ত্তৃক নিহত (shot) হন। চৈতসিংহ বলিয়া আর একটি যুবক, যিনি বার্লিন হইতে বাগদাদ অঞ্চলে প্রেরিত হন ও পরে ইরাণে যান তিনিও এই সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হন। চৈতসিংহ যুদ্ধের অগ্রে জার্ম্মাণিতে অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে কমিটি তাঁহাকে তুর্কিতে পাঠাইয়া দেয়। ইনি মেসোপোটেমিয়াতে ইংরাজ বাহিনীর মুরচার (trench) নিকট যাইয়া সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক পুস্তিকা ইত্যাদি ছুঁড়িয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার তৎকালে অসমসাহসিকতার জন্য সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু Lahore conspiracy case-এতে ইঁহার নামে পড়া যায় যে তথায় ইনি সাক্ষীরূপে আনীত হইয়াছিলেন।

এই সময় বসন্তসিংহ কেরসাস্প(Kersasp)নামক অন্য দুই-জন বৈপ্লবিক কেরমাণ (kerman) আফগানিস্থানের সীমানায় ধৃত হন। তাঁহারা কাবুলে ভারতীয় মিশনের সন্ধান ও অর্থ পৌঁছাইবার জন্য আফগানিস্থানে প্রেরিত হন। তাঁহারা আফগানিস্থান হইতে ফিরিবার কালে ধৃত হন। উঁহারাও উক্ত প্রকার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। শুনা যায়, ইঁহাদের কাপড়

দিয়া চক্ষু বাঁধিয়া গুলি মারা হইয়াছিল। কেদারনাথ ও ও বসন্তসিংহ দুইজন পাঞ্জাব প্রদেশীয় তরুণ যুবক। আমেরিকা হইতে বার্লিনে বৈপ্লবিক কর্ম্ম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কেদারনাথ ছাত্র ছিলেন; বসন্তসিংহ যদিও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না তবুও তিনি একজন অতি উচ্চদরের খাঁটি স্বদেশভক্ত কর্ম্মী ছিলেন। আর কেরসাস্পও একজন উৎসাহী ভারত-প্রেমিক ছিলেন এবং ইনিই প্রথম পার্শি যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহিদ হইয়াছেন। তৎপরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ অম্বাপ্রসাদকে পারস্য গভর্ণমেণ্ট সিরাজ হইতে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করে। তাহার ফলে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইনি অতি প্রাচীন কর্ম্মী ছিলেন এবং পাঞ্জাব ও পারস্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আর বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা যখন উত্তর হইতে রুশ ও দক্ষিণ হইতে ইংরাজের সৈন্য আক্রমণ করিল তখন পলায়ন করিয়া পাহাড়ের জাতিদের (tribes) মধ্যে ১৯০৬—১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লুকাইয়া ছিলেন।

তুর্কিতে কর্ম্ম

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্তাম্বুলে আগমন হয়। তথায় তাহাদের একটি deputation এণ্ভার পাশা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। জনশ্রুতি এই যে, deputation-এর সভ্যদের সহিত করমর্দ্দনের সময় প্রত্যেকেরই মুসলমান নাম শ্রবণ করিয়া এণ্ভার পাশা বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ হিন্দু নাই ?" উত্তরে যখন শুনিলেন, "আমাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই হিন্দু। পাশের সুবিধার জন্য মুসলমানী নাম লইয়াছি" তখন তিনি খুসী হইয়া নাকি বলেন, "ইহা শুনিয়া আমি খুসী হইলাম, আমি আমার ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন পকেটে রাখি।" পরে যে দুই একজন ভারতীয় মুসলমানদের তিনি জানিতেন তাহাদের প্রতি অভক্তি জানাইয়া বলেন, "বাঙ্গলার যে সব লোক বোমা ছুঁড়িতেছে তাহারাই কাজ করিবে।" পরে, ভারতীয়দের তুর্কিতে কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তুর্কির গভর্ণমেণ্ট হার্বিয়ার(সমর বিভাগের) অধীনে তসকিলাত-ই-মাকসুসার (প্রাচ্য সম্পর্কীয়) আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে দু-একজন স্তাম্বুলে থাকেন বাকী সকলে সিরিয়া ও বোগদাদের দিকে যাত্রা করেন। সিরিয়ায় যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কর্ম্ম পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বোগদাদে যাঁহারা গমন

করিলেন তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া মেসো-পোটেমিয়া আক্রমণ-কারী ভারতীয় সৈন্যদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা পুস্তিকা, ম্যানিফেষ্টো, যুদ্ধের সংবাদের বুলেটিন ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া ভারতীয় সিপাহীদেব মধ্যে বিতরণ করিতেন। চৈতসিংহ, বসন্তসিংহ প্রভৃতিরা ইংরাজেব মুরচার (trench) কাছে গিয়া কাগজাদি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। ফলে অনেক সিপাহী পলটন হইতে পলাতক (deserter) হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ১০০ জন পলাতক সিপাহী একত্র করিয়া বৈপ্লবিকেরা একটি "ভারতীয় বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসেবকেব পলটন" (volunteer corps) গঠন করেন। কিন্তু এই প্রদেশেব অধিবাসীদেব বর্ব্বরতার জন্য বেশী সিপাহী পলাতক হইতে পারে নাই। হিন্দু পলাতক সিপাহীদের রাস্তায় আবব বদ্যুরা "কাফের" বলিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে তুর্কীর সর্ব্বত্র তুর্ক অফিসারদের কর্ম্মে অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতা ভারতীয় কর্ম্মের অন্তরায় হইয়াছিল। পরে নানা কারণে এই volunteer corps-কে ভঙ্গ করিয়া দিতে হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতালামারার পতন হয়। ঐ স্থানে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বার্লিন কমিটি মনস্থ করিয়াছিল যে, এই ভারতীয় সৈন্যশ্রেণী কয়েদ হইলে তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া যে সব লোক বৈপ্লবিকদের দলে আসিবে তাহাদের লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বৈপ্লবিক সৈন্যশ্রেণী (army) গঠন করা হইবে। তদুপরি

মেসোপোটেমিয়ায় অনেক ভারতবাসী হাজি ও অন্যান্য প্রকারের লোকও আছে; আর জার্ম্মাণিতে কয়েদীরূপেস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরা অগ্রেই তুর্কিতে চলিয়া যায়, আর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়।

এই সব যুদ্ধের উপকরণ লইয়া একটি বৈপ্লবিক army গঠন করিয়া ইরাণের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণের অভিযান করাই এই প্লানের উদ্দেশ্য ছিল। সিপাহীদের অনেক অফিসার বলিতেন, "বাবুজী, আমাদের ৫০০০ লোক দিয়া পাঠাইয়া দেন; আমরা কোয়েটা (Quetta) হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত কুচ করিয়া যাইব, আর রাস্তায় ৫০০০ হইতে ৫০,০০০ লোক জুটিবে।" একথা অতি সত্য। কারণ প্রাচ্য দেশে কেহ সাহস করিয়া পতাকা হস্তে দাঁড়াইলে তাহার তলায় অনেকেই সমবেত হয়। বিপ্লববাদীরা বলেন কার্য্যের জন্য সাহসী লোকের প্রয়োজন। সে সময়ে আর সবই অনুকূলে ছিল। জার্ম্মাণ গভর্ণমেন্ট এ প্লানে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিল।

কুতলামারার পতনের পূর্ব্বেই কমিটি তাহার স্তাম্বুলস্থিত শাখা হইতে জনকতক সভ্যকে উপরোক্ত কর্ম্মের পূর্ব্বারম্ভের জন্য বোগদাদে পাঠাইয়া দেয়। এই সময়ে জনকতক বিশিষ্টব্যক্তি যাঁহারা কুতলামারার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গা পরিভ্রমণ করিয়াছেন

(ইহাদের মধ্যে জর্জিয়ার বৈপ্লবিক নেতা Prince Macha velli, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Von Luschan অন্যতম ছিলেন) কমিটির পরিচিত সভ্যদের বলেন যে, কুতলামারার আশেপাশের যায়গায় কেবল ঘাসই পাওয়া যায়, কোন শস্য তথায় উৎপন্ন হয় না ; খাদ্য দ্রব্য তথায় মিলে না তোমাদের লোকেরা তুর্কিদের হাতে পড়িলে কি খাইবে ? রসদের কি বন্দোবস্ত হইতেছে ? কমিটি এই সংবাদে উদ্বিগ্ন-চিত্তে জার্ম্মাণ ফরেণ অফিসে খবর পাঠাইতেই সেই অফিস উত্তর প্রদান করে যে উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি তথায় জমা করিয়াছে, ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিলে রসদাদি তৎক্ষণাৎ যোগান হইবে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে স্তাম্বুলে ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম্ম পাকা-পাকিরূপে স্থায়ী করা হয়। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মের অনুকূলেই ছিল। শিক্ষিত তুর্কেরা ধর্ম্ম বিষয়ে উদার অথবা নাস্তিক। তবে Pan-Islamism তদানীন্তন নব্য তুর্কীয় গভর্ণমেণ্টের Imperialist policy-র একটা আবরণ ছিল, এবং এই হুজুগে নিজেদের উপকার সাধিত করিয়া লইত। সেই যুদ্ধের সময় তুর্কিতে Pan-Islamism-এর হুজুগের বড়ই সোর উঠিয়াছিল এবং তাহা দ্বারা অনেকেই কিছু কিছু রোজগারও করিতেছিলেন। সে সময় অনেক ভারতবাসী মুসলমান স্তাম্বুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা

হাজি কেহ বা তুর্কি গুপ্ত-পুলিশের চর, কেহ বা ইংরাজের গুপ্তচর বলিযা বদনামগ্রস্ত, কেহ বা ভবঘুরে (vagabond), কেহ বা Pan-Islamist অর্থাৎ তুর্কির খয়ের খাঁ।

বার্লিন কমিটির লোক স্তাম্বুলে উপস্থিত হইলে, এই প্রকারের লোক যখন শুনিল যে ইহাদের পশ্চাতে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আছে ও ইহাদের হস্তে টাকা আছে তখন তাহারা হঠাৎ বৈপ্লবিক হইযা দাঁড়াইল, এবং ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ছিলেন তাঁহারা হিন্দুদের স্তাম্বুলে আগমনের ঘোর বিপক্ষ হইলেন। হিন্দু তুর্কিতে আসিযা খাতির পাইবে ইহা ভারতীয়-মুসলমানদের নিকট অসহ্য এরূপ ভাব তথায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। যাহাই হউক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই প্রথমে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সঙ্গে মিশিযাছিলেন এবং কেহ কেহ তাহাদের সাথে কর্ম্মও করিযাছিলেন। শিক্ষিত দুই একজন ব্যক্তি যাঁহারা ভারতবর্ষকে তুর্কির হস্তে সমর্পণ করাকেই ইসলামের কর্ত্তব্য পালন মনে করিতেন তাঁহারা বোধ হয় টাকার বখরা মারিবার জন্য ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সঙ্গে জুটিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন বার্লিনেও আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া জার্ম্মাণ ফরেণ্ অফিসে যাঁহার হস্তে ভারতীয় কর্ম্ম ন্যস্ত ছিল তাঁহার সহিত দেখা করিয়া হিন্দুদের গালি পাড়েন যে তাহারা একটি নীচ জাতি (Low race), মুসলমানেরা আবার ভারত শাসন করিবে। তিনি কেবল তুর্কির জন্য কাজ করেন, ভারতবর্ষের সহিত

তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই ইত্যাদি। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইত যে, যখন জার্ম্মাণ তাঁহার তুর্কির বন্ধু, তখন (Pan-Islamism ও তুর্কির ধ্বজা উড়াইয়া তাঁহার টাকার বখরা লইবার বিশেষ হক্ আছে। কিন্তু জার্ম্মাণ অফিসারটি উত্তরে বলেন, হিন্দুমুসলমানেব ঝগড়ায় আমাদেব কোন স্বার্থ নাই, জগতে কখনও Pan-Islami˒ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ভারতে মুসলমানদের হিন্দুব সহিত মিলিত হওয়া ভিন্ন গতন্ত্যর নাই, যাও হিন্দুদের সহিত মিলিয়া কর্ম্ম কর।" ইনি জার্ম্মাণদের নিকট হইতে দাবড়ি খাইয়া অবশেষে কমিটির সহিত মিলিলেন কিন্তু বলিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদের সহিত মিলিযা ইংরাজ বিনাশ করিব, কিন্তু পরে হিন্দুকে কবরস্থ করিব।" হিন্দুরাও তাহাতে তথাস্তু বলেন, কিন্তু এই সব লোকের নজর ছিল টাকার উপর। স্তাম্বুলে ফিরিয়া গিয়া জার্ম্মাণ-টাকার উপর "আধা বখরা" মারিতে পারিলেন না বলিয়া তখন তিনি Pan-Islamist-দল পাকাইলেন। উদ্দেশ্য যাহারা মুসলমান নহে তাহাদের গালাগালি দেওয়া ; শেষে কমিটির বিরুদ্ধে ক্রমাগত কর্ম্ম করায ও কমিটির অন্যান্য মুসলমান সভ্যদের প্রস্তাবে অবশেষে কমিটির সভ শ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাতিল করা হয়। স্তাম্বুলে যে তুর্কি অফিসারের জিম্মায ভারতীয় কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি বলিতেন, "এই ব্যক্তি রাজনীতি বুঝেন না, কেবল অর্থলোলুপ (he is a greedy fellow)।" এই লোকটির

স্বার্থপরতার জন্য স্থানে স্থানে ভারতীয় কর্ম্মের অনেক ক্ষতি হয়। অনেক স্থলে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে, "ব্যক্তিগত স্বার্থই" হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল। এই দল তাঁহাদের কাগজে প্রচার করিতেন যে, ভারত মুসলমানের দেশ। হিন্দুরা কৃষ্ণকায় জাতি ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাস করে, আর সুলতান মামুদ যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌ ইত্যাদি। এই সব Pan-Islamist দের কাজ ছিল তুর্কির টাকা খাইয়া তাহার গুণগান করা, এবং এই প্রকারের লোকগুলকে তুর্কি গভর্ণমেণ্টও এজেণ্টরূপে হাতে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল কারণ যখন বড় আশার "জেহাদ" ঘোষণাতে মুসলমানজগৎ কর্ণপাত করিল না, তখন বিভিন্ন দেশের গোটাকতক লোককে জেহাদের মুখ বাঁচাইবার জন্য হাতে রাখিতেই ত হইবে। ইহাদের মধ্যে উপরোক্ত হিন্দু-বিদ্বেষী লোকটি যখন এনভার পাশার কাছে অর্থ-প্রার্থী হইয়া যায় ও দুঃখ করিয়া বলে যে হিন্দুরা চারিদিকে কাজ করিতেছে, তাহাকেও টাকা দেওয়া হউক সেও কাজ করিবে। এনভার পাশা উত্তরে বলেন, "হিন্দুরা এশিয়ার জন্য কাজ করিতেছে, ইহাতে আক্ষেপের কিছু নাই। তুমিও ইস্‌লামের জন্য কাজ কর, উভয় কর্ম্মের গন্তব্য এক। এনভার, তালাত, সুখরি, জাভিদ ইত্যাদি নব্য তুর্কির নেতারা Pan-Islamism-এর নামে কখন ভারতের উপর তুর্কির আধিপত্যের স্বপ্ন দেখিতেন না। কিন্তু জামালপাশা নাকি "স্পেন হইতে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত এক Pan-Islamic সাম্রাজ্য স্থাপন যাহার কেন্দ্রস্থান

হইবে" তাহার স্বপ্ন দেখিতেন, কিন্তু ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত হইতেই হইবে ইহা সমগ্র তুর্কিতেই বলিতেন। ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যখন সিরিয়ার কর্ম্ম করিতে গিয়াছিলেন তখন একজন মিসরি (Egyptian) যুবক যিনি তাঁহাদের কর্ম্মে সহযোগী ছিলেন তাঁহাকে জামালপাশা উপরোক্ত স্বপ্নের বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মেক্কার বড় সেরিফ (যুদ্ধের পরে যিনি রাজা হইবাছিলেন) যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন তিনি তুর্কির বন্ধু ছিলেন, সেই সময়ে জামালপাশার কাছে বলিয়াছিলেন যে, "মেক্কামে কাবা" দলের যেসব ভারতীয় মুসলমানেরা মেক্কায় আসেন তাঁহারা ইংরাজের গুপ্তচর!

যাহা হউক জনকতক ধর্ম্মান্ধ ও স্বার্থপর লোকের জন্য স্তাম্বুলে ভারতীয়দের ক্ষতি হইয়াছিল। ইহারা ধর্ম্মকে নিজেদের স্বার্থের আবরণস্বরূপ করিয়াছিলেন। ইহাদের ধর্ম্মান্ধতার তুইটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে বিবৃত করিব। স্তাম্বুলে কমিটির আফিস বাড়ীতে অনেক অস্ত্র থাকিত। একজন মুসলমান ভদ্রলোক, যিনি পাগলামীর জন্য কমিটির মুসলমান সভ্য দ্বারা কমিটি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তিনি পুলিশে গিয়া গুপ্তভাবে খবর দেন যে অমুক যায়গায় হিন্দুরা বিনা হুকুমে অনেক অস্ত্র রাখিয়াছে। এই খবর পাইয়া পুলিশ কমিটির বাড়ীতে খানাতল্লাসি করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু, ভারতীয় কার্য্য তস্কিলাত্-ই-মাকস্থসার অধীনে থাকায় সেই অফিস পুলিসকে এই কর্ম্মে মানা করে, এবং কমিটিকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন

করিয়া বলে যে, তোমাদের দেশের লোকই এই কর্ম্ম করিয়াছে; এক্ষণে তোমরা আমাদের অফিসের দ্বারা পুলিশকে এক অস্ত্রের তালিকা প্রদান কর। এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতের বাহিরে মুসলমানজগৎ হিন্দু ও মুসলমানের প্রভেদ করে না, তাহাদের নিকট উভয়ই এক জাতীয়। ভারতীয়-মুসলমান মনে করেন, তিনি কোন মুসলমান দেশে যাইলে তথায় তাঁহার তথাকার বাসিন্দার ন্যায় সব কাজে সমান অধিকার হয় ও তিনি তথায় যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে জানি এবং যে ভারতীয় মুসলমানদের এ বিষয় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাঁহারাও সাক্ষ্য দিবেন যে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভারতের বাহিরে মুসলমান জগতে সর্ব্বপ্রকারের ভারতবাসীই হিন্দু। মুসলমান হইলেই হিন্দু অপেক্ষা তাহার খাতির ও বিশিষ্ট অধিকার ভোগ করিবার সুবিধা হয় না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ, বার্লিনে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে চারিজন হিন্দু (তিনজন শিখ ও একজন ডোগরা সিপাহী) তুর্কিতে যায়। তাহাদের তৎসহরস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের সহিত থাকিতে দেওয়া হয়, কিন্তু তথায় যে ভারতীয় মুসলমানটি কমিটির বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দিয়াছিলেন তিনি সেই ব্যারাকে গিয়া অন্যান্য সিপাহীদের (ভারতীয়-মুসলমান ও তুর্ক) মধ্যে প্রচার করেন যে ইহারা হিন্দু, অতএব ইহাদের কেবল শুষ্ক রুটী খাইতে দিবে, অন্য সর্ব্ব দ্রব্য হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিবে। এই ভদ্রলোকটি

একজন জেহাদধর্ম্ম যুদ্ধের মুজ হারিণ, খেলাফতে হিন্দুর আগমনের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন; তন্নিমিত্ত খেলাফতের জন্য যে সব হিন্দুরা প্রাণ দিতে গিয়াছিল তাহাদের নির্য্যাতন করিয়া তিনি তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পবিত্রতা রক্ষা করেন। কিছুদিন বাদে এই চারিজন সিপাহী নিরুদ্দেশ হয়। অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গেল যে পুলিশ তাহাদের কয়েদ করিয়াছে। তস্‌কিলাত্-ই-মাকসুসার খবর করিলে উত্তর পাওয়া যায় যে ইহারা ইংরাজের সিপাহি, অতএব তুর্কির শত্রু, সেইজন্য তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কেন তাহাদের ভরণপোষণ করিবে? এবং পরেও সংবাদ পাওয়া গেল যে উপরোক্ত মুজাহারিণ মহাশয় ও প্রথমোক্ত ভারতীয় Pan-Islamist-দের নেতা মহাশয় যিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি—ইঁহারা তুর্কির গভর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠান যে, এই চারজন লোক হিন্দু ও ইংরাজের সিপাহী, ইহাদের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ ব্যারাকে থাকে ও খায়) তাহা হইতে যেন বঞ্চিত করা হয়। এই দরখাস্ত পাইবামাত্র তুর্কির পুলিশ ইহাদের কয়েদ করে। তস্‌কিলাতের বড়কর্ত্তা বলেন যে ইহারা ইংরাজের সিপাহী, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কেন ইহাদের খাওয়াইবে? কিন্তু এ বিচার কেহ করিলেন না যে, যে প্রকারে ভারতীয়-মুসলমান সিপাহীরা ইংরাজ পল্টন হইতে পলাতক হইয়া তুর্কের দিকে আসিয়াছে, সেই প্রকারে এই হিন্দু সিপাহীরা তুর্কের হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তুর্কিতে "হবা

চন্দ্র রাজা ও তাহার গবাচন্দ্র মন্ত্রী" কাজেই এই প্রকারে যাহারা খেলাফতের সপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের স্বদেশবাসীরা কয়েদ করাইয়া খেলাফতের পবিত্রতা রক্ষা করিল। তসাকলাত্ খানাসের উপায় বলিল, যদি ভারতীয় কমিটি ইহাদের ভরণপোষণের ভার লন তবে ইহাদের মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কমিটি তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহারা মুক্ত হইল, ও পরে হিন্দুকে দিয়া খেলাফতের লড়াই করাইবার সখ মিটাইয়া তাহাদের বার্লিনে পুনরানয়ন করা হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কুতালামারার পতন হয়। এই সংবাদ বার্লিনে পৌঁছাইলে Foreign office তৎক্ষণাৎ তাহা কমিটিকে সানন্দে টেলিফোন দ্বারা জ্ঞাপন করেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় টেলিফোন আসিল Kutelamara ist gefallen! (কুতালামারার পতন হইয়াছে)। এই সংবাদে কমিটির সাধের আশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎকালে আইরিশ বৈপ্লবিক Sir Roger Casement আইরিশ সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া একটি দল গঠন করিয়াছিলেন; অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ Bohemia ও Croatian-জাতীয় কয়েদি সৈন্যদের লইয়া রুষ এক প্রকাণ্ড সৈন্যশ্রেণী গঠন করিয়া তাহাদের স্বজাতি শত্রু অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিয়োজিত করিয়াছিল। আর ভারতীয় সৈনাদের কেনই বা তাহাদের স্বদেশ মুক্তির চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করা না

যাইবে? ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় কয়েদি-সিপাহীদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া একটি army গঠন করিয়া ভারতের দিকে পাঠাইবার উদ্যোগের ইচ্ছা ছিল। একবার যদি একটি সশস্ত্র বৈপ্লবিক সৈন্যদল ভারতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে বিপ্লববহ্নি আবার প্রকৃষ্টরূপে দেশে প্রজ্বলিত হইতে পারে এই আশা করা যাইত। কুতালামারার কয়েদীদের মধ্যে কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বার্লিন হইতে দুইজন বৈপ্লবিক স্তাম্বুলে যাত্রা করেন।

স্তাম্বুলে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন যে, কুতালামার কয়েদীদের Anatolia-তে আনা হইতেছে, মুসলমান অফিসারদের Eski-Schehar নগরে ও হিন্দু অফিসারদের Konia নগরে আনা হইতেছে। ইঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনজন বাঙালী নামধারী ব্যক্তি স্তাম্বুল হইতে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তাঁহারা Eski-Schehar-এ পৌঁছিলে তথায় ৮০ জন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের তথায় বাসের বড় অসুবিধা হইতেছে এই সমস্ত কথা বৈপ্লবিকদের বলিলে তুর্কি অফিসার বলেন, "আমরা ইহাদের বহু সুবিধা দিতেছি, এক ধনী আর্ম্মানিকে তাড়াইয়া তাহার বাড়ীতে ইঁহাদের রাখিয়াছি। প্রতি কথায় ইহারা কেবল বলে যে ইহারা মুসলমান, সেই জন্য সর্ব্বপ্রকারের আবদারের দাবী করে। কিন্তু ইহারা মুসলমান হইলে কি হয়; ইহারা ইংরাজের লোক এবং আমাদের বিপক্ষে লড়াই করিয়াছে।

ইংরাজ যে প্রকার আমাদের লোককে ব্যবহার করিতেছে আমরাও তাহাদের লোককে সেই প্রকারের ব্যবহার প্রতিদান করিব"। বৈপ্লবিকেরা তর্জ্জমা করিয়া তাহা ভারতীয় অফিসারদের বুঝাইয়া দেয়। পরে কয়েদীরা বলেন যে তাঁহারা স্তাম্বুলে বাবাকে (খলিফা) দর্শন করিতে চান। তাহার জন্য দরখাস্ত করিতে বলা হয়। পরে তিন জন বৈপ্লবিক কোনিয়া সহরে উপস্থিত হন। তথায় শিখ, গুরখা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অফিসারদের আনা হইতেছে। বৈপ্লবিকেরা তথাকার সর্ব্বোচ্চ মিলিটারি অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রাচ্য-দেশীয় লোক, আর ইঁহারাও প্রাচ্য দেশীয় লাক, ইঁহাদের সাহায্যের জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই স্থলের কয়েদিদের মধ্যে একজন ভারতীয় I M. S. ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজন কালা ইংরাজ, পুরাতন কোনিয়া সহরে তিনি থাকিতে নারাজ, সেই জন্য স্তাম্বুলে যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তুর্কি অফিসারেরা তাঁহাকে তথায় রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। কারণ তুর্কিদের মধ্যে ডাক্তারের টানাটানি। কুতালামারায যে কয়জন ভারতীয় ডাক্তার কয়েদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের তুর্কিরা ভারতীয় কয়েদীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে তুর্কি Colonel ও বৈপ্লবিকেরা অনেক বুঝাইয়া বলিলে তিনি অবশেষে সেই হতভাগ্য সহরে থাকিতে রাজী হন কোনিয়ার হিন্দু

কয়েদীরা তুর্কির মধ্যদেশে হিন্দুর সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশা করে নাই। প্রথমে তাঁহারা মস্তকে ফেজশোভিত ব্যক্তিদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। শেষে একজন ইংরজী শিক্ষিত শিখ অফিসার যিনি পরিচয়ে বলিলেন যে তিনি নৈপ্লেবিক অজিত সিংহের আত্মীয়, তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়াতে তিনি শেষে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চান ও বলেন যে, "প্রথমে আপনাদের বুঝিতে পারি নাই।"

কুতাল্‌আমার কয়েদীদের কাছ হইতে অবরোধ কালের ভিতরকার অবস্থা কতকটা শুনিতে পাওয়া গেল মেসোপোটেমিয়ায় যে সব মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদের নেতাদের Court Martial করিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্টদের বসোরাতে পাঠান হয়। অবরোধ-কালে যখন ইংরাজের এরোপ্লেন দ্বারা উপর হইতে খাদ্যাদি তাহাদের জন্য নিক্ষিপ্ত হয় তখনও খাদ্যাদি লইয়া ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্যদের পৃথক আচরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ যখন সকল সৈন্যই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যখন বাহিরে শত্রুর গোলা ও অন্তরে জঠরজ্বালা, তখনও "সাদা ও কালার" তফাৎ হইয়াছিল এবং ভারতীয় সিপাহীরা খাদ্যাদি কম পরিমাণে পাইয়াছিল।

তৎপরে ইংরাজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবার পর যখন সিপাহীদের মরুভূমির মধ্যদিয়া আনাটোলিয়ায় আনা হইতেছিল তখন মুসলমানের মুল্লুকে পদার্পণ করিয়াছি অতএব যাহা ইচ্ছা

তাহা করিতে পারি এই ভাবিয়া ভারতীয় মুসলমান সিপাহীরা হিন্দুদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা হিন্দু সিপাহীদের শুনাইয়া বলে, "আজ গোমাংস ভক্ষণ করিলাম, কিন্তু রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া মন্দ আস্বাদন হইয়াছিল" ইত্যাদি। এই কথা শুনিয়া হিন্দুরা রাগিয়া উঠিত এবং বলিত, এ কথা আমাদের সম্মুখে বলিও না। হিন্দু অফিসারেরা বলিত, "তুর্কিরা আমাদের সহিত অতি সৎব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু রাস্তায় আরব দস্যুরা সমস্ত কাপড় ও পোঁটলা-পুঁটলি চুরি করিয়াছে, আর আমাদের স্বদেশী লোকই আমাদের সহিত অসৎব্যবহার করিয়াছে।" তৎপরে শিখদের তুর্কির উপর অভিযোগ যে, মসুলে (Mosul) তুর্কিরা তাহাদের বারজনের জোর করিয়া কেশ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে শিখেরা তাহাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে ইহারা টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল. কাজেই তুর্কি-ডাক্তার তাহাদের মাথার কেশ কাটিয়া দিয়াছে।

তুর্কি Colonel যিনি ইহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, সিপাহীদের খাদ্যের জন্য যখন পাঁঠা বা ভেড়া দেওয়া হইবে তখন যেন তাহাদের জীবন্ত পশু দান করা হয়; তাহা হইলে তাহারা স্বহস্তে "ঝটকা" করিয়া হত্যা করিবে। আর হিন্দুদের বাচ-বিচারের আধ্যাত্মিকতার দুই চারি কথায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দেওয়া

হয়, যেন এমন কিছু করা না হয় যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে গোলমাল হয়। তুর্কিরা এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। এই ভারতীয অফিসারদের নিকট শুনা যায় যে বেশীর ভাগ সিপাহীরা ইংরাজের দুর্ব্যবহারে চটিয়া গিয়াছে, এমন কি গুর্খারা পর্যান্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে। তবে কেহ কেহ খয়ের খাঁও আছে। এই সময়ে বৈপ্লবিকদের ইচ্ছা ছিল Bengal Ambulance Corps-এর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু তাহাদের এদিকে আনা হয় নাই এবং বৈপ্লবিকদেরও বেশীদূর অগ্রসর হইবার সময় ও পাশ ছিল না। কাজেই তাহাদের কোনিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তবে I. M. S. ডাক্তারটি বলিলেন যে, এই Corps-এর একটি ছেলে দলভঙ্গ হইয়া ধরা পড়ায় তুর্কিরা তাহাকে সিপাহী ভাবিয়া বসা-সা-লাইনে কাজ করিতে দিয়াছে। কিন্তু তিনি তুর্কি অফিসারদের বুঝাইয়া তাহাকে সে কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই কালে তুর্কিতে যত ভারতীয-সিপাহী ও সর্দ্দার-কয়েদী ছিল তাহাদের কাছ হইতে বাঙালীদের বড়ই প্রশংসা শুনা গেল। তাহারা সকলেই Ambulance Corps-এর কার্য্যের প্রশংসা করিল ও বলিল যে বাঙালীর ভিতর এক নূতন "জোস" (তেজ) আসিযাছে। দেশী অফিসারদের মধ্যে বৈপ্লবিক কথা কহিলে কেহ কেহ সাড়া দেয়, তন্মধ্যে একজন মহারাষ্ট্র যুবক অগ্রণী ছিলেন। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা

হয় যে জাতীয়-বিপ্লবে কাহারা কাহারা যোগদান করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, ইহা তিনি পল্টনে শুনিয়াছেন যে জাতীয়-বিপ্লবে যদিচ পাঠান ও পাঞ্জাবীরা যোগদান করিবে না কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবে।

সিপাহীদের বন্দোবস্ত করা হইলে তুর্কি-Colonel বলিলেন, "যখন তোমরা এখানে আসিয়াছ তখন আমার কর্ত্তব্য তোমাদের সহিত Wali (গভর্ণর) ও সহরের Commandant-এর সঙ্গে মিলিত করা।" Commandant-এর কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" প্রত্যুত্তরে যখন শুনিলেন, "আমরা ভারতীয় বৈপ্লবিক", তখন তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "তবে ভয়ানক ব্যক্তি!" পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "'বিপ্লব' একথা আমরা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছি।" ইহারা সকলেই নব্য-তুর্কির বৈপ্লবিকদের লোক। তৎপরে ওয়ালীর দরবারে বৈপ্লবিকেরা হাজির হন। তিনি "তোমরা কাহারা" একথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের সঙ্গে কোন কাগজ আছে?" উত্তরে তাহারা বলে, "তস্‌কিলাতের কাগজ আছে।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, "তস্‌কিলাত কি এবং তাহার অধ্যক্ষই বা কে? বোধ হয় একজন আরব?" যখন শুনিলেন যে তস্‌কিলাত হার্বিয়ার (সমর বিভাগ) অন্তর্গত তখন তিনি বলেন, "তবে তোমরা এখানে থাক, আমি হার্বিয়ায় তোমাদের বিষয়

অনুসন্ধান করি।” অর্থাৎ তাহার মানে তোমরা এখন এ সহরে কিছুদিন “অন্তরীণ” থাক, আর আমি আমার ওয়ালীত্বের জাঁদরেলী করি। তাহার অর্থ, তিনি তাঁহার বুরোক্রেটিক চালের গুরুত্ব দেখাইলেন। তুর্কি হইতেছে “মগের মুল্লুক,” সেখানে “অন্ধেরি নগরী চৌপট রাজা”। স্তাম্বুল হইতে হাজার ছাড়পত্র বা সুপারিশ পত্র থাকুক, মফঃস্বলের প্রভুরা তাঁহাদের পদের মর্য্যাদার কদর জানাইবার জন্য উৎপাত করিবেনই করিবেন। যাহা হউক, সঙ্গী Colonel বুঝাইয়া এ ব্যাপার মিটাইয়া দেন। তিনি বাহিরে আসিয়া বলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি এখানকার Garrison-এর Commandant. এসব কাজ আমার অধীন, তোমরা নির্ভয়ে বিপ্লব প্রচার কর।

কুতাল্লামারার লোকদের ও তুর্কিদের সহিত কথাবার্ত্তায় ইহা বুঝা গেল যে, ৮০০০ হিন্দু সিপাহীকে বাগদাদ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য মরুভূমিতে রসা-সা-লাইন নামক স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর ২১০০ মুসলমান সিপাহীকে Taurus পর্ব্বতের শীতল ছায়ার আরামে রাখা হইয়াছে। হিন্দু সিপাহীরা অনুযোগ করে, কোন দিন তাহারা রসদ পায়, কোন দিন তাহারা পায় না। প্রচার কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বৈপ্লবিকেরা স্তাম্বুলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় আসিয়া তস্‌কিলাতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের রিপোর্ট পাঠান। তাহা পাঠ করিয়া সমর সচিব এণভার পাশা

তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান যেন হিন্দু সিপাহীদের ধর্ম্ম এবং আচারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়, এবং তস্‌কিলাতের সঙ্গে পরামর্শে ঠিক হয় যে, কাহাকে কোথায় প্রচার কর্ম্মের জন্য পাঠান হইবে ইত্যাদি। এই কর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মনে বৈপ্লবিক ভাব আনয়ন করিয়া একটি বৈপ্লবিক বাহিনী গঠন করা। এ বিষয়ে তুর্কি সমর-সচিব এণভার পাশাও হুকুম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা একার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে তবে তাহাদের বাহিনী গঠন করিতে দাও। কিন্তু জার্ম্মাণ সিফারৎ-খানাতে আসিয়া বৈপ্লবিকেরা যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল। জার্ম্মাণ মাতব্বর অফিসারেরা বলিলেন, একটি army গঠন করিয়া ভারতে পাঠানের যুক্তি "বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রের বহির্ভূত। এ জিনিষ স্থষ্টি করা সোজা, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করিবার ধাক্কা সামলান বড়ই মুস্কিল।" তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তাহাদের ইরাণে পাঠান যাইতে পারে। এই সময়ে জার্ম্মাণেরা বোগদাদ অঞ্চল হইতে ভারতীয় লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দল প্রস্তুত করিয়া ইরাণে যুদ্ধার্থে পাঠাইতেছিল। কুতালামারার পতনের পর তুর্কি-সেনা ইরাণের দিকে যাইবার কথা ছিল। তুর্কিরা চায় যে, ভারতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যেরা তাহাদের বাহিনীর লেজুর হইয়া সর্ব্বত্র চলে।

ইহা কিন্তু বার্লিন কমিটির মনঃপুত নহে। তাঁহারা চাহেন বৈপ্লবিক-বাহিনীকে ভারতে পাঠাইতে। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রাস্তায় অনেক লোক সংগ্রহ হইবে এবং তাহারা জার্ম্মাণ অফিসারদের দ্বারা শিক্ষিত হইলে একটি সুন্দর কার্য্যকরী বাহিনী সংগঠিত হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণ মাতব্বরেরা প্রথমে বলেন যে, বসদের সুবিধার জন্যই বৈপ্লবিক বাহিনীকে তুর্কি সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। কিন্তু শেষে জার্ম্মাণেরা বলেন যে এ চেষ্টা বাস্তব রাজনীতির কার্য্যকারিতার বহির্ভূত। পরে বোঝা গেল, জার্ম্মাণরা নিজেদের কার্য্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দল গঠন করিতে চাহেন, আর তুর্কিরা সিপাহীদের কয়েদ করিয়া মরুভূমিতে খাটাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কমিটি হতাশ্বাস হইয়া বৈপ্লবিক-বাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কমিটির বড় সাধের আশা নিরাশ হইল।

কুতালামারার পতনের পূর্ব্বেই স্তাম্বুল কমিটি হইতে জন কতক সভ্যকে বোগদাদে উপরোক্ত প্লানানুযায়ী কর্ম্ম আরম্ভ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তথায় এই দলের নেতার বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অসদাচরণের নালিশ হওয়ায় এবং বৈপ্লবিক-বাহিনী গঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার ফলে তাহাদের উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার হুকুম দেওয়া হয়।

কোন্ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় এ সংকল্প ব্যর্থ হইল তাহা

নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। প্রথমে জার্ম্মাণ-গভর্ণমেণ্টের এ পরামর্শে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কুতালামারার পতনের অগ্রে বৈপ্লবিকদের একজন দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক বন্ধু উক্ত স্থানে গোরা হাজার সিপাহীর অবরোধের কথা শ্রবণ করিয়া বর্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সামরিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, ১৮৫৭ খৃঃ ভারতীয় প্রথম জাতীয় সমরের ইতিহাস উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে উপযুক্ত শিক্ষিত অফিসারের অভাবেই ভারতবর্ষীয়েরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয় অতএব বৈপ্লবিকেরা বিদেশে অফিসারের শিক্ষা গ্রহণ করুক।

ইহারও উক্ত সিপাহীদের জন্য কমিটির ন্যায় প্লান ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই যে, সঙ্কল্পিত বাহিনীর নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। জার্ম্মাণ 'ফরেন আফিস' তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলে এবং পুনরায় বলে যে ইংরাজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিলে তখন এই প্লান লইয়া কার্য্য করা যাইবে। তদুপরি যে সব জার্ম্মাণ অফিসার ভারতীয় সংক্রান্ত কর্ম্মের সংশ্রবে ছিলেন তাহারা প্রথমে এই সঙ্কল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে কিন্তু শেষে তুর্কিরা রস-আ-লাইনে সিপাহীদের কুলীর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার পর সকলকার উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল। কোন্ দলের রাজনৈতিক চালে এ সঙ্কল্প জলবুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইল তাহা বুঝা গেল না। শেষে তুর্কিতে

কায করা বৃথা দেখিয়া কমিটি নিজের লোকদের সেই দেশ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

পরে শুনা যায় যে হিন্দু ভারতীয়-সিপাহীরা মরুভূমিতে কার্য্য করিতে গিয়া ভয়ানক ভাবে মরিতেছে। কমিটি জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সাহায্যের কথা বলায় উক্ত গভর্ণমেণ্ট বলে, এ বিষয়ে তাহারা কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তুর্কি গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে তাহাদের অনধিকার চর্চ্চা করার ক্ষমতা নাই। এইসব কারণে, যে প্রকারে জার্ম্মাণীতে কয়েদী সিপাহীদের আদুরে লাড়্-গোপালরূপে রাখা হইয়াছিল, কুতালামারার কয়েদীদেব ক্লেশের লাঘব করার প্রভূত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কমিটি কিছু করিতে পারে নাই। বাধ্য হইয়া অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নিক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কষ্ট কেবল হিন্দু সিপাহীদেরই হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে কমিটির দুইজন সভ্য পারস্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে রসা-আ-লাইন দিয়া আসেন। তথায় তাঁহাদের সহিত একজন ভারতীয় ডাক্তারের সাক্ষাৎ হয়। কুতালামারায় যে ৭।৮ জন I. M. S. ডাক্তার কয়েদী হন, তাঁহাদের সিপাহীদের চিকিৎসার্থ বিভিন্নস্থানে রাখিয়াছিল। তিনি এই স্থানে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নাকি এই বৈপ্লবিকদ্বয়কে বলেন, "তোমাদের বার্লিন কমিটির খবর আমি জানি,

তাহারা বদমাইস লোক। এই সব সিপাহীরা মরিয়া যাইতেছে আর তোমাদের কমিটি ইহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কিছু করিতেছে না।" কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাহাদের ক্লেশ লাঘব করিবার কোন উপায় বা রাস্তা কমিটির হাতে ছিল না।

১৯১৬ খৃঃ শেষাশেষি কমিটি তুর্কিতে কার্য্য বন্ধ করে। তুর্কিতে কর্ম্মের অসুবিধার একটি প্রধান কারণ, আসল তুর্কিরা এসব কর্ম্মের খবর লইতেন না। যত মিশরী, আরব adventurer তথায় জুটিয়াছি এবং Pan-Islamism-এর নামে স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতেছিল; তাহারাই আবার অনেক ক্ষুদ্র পদে অভিষিক্ত ছিল ও প্রাচ্য দেশীয় কর্ম্মের মড়ুলি করিত। তাহাদের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মান্ধতার জন্য কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। আর যে সব মুসলমান-ভারতবাসীরা সেই সময়ে তুর্কির জয়-জয়কার করিতেন তাহারা ১৯১৮ খৃঃ শেষকালে তুর্কির পতন (Capitulation) হইলে সব সেই দেশ হইতে পলায়ন করেন, ও তুর্কিদের গালাগালি দেন। কেহ কেহ মিশরীদের গালি দেন যে, ইহারা তুর্কিদের কোন সত্য ঘটনা জানাইত না এবং তাহাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছে। কোন কোন ভারতীয়-মুসলমান তুর্কির পতন হইলে তথা হইতে পালাইয়া Pan-Islamism-এর বুলি ছাড়িয়া রুষে যাইয়া Communist সাজেন। উদ্দেশ্য—নূতন উপায়ে টাকা রোজগার করা।

স্যুইডেনে কর্ম্ম

১৯১৭ খৃঃ ষ্টক্‌হলমে (Stockholm) হলণ্ড দেশীয় ও স্যুইডিস সোসালিষ্ট পার্টিদ্বয় একটী সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আহ্বান করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যোদ্ধৃ-জাতিদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা ও জগতে শান্তি স্থাপন করা। এই কনফারেন্সে ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিবার জন্য বার্লিন কমিটি দুই জন সভ্যকে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখেন যে, এই কনফারেন্স মিত্রশক্তিদেরই খয়ের-খাঁইগিরি করিতেছে, আর মিত্রশক্তিদের দ্বারা প্রপীড়িত জাতি-সমূহের দাবীদাওয়ার কথায় কর্ণপাত করিতে চায় না। এইজন্য তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া কমিটির লোকদের একটা পুস্তিকা প্রকাশিত করিতে হয়। এই সময়ে জার্ম্মাণীর বাহির হইতে কর্ম্ম করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তথায় কমিটির একটি শাখা সংস্থাপিত করা হয়। ষ্টক্‌হলমে এই সময়ে ইউরোপের নানাদেশের বৈপ্লবিকদের সমাগম হয়। এইজন্য তথা হইতে প্রচার কর্ম্মের সুবিধা হয়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে ত্রয়ানোস্কি (Trojanowsky) নামক একজন রুষ-বৈপ্লবিক উক্ত সহরে উপস্থিত হন। ইনি একটি Soviet-এর সদস্য। প্রথমে গুজব উঠিল যে জার্ম্মাণীর সহিত বৈপ্লবিক রুষ গভর্ণমেণ্ট পৃথক ভাবে সন্ধি করিবার জন্য ইঁহাকে অগ্রগামী দূত করিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু পরে শুনা গেল তিনি স্বীয় কর্ম্মে আসিয়াছেন।

তাঁহার সহিত ভারতীয়দের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। এই সময়ে রুষে বোলশেভিকি বিপ্লব হয়। এই রুষীয় বৈপ্লবিক বন্ধু রুষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি Russo-Indian Society স্থাপন করেন ও ভারতের উপর Rus ian bluebook প্রকাশিত করেন; পরে ইনি Trotski র দপ্তরে কর্ম্ম করেন ও তাঁহার সহিত ভারত সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হয়। ট্রটস্কি যখন ব্রেষ্টলিটোস্কে (Brest Litowsk) জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন সেই সময়ে ষ্টক্‌হলম কমিটি হইতে এই কন্‌ফারেন্সে ট্রটস্কির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান হয় যে, যেন তিনি "ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহাকে S lf-det rmination শক্তির অধিকার দেওয়া হউক" এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যে প্ররোচনার দ্বারাই প্রেরিত হউক, ট্রটস্কি কন্‌ফারেন্সে ভারত, আয়র্লণ্ড ও মিসরের Self-determ nation শক্তি দেওয়া হউক এই প্রস্তাব করেন। ইহার জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৎসর ইংলণ্ডে একটি সোসালিষ্ট কনফারেন্স হয়। তথায় ভারতের স্বাধীনতার দাবীর কথা উত্থাপন করিয়া একটি টেলিগ্রাম ষ্টকহলম্ হইতে Phili, Snow l n-কে প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর বোলশেভিকি বিপ্লবের অগ্রে রুষীয় তাতারেরা একটি কন্‌ফারেন্স করেন। তথায়ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য Self-determination প্রয়োজন এই

মর্ম্মে একটি টেলিগ্রাম ষ্টকহলম্ হইতে প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের সভাপতি উইলসন্ যখন তাঁহার বিখ্যাত ১৪ যুক্তি (14 points) প্রচারিত করেন, তখন এই ১৪ যুক্তি অনুসারে ভারতকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে বলিয়া কমিটি হইতে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো হইতে পরলোকগত ৺সুরেন্দ্রনাথ কর উইলসন্‌কে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে "ভারতের স্বাধীনতার বিষয় যেন তাঁহার ১৪ যুক্তির অঙ্গভূত করা হয়" কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে আমেরিকান পুলিশ তাঁহার উপর উৎপাত করে!

এই সময়ে বিভিন্ন নিরপেক্ষ (neutral) দেশে, ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন, আর ভারত স্বাধীন না হইলে জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে না, কমিটি এই মর্ম্মে প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। কারণ এই সময় হইতে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃঃ প্রারকাল হইতে কমিটি ভারতে বিপ্লবের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সন্ধির সময়ে যাহাতে ভারতের দাবী গ্রাহ্য হয় তাহার জন্য সার্ব্বজনীন প্রচার করিয়া জমি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছিল।

ইত্যবসরে রুষীয় বন্ধু এয়ানোস্কি ট্রটস্কিকে অনুরোধ করিয়া পেট্রোগ্রাডে কমিটির দুই একজন সভ্যের আসিবার বন্দোবস্ত করান। ট্রটস্কি ষ্টকহলমস্থিত রুষীয় সফির (ambassador) Vororsky-কে দুইজন ভারতীয় বৈপ্লবিকের পেট্রোগ্রাডে

আসিবার জন্য প শ দিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু ষ্টক্-হলমের কার্য্য ফেলিয়া রুষে যাওয়ার তখন সুবিধা হয় নাই। ১৯ ৮ খৃঃ জুন মাসে বরানোস্কি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্য বিভাগের নেতারূপে বার্লিন কমিটিকে আবার লিখিয়া পাঠান, যেন কোন লোককে পাঠান হয় যিনি ভারত-বিষয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তখন পাশের অভাবে জার্ম্মাণীর বাহিরে কোন বৈপ্লবিকের যাওয়ার সুবিধা ছিল না। সুইডেনে তখন ব্রান্টিং (Branting) গভর্ণমেণ্ট ছিল। এই গভর্ণমেণ্ট ইংরেজের বন্ধু। কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সুইডেনের বাহির হইতে আসিতে দিত না এবং যাহারা ঐ দেশে ছিল তাহারা বাহিরে যাইলে আর পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি হইত না। এই জন্য ভারতীয় কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই প্রকারে যখন বৈপ্লবিকেরা ষ্টকহলম হইতে তেজে প্রচার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বড়ই উদ্বিগ্ন হয়। শেষে বৈপ্লবিক প্রচার কর্ম্মের প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাদের খান বাহাদুর-খাঁ ইউসুফ আলীকে (Yusuf Ali) তথায় প্রেরণ করে। তিনি তথায় গিয়া বৈপ্লবিকদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। বৈপ্লবিকেরাও তাঁহার কার্য্যের প্রত্যুত্তর দেন। ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সুইডেন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

১৯১৮খৃঃ কমিটি শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে সুইডেনে প্রেরণ করেন, উদ্দেশ্য তিনি তথাকার কমিটির কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

১৯১৭ খৃঃ শেষকালে হরদয়ালকে কমিটির সহিত কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে পুনরাহ্বান করা হয়। আশা ছিল, তিনি আর কমিটির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিবেন না। তৎকালে তিনি Parthen Kirchen Sanatorium-এ বিহার করিতেছিলেন। কিন্তু সুইডেন গভর্ণমেণ্ট কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সেই দেশে আসিবার অনুমতি প্রদান না করাতে তৎকালে তাঁহার সুইডেনে যাত্রা হয় নাই। অন্য প্রকারে অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে ভিয়েনাতে (Vienna) পাঠান হয়। তথায় তিনি অনেকদিন অবস্থান করেন ও শেষে যখন সুইডেন যাইবার অনুমতি আসিল তখন সেথা হইতে তাহাকে সুইডেনে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে যাইয়া তিনি পুনরায় স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করেন। অবশেষে সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, হরদয়াল আমেরিকান পত্রে নিজের মতের পরিবর্ত্তনের কথা এবং জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের তাঁহার প্রতি আচরণের অলীক কথা লিখিয়াছেন। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইহা পড়িয়াই অবাক! একদিকে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে Liquidation-এর অংশ লইবার জন্য লিখিতেছেন ও নিজের বৈপ্লবিক কর্ম্মের ভবিষ্যতের প্ল্যানও জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর অন্যদিকে সেই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অলীক কথা কাগজে লিখিতেছেন! এই প্রকারের ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যান!

হরদয়াল তাঁহার "Four years in Germany" নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ অলীক কথা লিখিয়াছেন। যেদিন হইতে বৈপ্লবিকেরা তাঁহাকে একজন বড় বৈপ্লবিক বলিয়া জার্ম্মাণ

গভর্ণমেণ্টের নিকট পরিচয় করিয়া দেন সেইদিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছে। কিন্তু কমিটিতে তাহার কার্য্য ছিল, ষড়যন্ত্র করা, লোকের সঙ্গে লোকের লড়াই বাধাইয়া দেওয়া। পরে কমিটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য নিজে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়া খয়ের-খাঁই করিবেন। তাহার ষড়যন্ত্র ও নানাপ্রকারের নীচতা প্রকাশ পাইলে কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার ভরণপোষণের জন্য বরাবরই উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারে বেড়াইতেন। ১৯১৫-১৬ খৃঃ কমিটীর অজ্ঞাতসারে জার্ম্মাণ ফরেন আফিসেরই সাহায্যে তিনি ছদ্মবেশে হল্যাণ্ডে যায়। ১৯১৭-১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তিনি অষ্ট্রীয়াতে (ভিয়েনা) যায়। ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টেরই সাহায্যে সুইডেনে যায়, অথচ তিনি তাহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে কয়েদী প্রায় রাখিয়াছিল, কোথায়ও তাহাকে যাইতে দেয় নাই!

মানব নিজের স্বার্থের জন্য মত বদলায়। জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, অনেক বৈপ্লবিক বা রাজনীতিকেরা স্বার্থের জন্য স্বীয় মত বদলাইয়াছে, সেইজন্য বৈপ্লবিক আনার্কিষ্ট হরদয়াল হঠাৎ কেন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ভক্ত হইল ইহা বোধগম্য করা যায়। কিন্তু তাহার পুস্তকে যে সব অলীক কথা লিখিত হইয়াছে তাহা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক!

আমেরিকার কার্য্য

পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে যে, আমেরিকার কার্য্য গদরের দল ও তাহার সহিত বার্লিন কমিটির প্রতিনিধির সংযোগে সম্পাদিত হইত। কিন্তু যে সব যুবক গদর দলের বাহিরে ছিল অথচ বৈপ্লবিক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদের চালনা করিবার জন্য একটি কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইয়াছিল। আমেরিকায় সমগ্র বৈপ্লবিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা বিশেষ আবশ্যক ছিল, কিন্তু বার্লিন কমিটার সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি যুদ্ধের পরে বলিয়াছিলেন যে, এ প্রকার কমিটী গঠন করিবার লোক আমেরিকায় ছিল না, সমস্ত কর্ম্ম তিনি গদরের নেতা রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়াছেন। অন্যদিকে অন্য লোকেরা বলেন যে, এ প্রকার কমিটী গঠনের লোক আমেরিকায় মজুত ছিল, বার্লিনের প্রতিনিধি সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবার জন্য কমিটী গঠন করেন নাই। আবার গদরের দলে শিখের সংখ্যা বেশী থাকায় তাহা যেন শিখ-পঞ্জাবী আন্দোলনে পরিণত হইল এবং তাঁহারা আর কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না এ ভাব তাঁহাদের সভ্যদের মনে জাগিত। শেষে গদরের দল বড়ই হুজুগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের policy নাকি ছিল "One thrill per day"! এই জন্য হুজুগে সংবাদ সত্য হউক অথবা মিথ্যাই হউক তাঁহারা কাগজে প্রকাশিত করিতেন।

এই সব কারণে সমস্ত কর্ম্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৫ খৃঃ শেষকালে হঠাৎ নরওয়েব রাজধানী খৃষ্টিয়ানিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, অমুক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, হরদয়াল তাহাকে কমিটির অজ্ঞাতসারে বার্লিনে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সময়ে হরদয়া কে সর্ব্ব সভ্যের সম্মতিক্রমে কমিটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অমুক যখন ইউরোপ আসিয়াছে তখন তাহাকে বার্লিনে আনয়ন করা হইল। কমিটিও এ সময়ে একজন লোক খুজিতেছিল, যে আমেরিকা গিয়া সর্ব্ব কর্ম্মকে এককেন্দ্রীভূত করিবার প্ল্যান লইয়া যায়। অমুক আসিলে তাহাকে এই প্ল্যান দেওয়া হয়, সে যেন আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রামচন্দ্র ও অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মীদের একত্রিত করিয়া একটি কার্য্যানির্ব্বাহক কমিটি স্থাপন করে। তাহাকে এই গুরুতর কর্ম্মের ভার দিবার পক্ষে কোন কোন সভ্যের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকাভাবে অমুকের দ্বারা এই প্ল্যান আমেরিকায় পাঠানের সুযোগটি কমিটি গ্রহণ করে। অন্যান্য প্ল্যান ও আদেশের সঙ্গে West Indies-এর ভারতীয় ঔপনিবেশিক কোন বৈপ্লবিকের নাম তাহাকে দেওয়া হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় সেখানেও যেন বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করার চেষ্টা হয়। ইনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

বার্লিনে সংবাদ পাঠায় যে তথায় প্ল্যান অনুসারে একটি কমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৫ জন সভ্য আর পণ্ডিত রামচন্দ্র এই কমিটির সভ্য হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গদরদলের অন্যান্য সভ্যেরা "গদরের" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহারা এ কমিটিতে আসিলেন না। কিন্তু তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেছেন ও গদরদল তাহার মাসিক খরচা এই কমিটির কাছ হইতে লইতেছে। কারণ বার্লিন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আমেরিকায় সঙ্কল্পিত কমিটি, বার্লিন কমিটির একটি শাখা হইবে ও আমেরিকার সমস্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম ও তাহার ব্যয় এই নবপ্রতিষ্ঠিত কমিটির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। বার্লিন কমিটি এই সময়ে চেষ্টা করিতেছিল যে, ভারতের বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম যেন এককেন্দ্রীভূত হয়। সেই জন্যই তুর্কিতে তাহার এক শাখা স্থাপিত হয়, আমেরিকাতেও তদ্রূপ করিবার চেষ্টা ছিল। আমেরিকায় অন্যকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিটির উপর সমস্ত কর্ম্মের ও টাকা ব্যয়ের ভার দেওয়া হয়। পরে আমেরিকাস্থিত জার্ম্মাণ Embassy হইতে বার্লিনে সংবাদ আসে যে অমুক অত্যন্ত জোরে কার্য্য চালাইতেছে, সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, আরও টাকার দরকার। বার্লিন কমিটি আবার আমেরিকার কার্য্যের জন্য এক মোটা টাকার sanction করে। পরে ১৯১৬ খৃঃ আবার সংবাদ আসে যে, west Indies-এর কোন এক

দ্বীপের ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা বিপ্লব করিতে প্রস্তুত। তাহারা অস্ত্র ও অফিসার চাহে কিন্তু এবিষয়ে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কি মত? জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত তখন আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা ছিল। এই দ্বীপে বিপ্লব হইলে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সহিত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের বিবাদ বাধিতে পারে এই ভয়ে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ এ চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেয়।

এই সময়ে আমেরিকাস্থিত বৈপ্লবিক কর্ম্ম স্থায়িরূপে সংস্থাপন করিবার চেষ্টা তৎস্থানীয় বৈপ্লবিকেরা করেন। আমেরিকার কমিটির দ্বারা কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত ও সর্ব্বসাধারণে বিতরিত হয়। ইহার ফলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও তাহার প্রত্যুত্তরে এক পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন এবং কমিটিও তাহার জবাব দিয়া এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমেরিকাস্থিত বৈপ্লবিকেরা আইরিশ ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং একজন চৈনিক যুবককে ভারতীয় কর্ম্মের জন্য চীনে প্রেরণ করেন। যখন এই প্রকারে আমেরিকায় কর্ম্ম চলিতেছে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৬ খৃঃ গ্রীষ্মকালে বার্লিন কমিটি সুদূর চীনে ভারতীয় কর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত............দাসকে পেকিংএ প্রেরণ করেন। তিনি আমেরিকা হইয়া চীনে যান এবং চীন ও জাপান এই কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ করেন কিন্তু যে কর্ম্মের উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গিয়াছিলেন তাহার

কিছু হইতে পারে নাই। ইত্যবসরে আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য (United States of America) জার্ম্মাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহার ফলে, যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় বৈপ্লবিকদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়। এই সময়ে জনকতক বৈপ্লবিক মেক্সিকো সহরে পালাইয়া যান, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রায় ৪০।৫০ জন লোককে আমেরিকান পুলিশ কয়েদ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা ও তদ্দেশ হইতে একটি মিত্র গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের চার্জ্জ দেওয়া হয়। এই মোকদ্দমায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতীয় C I D পুলিশের Denham নামক এক কর্ম্মচারী তথায় আগমন করে। এই মোকদ্দমাটি কুৎসিৎ Hindu conspiracy case নামে আখ্যাত হয়। ইহাতে ভারতীয়দের সম্পর্কীয় অনেক জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদেরও কয়েদ করা হয়। আমেরিকান পুলিশ এই মোকদ্দমায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতা-সমরের চেষ্টার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া কুৎসিৎ আকারে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে ধরে।

এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার অগ্রেই, ধরপাকড়ের পরেই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল যে, জনৈক বাঙালী সমস্ত Confess করিয়াছে। পরে প্রকাশ পায় যে, সে সর্ব্বকর্ম্মের গুপ্ত সংবাদ ও বার্লিন কমিটির পত্র লিখিবার গুপ্ত সঙ্কেত প্রণালী (Code), ও তৎ কমিটির পত্রাদি,

ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিক নেতাদের নাম পর্য্যন্ত সমস্তই আমেরিকান পুলিশের হস্তে প্রদান করিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কোতে (Sanfrancisco) এই মোকদ্দমার বিচার হয়। এই মোকদ্দমায় ব্যাংকক হইতে ধৃত ও "লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার" approver যোধসিংহকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপরোক্ত সহরে আনা হয় এবং দক্ষিণ এসিয়ার কর্ম্মের approver কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীও নাকি এই মোকদ্দমায় ব্যবহৃত হইয়াছিল যোধসিংহ, আদালতে বলিয়াছিল যে, পুলিশের নির্য্যাতনায় ভারতে সে স্বদেশবাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু আমেরিকায় সে উক্ত দেশের আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সে তাহার স্বজাতির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেনা। এই অস্বীকারের ফলে আমেরিকান পুলিশ তাহার উপর এপ্রকার নির্য্যাতন করে যে সে উন্মাদ হইয়া যায় ও শেষে তাহাকে পুলিশ এক পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেয়।

এই প্রকারে মোকদ্দমার ভীষণতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎস ভাব-স্রোত যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর প্রকাশ্য আদালতে পণ্ডিত রামচন্দ্রকে একজন শিখ গুলি করিয়া হত্যা করে, ও তাহাকে আদালতের একজন আমেরিকান বেলিফ (Bailiff) উত্তেজিত হইয়া গুলি করিয়া মারে! রামচন্দ্রের হত্যার অর্থ কি ও এই হত্যাকারীর পশ্চাতে কে ছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত রহস্যপূর্ণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি মত

আছে, একটি মত এই যে ইংরেজ গুপ্ত পুলিশ এই শিখটি দ্বারা রামচন্দ্রকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া দিল। পণ্ডিতজী একজন উচ্চদরের ব্যক্তি ও কর্ম্মকুশল বৈপ্লবিক ছিলেন ; আমেরিকাস্থিত পাঠান ও পাঞ্জাববাসীদের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল ও তিনি গদর দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিলে ঐ স্থানের ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় মত এই যে, পণ্ডিতজীর সঙ্গে গদরের শিখ সভ্যদের অনেক দিন অর্থ হিসাব লইয়া খুঁটিনাটি ঝগড়া চলিতেছিল। তিনি নাকি সকলকে কর্ম্মের ও টাকার হিসাব খুলিয়া বলিতেন না ও সমস্ত কর্ম্মে সকলের কাছে দায়িত্বহীন হইয়া যা ইচ্ছা তাই করিতেন। এইরূপ নানা কারণে একদল শিখ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। যাঁহারা অশিক্ষিত বা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষিত উষ্ণ মস্তিস্ক ও আমেরিকার ডেমোক্রাসির হাওয়া প্রাপ্ত শিখদের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই ভুক্তভোগী পুরুষমাত্রই জানেন যে, এই প্রকারের লোকদের সঙ্গে গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম করা কি প্রকার দুরূহ ! যাঁহারা পণ্ডিত রামচন্দ্রকে জানিতেন তাঁহারা পণ্ডিতজীকে একজন সৎ ও বৈরাগ্য ব্রতধারী ব্যক্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার উপর অন্য প্রকারের দোষারোপ অবিশ্বাসের যোগ্য বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মতের বিশ্বাস যে, যে শিখের দল তাঁহার শত্রু হইয়াছিল তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের রাগের প্রতিশোধ লইল। তখন আমেরিকার পুলিশ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের নির্য্যাতন কর্ম্মেই

ব্যস্ত, কাজেই এই হত্যাকাণ্ডের কোন অনুসন্ধানই হইল না! পণ্ডিত রামচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্যুতে বিপ্লববাদীদের ক্ষতিই হইয়াছে। গদর দলের তিনিই নেতা ছিলেন ও ১৯১৫ খৃঃ পাঞ্জাবের বিপ্লব চেষ্টা তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমার বিচারে অনেক ভারতবাসীর ৪ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়; এই মোকদ্দমার সঙ্গে আর একটি মোকদ্দমা আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট খাড়া করে। যথা, তারক নাথ দাস ও শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ একটা Indian Provisional Government করিয়াছিলেন ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতার সাহায্যের জন্য লিখিয়াছিলেন। মোকদ্দমা যখন আরম্ভ হয় তখন তারকনাথ জাপানে ছিলেন কিন্তু তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে কয়েদ করা হয় ও বিচারে তাঁহার চারি বৎসর কারাদণ্ড হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা হইতে absconder হইয়া ছদ্মবেশে ইউরোপ হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে কলিকাতার সমিতি নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে কোনও সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিল। আমেরিকায় যখন ভারতবাসীদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়, তিনিও মেক্সিকোতে পলায়িত হন, কিন্তু পরে একদিন তিনি শীতের রাত্রে Rio de Grande নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া United States-এ গুপ্তভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও নিউ ইয়র্কে পুলিশের হস্তে ধরা পড়েন।

এই প্রকারে United States-এর কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ইহার পর ১৯১৭ খ্রীঃ বার্লিনে সংবাদ আসিল যে, Kraft দক্ষিণ এসিয়ায় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া মেক্সিকো সহরে আসিয়াছেন ও তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে,তথাকার সিফাবৎ-খানার আশ্রয়ে চারিজন ভারতবাসী যথা, হেরম্বলাল গুপ্ত, জন মার্টিন ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়, সা-ও-সে আছেন, তাঁহা-দের বিষয়ে বার্লিনের কি অভিপ্রায় ? এই সংবাদ পাইয়া বার্লিন কমিটি মেক্সিকোতে বলিয়া পাঠায় যে, ইহাদের যেন সাহায্য করা হয়। এই সময়ে আমেরিকার কর্ম্মের কেন্দ্র বার্লিন কমিটি দ্বারা মেক্সিকোতে স্থিত হয় এবং চীন ও জাপানে ভারতীয় কর্ম্মের পুনরারম্ভ করিবার জন্য একজন জাপানী ভদ্রলোককে (যিনি অগ্রে জাপানের Diplomatic Service-এর কর্ম্মচারী ছিলেন) আমেরিকায় প্রেরণ করে। ইনি মেক্সিকো হইয়া পূর্ব্ব-এসিয়ায় গমন করিলে ইংরেজের পুলিশ তাঁহাকে ধৃত করিয়া সিঙ্গাপুরে আনয়ন করে, কিন্তু জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রতিবাদের ফলে তাঁহাকে খালাস দিতে বাধ্য হয়। ইহার কর্ম্মের অভিপ্রায় ছিল যে, চীনে গিয়া দাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন ও জাপানী milltarist দলের সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। কিন্তু তিনি ধৃত হওয়াতে সে চেষ্টা পণ্ড হয়।

যখন বার্লিনে কমিটি স্থাপন হইয়াছে ও চারিদিকের বৈপ্লবিকদের তথায় সমাগম হইতেছে, তখন সুইজর্লণ্ডস্থিত শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে বার্লিনে আসিয়া কর্ম্মে যোগদান করিবার জন্য কমিটি পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করে। ইনি যখন ১৯১৪ খৃঃ আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক anarchist বলিয়া অভিযুক্ত হন, তখন জামিন ভাঙ্গিয়া সুইজর্লণ্ডে পলাইয়া আসেন। পরে ১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে স্তাম্বুলে গমন করেন। তথাকার জার্ম্মাণ সিফারৎ-খানায় তিনি ভারতীয় কর্ম্মের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ জার্ম্মাণেরা তাঁহার প্রস্তাবনা উপেক্ষা করে। এই জন্যই ইনি বার্লিনের কমিটীর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। কিন্তু ১৯১৫খৃঃ প্রাক্কালে হাতরাসের কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ সুইজর্লণ্ডে উপস্থিত হইয়া হরদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও পরে উভয়ে বার্লিনে আসেন। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

এই বৎসরের প্রথমকালে ইংরেজ সোসালিষ্ট নেতা H. M. Hyndmann তাঁহার কোন পরিচিত কমিটির সভ্যকে লোক দ্বারা খবর পাঠান যে, তিনি বড়ই দুঃখিত যে ভারত বিপ্লবারম্ভ করে নাই (he is sorry that India has not moved)! এই বৎসরের শেষে কমিটির সভ্য শ্রীবীরেন্দ্র নাথ

চট্টোপাধ্যায়কে গুণ্ডা দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সুইস পুলিশ সমস্তই পূর্ব্ব হইতে খবর পায়। তাহারা উভয়কে ধৃত করে, এবং Berne-এর আদালতে সমস্ত কথা প্রকাশ করে। শুন হইতে একজন গুণ্ডা চট্টোপাধ্যায়ের কোন পরিচিত বন্ধুর নাম করিয়া তাঁহাকে সুইজলণ্ডে আহ্বান করিয়া বলে যে বড় দরকারি কাজ আছে। ঐ পরিচিত বন্ধু ইংলণ্ডে "অন্তরীণে" ছিলেন। তাঁহার কাছ হইতে এক পত্র নাকি লিখান হয় যে জার্ম্মাণীতে তাঁহার আত্মীয়াকে কোন গুপ্ত দরকারি ব্যাপারের সংবাদ দিবার জন্য এই ইংরেজটি সুইজলণ্ডে যাইতেছেন, চট্টোপাধ্যায় ইহাকে যেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু সুইজলণ্ডে আসিবার কালে এই লোকটার পাশপোর্টের গোলমাল থাকায় সুইস পুলিশের তাহার উপর নজর পড়ে। পরে চট্টোপাধ্যায়কে বার্লিনে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠানতে পুলিশ সুইজলণ্ডে তাঁহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চট্টোপাধ্যায় এই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে একটা Cock and bull (আষাঢ়ে) গল্প ফাঁদে। শেষে তাহার একটা রিভলভার ও কতকটা তুলার দরকার হয়, এবং সেইজন্য সে চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া এক দোকানে ঢুকিতে চায়; কিন্তু এই স্থলে চট্টোপাধ্যায়ও রিভলভারের নাম শুনিয়া থমকিয়া যান ও তাহার সঙ্গে দোকানে প্রবেশ করেন না। ইত্যবসরে পুলিশ আসিয়া উভয়কে ধৃত করে। পুলিশ চট্টোপাধ্যায়কে বলে, "এই লোকটার উপর আমরা অনেক দিনই নজর

রাখিতেছিলাম, কিন্তু তোমার আগমনের অপেক্ষাতেই এতদিন ছিলাম।” সুইস পুলিশই চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ বাঁচাইয়া দেয়। এই গুণ্ডার প্লান সম্বন্ধে অনেক জনরব লোকমধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইংরেজ শক্তির প্রভাবের গুণে এই গুণ্ডার দোষ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার কেবল যুদ্ধব্যাপী সময়ের জন্য সুইজলণ্ড হইতে নির্বাসনের হুকুম হইল। আর নিরপরাধী চট্টোপাধ্যায়েরও সেই দণ্ড হইল!

ভারতীয় জার্ম্মাণ মিশন

মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন সুইজর্লণ্ডে আসেন তখন তিনি হরদয়ালকে জার্ম্মাণীর ভাব জিজ্ঞাসা করেন। কারণ তাঁহার একটা রাজনৈতিক mission ছিল। কিন্তু হরদয়াল মহেন্দ্র প্রতাপকে জার্ম্মাণীর ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের বিষয় অতি pessimist ভাবে উত্তর প্রদান করেন ও তাঁহাকে জার্ম্মাণীতে যাইতে মানা করেন। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের আগমনের সংবাদ বার্লিনে পৌঁছাইলে কমিটি তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করে। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করেন। এই সময়ে কমিটি আফগান আমীরের কাছে একটি রাজনৈতিক মিশন পাঠাইবার পরামর্শ করিতেছিল। কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপেরও সেই মিশন ছিল। উভয় পক্ষে এক মতের যোগাযোগ হওয়াতে মহেন্দ্রপ্রতাপ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বার্লিনে সাদরে নিমন্ত্রিত হন! বার্লিনে আসিলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন ও কাইসারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে প্রফেসার বরাকাতুল্লা ও জনকতক জার্ম্মাণকর্ত্তৃক ধৃত ইংরেজ ফৌজের পাঠান সিপাহী ও আমেরিকা হইতে আগত দুইজন আফ্রিদি এই মিশনে যাত্রা করেন। ইঁহাদের সঙ্গে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট একজন প্রতিনিধি (Dr. Hentig) ও একজন

ডাক্তার প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় "Indo-German mission." উদ্দেশ্য আফগান আমীরকে জার্ম্মাণ-তুর্কির সহিত সংযুক্ত করাইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা। মহেন্দ্রপ্রতাপকে নাকি উত্তরা খণ্ডের কোন কোন রাজরাজাড়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ (আফগানিস্থানের দিক) সুরক্ষিত থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ইংরেজের বিপক্ষে সম্মুখ বা করিতে সাহস করেন! আর ইহাও চিন্তাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যদি আমীর জার্ম্মাণ-তুর্কের সহিত সম্মিলিত হইত তাহা হইলে ভারতস্থিত ইংরেজ-সৈন্য সীমান্ত প্রদেশে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা বশতঃ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের উত্থান করার সুযোগ হইত, এবং আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অস্ত্রাদিও ভারতে আনয়ন করা সম্ভব হইতে পারিত। আফগান আমীরকে (হবিবুল্লা খাঁ) ইংরেজ বিপক্ষে আনয়ন করার জন্য তিনটি হেতু নিরূপিত হইয়াছিল:—(১) আমীর হবিবুল্লা খাঁ একজন নৈষ্ঠিক সুন্নি মুসলমান এবং তুর্কির সুলতান সুন্নিদের খলিফা ছিলেন; তিনি যখন ইংরেজের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন তখন আমীরেরও ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (২) আমীর যদি জার্ম্মাণ-তুর্কির দিকে সম্মিলিত হইতেন তাহা হইলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানকে স্বাধীন দেশ ও আমীরকে সুলতানের মত বন্ধুপদবাচ্য স্বাধীন নরপতি বলিয়া গণ্য করিয়া লইত (এই সময়ে আফগান

গভর্ণমেণ্ট বহিঃ রাজনৈতিক বিষয়ে স্বাধীন ছিল না); এবং অফগান স্বাধীনতা সমরের জন্য অর্থ ও অস্ত্রাদি সাহায্যের জন্য রাজী ছিল। আমীরের সঙ্গে negotiation করিবার জন্য Dr Hentig-কে জার্ম্মাণ প্রধান মন্ত্রী (Reichanzler) Bethmann-Hollweg, রাজনৈতিক পত্রাদি (diplomatic correspondence) দিয়াছিলেন এবং Kaiser মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে আমীরের নামে এক স্বহস্তনামা (autograph পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে জার্ম্মাণ প্রধান সচিব ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন, অর্দ্ধস্বাধীন ও করদ নরপতিদের ও নেপালের মহারাজার নামেও পত্রাদি মহেন্দ্র-প্রতাপের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সব রাজারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত defensive and offensive মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। তাহাদের এই মিত্রতাসূত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা ইংরেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা পত্রে আভাষ দেওয়া হয়, তাহাতে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট নেপালের মহারাজাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

এই প্রকার রাজনৈতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহেন্দ্র-প্রতাপের নেতৃত্বে "Indo-German Mission" যাত্রা আরম্ভ করে ও ১৯১৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষে কাবুলে পৌঁছায়। তথায় মহেন্দ্র প্রতাপ এনভার পাশা কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হন

এবং সুলতান ও আমীরের নামে তাঁহার হস্তে এক Autograph পত্র প্রদান করেন। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট ইহার অগ্রে আফগানিস্থানে কতিপয় রাজনৈতিক মিশন পাঠাইযাছিলেন কিন্তু কোনটাই ইরাণ ছাড়িয়া বেশী দূর যায় নাই। এনভার পাশা আশা প্রকাশ করেন যে এই ভারতীয জার্ম্মাণ মিশনই কৃতকার্য্য হইবে। মৌলবী বরাকাতুল্লা ও সেখ-উল-ইসলামের কাছ হইতে হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ করিবার জন্য এক ফতোযা গ্রহণ করেন। এই ফতোযা প্রকাশ্যে আযাসোফিয়া মসজিদে প্রদত্ত হয। পরে মিশন তুর্কির পূর্ব্ব-সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয। তথায রৌফ বে (Rouf Bey) সীমান্তের প্রহরী ছিলেন তাঁহার সহিত মহেন্দ্র প্রতাপের সাক্ষাৎ হইলে তিনি শেষোক্তকে ইরাণের পথের দুর্গমতা ও ইংরেজের আক্রমণের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন। নানা কারণে মিশনকে সীমান্তস্থানে একমাস দেরী করিতে হয। ইহার ফলে জুন-জুলাই মাসে বার্লিনে হেনটিস কর্ত্তৃক প্রেরিত এক তার আসিয়া পৌঁছিল যে মহেন্দ্র প্রতাপ রৌফ বে'র সহিত সাক্ষাতের পর আর অগ্রসর হইতে চান না। জার্ম্মাণ ফরেণ অফিস্ চটিয়াই অস্থির, মহেন্দ্র প্রতাপ কেন রৌফ বে'র সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, রৌফ বে ইংরেজের বন্ধু। আসল কথা, রৌফ বে নাকি তুর্কির এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই প্রশস্ত ব্যবস্থা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই জার্ম্মাণেরা তাহার উপর

বিরক্ত! যুদ্ধের পরে এই দেরীর কারণ বোধগম্য হয়। তুর্কি-ইরাণের সীমান্তের সেনাপতি রৌফ বে। তাঁহার সঙ্গে অমুক-পেশোয়ারী নামক একজন ভারতবাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনিই ঘাটি আটক করিয়া বসিয়াছিলেন। রৌফ বে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে তিনি "মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও তাঁহাকে বলিয়াছেন, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট রৌফ্ বেকে আফগানিস্থানে রাজনৈতিক মিশনে পাঠাইয়াছেন উভয় মিশনের একই গন্তব্য ও মন্তব্য, আর তুর্কি যখন এসিয়ার "Paramount Power" তখন এই Indo-German মিশনের তাঁহার নেতৃত্বাধীনে গমন করা উচিৎ। কিন্তু মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকাতুল্লা এ মন্তব্যে কর্ণপাত করেন নাই, আপনি ইহাদের বুঝাইয়া বলুন।" এই ভারতীয় কর্ম্মচারীই মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকাতুল্লাকে বুঝাইবার জন্য এক মাস ঘাটি আটকাইয়া মিশনকে অগ্রসর হইতে দেন নাই। স্তাম্বুল হইতে হুকুম ছিল যেন সীমানার কর্ম্মচারীরা মিশনকে বিনা বাক্যব্যয়ে সীমানা পার হইতে দেয়। কিন্তু তুর্কির যে প্রকার বিশৃঙ্খল কাণ্ড, রাজধানীর হুকুম প্রাদেশিক কর্ম্মচারীরা মানেন না। রৌফ্ বেও তদ্রূপ হুকুম তামিল করেন নাই। এই অসম্ভব প্রস্তাব স্বভাবতই মিশনের দ্বারা অগ্রাহ্য হইল। ইহা ভারতীয় জার্ম্মাণ-তুর্কি সম্মিলিত মিশন—উপরোক্ত গভর্ণমেণ্টদ্বয় রাজনৈতিক সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মিশনকে পাঠাইয়াছে এবং এনভারপাশা কাজিম বেগকে তুর্কি গভর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি করিয়া সঙ্গে দিয়াছেন, রাস্তায় রৌফ, যে ইঁহার সঙ্গে জুটিয়া সর্দ্দারি করিতে চাহেন!

একমাস দেরীর পর মিশন ইরাণে যাত্রা করে। কিন্তু রাস্তা বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল! ইংরাজের চরেরা ও সৈন্যেরা রাস্তায় এই মিশনকে ধরিবার চেষ্টা করে। ইরাণি কাগজে প্রকাশিত হয় যে একজন ভারতীয় রাজা ও প্রফেসর ইরাণের মধ্য দিয়া কাবুল যাইতেছেন আর ইংরাজেরা তাঁহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯১৫ খৃঃ পারস্যদেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। তুর্কি ও জার্ম্মাণেরা চেষ্টা করিতেছেন পারস্য যেন তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। সেইজন্য ছোট ছোট দলে তাঁহারা পারস্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, আর ইংরাজের ফৌজ দক্ষিণ চাপিয়া বসিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে ক্রমশঃ উত্তরে অগ্রসর হইতেছিল এবং অনেক জায়গায় খণ্ডযুদ্ধও হইতেছিল। উভয় দলই ইরাণি পার্ব্বতীয় জাতিদের [tribes] পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া নিজেদের কার্য্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাস্তায় মিশনের উপর ইরাণি ডাকাইতেরা হানা দেয়। যে সমস্ত মাল বস্তায় (luggage) ভারতীয় রাজাদের নামে চিঠিপত্রাদি রক্ষিত ছিল তাহা তাহারা লুটিয়া লয়! তাহারা নাকি এই পত্রাদি হস্তগত করিবার জন্য ক্রমাগতই চেষ্টা করিতেছিল!

কিন্তু বিশেষ দরকারী রাজনৈতিক পত্রাদি মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে থাকায় মিশনের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। শেষে মিশন

কাবুলে নিরাপদে পৌঁছায়। ইহার পর আর একবৎসর মিশনের খবর পাওয়া যায় নাই। এই মিশন লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কথা উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টের কোন সভ্যের প্রশ্নে তদানীন্তন ভারতসচিব উত্তর প্রদান করেন যে মহেন্দ্র প্রতাপ অযোধ্যার একজন সামান্য তালুকদার। তাঁহাকে বার্লিন-স্থিত হিন্দু anarchist-রা একজন "prince" বলিয়া কাইসারের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়াছে। তৎপরে ১৯১৬ খৃঃ Hentig চীন ও আমেরিকা হইয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে এই মিশনের অবস্থিতির সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নাকি ইহার বিপক্ষে লাগিয়াছিল। আমীরকে নাকি অনুরোধ করা হইয়াছিল মিশনকে যেন আফগানিস্থান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়! কিন্তু এ বিষয়ে আফগান গভর্ণমেণ্ট শ্যাম ও রুষ গভর্ণমেণ্টদ্বয় হইতে অধিক পরিমাণে আতিথেয়তা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল। ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত হয়, আমীর মিশনের সভ্যদের কাবুলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ও পরে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়—ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ১৯১৬ খৃঃ ডাক্তার মথুরা সিংহ ও একজন মুসলমান ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত পত্র বার্লিনে আসিয়া পৌঁছে। তাহাতে লিখিত ছিল যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অন্যান্যেরা কাবুলে আমীর কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য একটি অট্টালিকা প্রদান করা হইয়াছে। এই ভারতবাসীদ্বয়কে মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষের Czar-এর নিকট

ভারতীয় বিপ্লবকর্ম্মের সহায়তা প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি memorandum লিখিয়া রুষ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তুর্কিস্থানে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা মিশনের কুশল সংবাদ বার্লিনে অবগত করাইবার জন্য তুর্কিস্থান ও চীন-দেশের সীমান্তে ডাকে সমর্পণ করেন। এই পত্র পেকিং হইতে ওয়াশিংটন ও তথা হইতে বার্লিনে উপস্থিত হয়।

কিন্তু যে কর্ম্মের জন্য মথুরাসিংহকে তুর্কিস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা, রুষ গভর্ণমেণ্ট ইঁহা-দের ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। মথুরাসিংহ সাংহাই হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও পরে কাবুলে যান। ইঁহাদের লাহোরে আনা হয় ও তথায় সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে ডাক্তার মথুরাসিংহের ফাঁসি হয়। ইহার পর মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষ দিয়া জার্ম্মাণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। তৎপরে তিনি পামীর উপত্যকা হইয়া চীনের মধ্য দিয়া ফিরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতেও বিফল মনোরথ হন। অবশেষে রুষে বোলশেভিকি বিপ্লবের পর পুনরায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্যও হন। বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করেন। Trotsky Joffe প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয় এবং ১৯১৮ খৃঃ প্রাকালে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কাবুলে এই মিশনের সহিত আফগান গভর্ণমেণ্টের কি

কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা জগতের নিকট আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমীর হবিবুল্লাখাঁ মহেন্দ্রপ্রতাপকে মিশনের নেতা এবং কাইসার ও সুলতানের সংবাদবহ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কেন যোগদান করিলেন না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। Hentig বলেন যে, আমীরের ৬০,০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু তাঁহার সব অফিসার ষাটের উপর বয়সের বৃদ্ধ ও যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জামের অভাব ছিল। আমীরের সৈন্য যুদ্ধে অক্ষম ছিল, তজ্জন্য তিনি ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন যে, আমীর তাঁহাকে স্বহস্তে নোট লিখিয়া দিয়াছিলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ-সাহায্য, অফিসার, ও অস্ত্রাদি পাইলে যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারেন, আর Hentig সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড করিয়াছেন। Captain Niedermeyer বলেন, আমীর কোন মতেই যুদ্ধে নামিতেন না। তিনি নিরপেক্ষ থাকিতেন, কোনও ব্যক্তির দোষে কার্য্য পণ্ড হইয়াছে ইহা বলা অসঙ্গত হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমীরের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল। আমীর বলিয়াছিলেন যে তিনি ভারতের সংবাদ ভাল প্রকারেই জানেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার লোক আছে। ভারতবাসীর ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সমর করিবেন না। তিনি নিজে নিঃশঙ্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে defensive যুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ও সে দেশের রাজারা যখন তাঁহাকে কোন

সাহায্য করিবেন না তখন তিনি নিজে ইংরেজদের আক্রমণ করিয়া স্বীয় সিংহাসন কেন হারাইবেন ! আর তুর্কি ? মিশনের ভারতবাসী ও জার্ম্মাণ সভ্যেরা সকলেই একমত হইয়া বলেন যে আমীর তুর্কদের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন তুর্কদের Pan-Islamism প্রচারের উদ্দেশ্য কেবল মুসলমান জগতে তুর্কির আধিপত্য বিস্তার করা। তিনি স্বীয় দেশের স্বয়ং খলিফা, তুর্কদের তিনি মানেন না।

সর্দ্দার নসরুল্লা খাঁর কিন্তু অন্য মত ছিল। তিনি বলিতেন যে, ষোল বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। একবার আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিলে তিনি ছয়মাসে ভারত বিজয় করিতে পারিবেন। তাঁহার ধারণায় এ ব্যাপারটা একটা easy walk over হইবে। এই জন্যই তিনি বরাবর বলিতেন যে আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধার জন্য তিনি সতত প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমীর বলিতেন, ইংরেজ ভারতে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত করা দুরূহ ব্যাপার।

আমীর যুদ্ধে যোগদান করিলেন না, কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে কাইসারের ও সুলতানের নামে দুইখানি Autograph পত্র প্রদান করেন। কাইসারের পত্রে লিখিত ছিল যে তিনি কাইসারের বন্ধুত্ব বাসনা করেন। আর সুলতানের নামে এই স্বহস্তনামা পত্র দিবার কালে মহেন্দ্রপ্রতাপকে বলেন,

আফগানিস্থানের নরপতির কাছ হইতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম পত্র যাহা তুর্কির সুলতানের নিকট প্রেরিত হয়! ১৯১৬ খৃঃ মধ্য-সময়ে মথুরাসিংহের পত্র বার্লিনে পৌঁছিবার পর, পারস্য দিয়া উপরোক্ত মিশনের লোকের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, আমীর যুদ্ধে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক ও জার্ম্মাণীর সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে দুই দিক দিয়া কাবুলের সংবাদ আসায় বার্লিনে সাড়া পড়িয়া গেল। সেই সময়ে Kut-al-amara-রও পতন হইয়াছে, এবং তুর্কির ফৌজ ইরাণের মধ্যে অভিযান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহাই "মহেন্দ্র-ক্ষণ"। জার্ম্মাণ General Staff স্থির করিল যে এই আক্রমণকারী তুর্কি ফৌজ পারস্য-আফগানিস্থানের সীমানাস্থিত Yedz সহরে অস্ত্রাদি পৌঁছাইয়া দিবে, তথা হইতে আফগানেরা সরঞ্জাম লইয়া যাইবে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আমীরের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য একটা খসড়া কাবুলে পাঠাইয়া দেন। পরে প্রকাশ যে প্রোফেসার বরাকাতুল্লা যিনি মিশনের অন্যান্য লোকেরা চলিয়া যাওয়াতে তাহার প্রতিনিধিরূপে কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারই প্ররোচনায় এই সন্ধির প্রস্তাব হয়। কিন্তু খসড়া কাবুলে পৌঁছিলে আমীর তাহা স্বাক্ষর করেন নাই। আমীর ক্রমাগতই জার্ম্মাণ-তুর্কি সম্পর্কীয় ব্যাপারে নিজেকে তফাৎ রাখিতে লাগিলেন। সেইজন্য ঐ দিক হইতে সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইল!

আমীর যদি জার্ম্মাণ-তুর্কির দিকে মিশিয়া ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে সে যুদ্ধের পরিণাম কি হইত আজ তাহার জল্পনা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা ধ্রুব ছিল যে সে সময়ে ভারতের উত্তরখণ্ডে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, যাহা Lahore Conspiracy Case-এর ন্যায় মোকদ্দমা করিয়া নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা বৃথা হইত, এবং যে বিপ্লবের তেজে সমস্ত উত্তর ভারত টলটলায়মান হইত। কিন্তু আমীর হবিবুল্লা খাঁ যে কারণেই হউক এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ১৯১৯ খৃঃ স্বীয় জীবন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। জনরব যে তাঁহার সর্দ্দারেরা তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল।

ভারতীয়-জার্ম্মাণ মিশন যখন কাবুলে উপস্থিত হয় তাহার অব্যবহিত অগ্রে মৌলবি ওবায়দুল্লা ও আঞ্জুমান ইসলামিয়ার ছাত্রেরা কাবুলে পৌঁছিয়াছিল। এই ৪০—৫০ জন মুসলমান ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিতে গিয়া জেহাদে যোগদান করা। সেইজন্য তাহারা কাবুলে যাত্রা করে ও ভাবিয়াছিল যে তথাকার মুসলমান গভর্ণমেণ্ট তাহাদের তুর্কি গমনের সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমীর তাঁহাদের তুর্কিতে যাইতে দেন নাই। তাহাদের নজরবন্দিতে থাকিতে হইত।

এস্থলে উল্লেখ্য যে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আফগানীস্থানের আগমনের ফল ভারত পায় নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দেশ পাইয়াছে। মহেন্দ্রপ্রতাপ সে দেশে থাকিবার কালে

আমীরকে এসিয়ার স্বাধীন দেশসমূহে রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিবার পরামর্শ দেন। ১৯১৯ খৃঃ আফগানীস্থান স্বাধীন হইলে জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে যে রাজ প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয় এবং আজকাল ভারতবাসীদের এক কৌমের (race) লোক বলিয়া খাতির করে তাহা এই মিশনের কাবুল আগমনের ফল।

—০—

কমিটির শেষ কর্ম্ম

১৯১৮ খৃঃ জগতের অদৃষ্ট পরীক্ষার শেষ বৎসর! এই সঙ্গে কমিটিরও শেষকাল উপস্থিত হইল! এই বৎসরের প্রথম সময়ে কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষ হইয়া আফগানিস্থান হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রুষে বোলশেভিকেরা তাঁহাকে অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ কাইসার ও সুলতানের স্বহস্তনামা পত্র আমীরের কাছে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে আমীর হবিবুল্লা উক্ত দুই নরপতির নামে স্বহস্তনামা পত্র প্রদান করেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ এই দুই পত্র যথোক্ত ব্যক্তিদের প্রদান করেন। কাইসারের নামে যে পত্র ছিল তাহাতে ফারসি ভাষাতে লিখিত ছিল যে আমীর কাইসারের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাইসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহেন্দ্র প্রতাপ স্তাম্বুলে সুলতানকে তাহার পত্র দিতে যান।

১৯১৮ খৃঃ শেষভাগে সন্ধির সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সর্ব্বকর্ম্মের তাতাড়ি গুটাইতে হইবে, এই প্রকারের ভাব জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রকাশ পায়। সন্ধির পরে, ভবিষ্যতের জন্য কমিটিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার বন্দোবস্তের চেষ্টা হয়। এই সময় শুনা যায় যে সন্ধির কথাবার্ত্তার স্থল হইবে প্যারিশ সহর। কমিটির সভ্যেরা

ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া সন্ধিস্থলে ভারতের দাবীর কথা উত্থাপন করিবেন মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে জার্ম্মাণ 'ফরেণ অফিস' উত্তর দিয়াছিল যে যদি ফরাশীরা তথায় যাইবার অনুমতি দেয় তবে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

ভবিতব্যকে খণ্ডন করিতে কে পারে! যদি জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পরিণাম অন্য আকার ধারণ করিত ও ভারসাইয়ের (Vesailles) সন্ধি অন্য প্রকারে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে যে সব খয়েরখাঁ ভারতবাসীদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৯ খৃঃ সন্ধির সময় চিড়িয়াখানার প্রদর্শনীস্বরূপ প্যারিশে আনিয়াছিল, সেই সভ্যদের বদলে বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লব-কমিটির সভ্যেরা ভারতের Self-determination-এর অধিকারের জন্য সন্ধিস্থলে গিয়া লড়িতেন ও তাঁহারা এ বিষয়ে মধ্য-ইউরোপীয় যুক্তশক্তি সমূহের (Central Power) সহানুভূতি পাইতেন!

এই সময়ে কমিটি সুইজর্লণ্ডে একটী শাখা আফিস স্থাপন ও বার্লিন হইতে একটী বৈপ্লবিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণীতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই অসম্ভাবনীয় গোলমালে ভারতীয় কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জার্ম্মাণীতে বিপ্লবের ফলে গভর্ণমেণ্ট সোসালিষ্টদের হাতে যায়। তাঁহারা কমিটির কাছে প্রতিশ্রুত হন যে প্যারিশে সন্ধির সময় ভারতের আত্ম-শাসন নির্ব্বাচনের (Self-determination) অধিকারের কথা উত্থাপন

করিবেন। বোধ হয় জার্ম্মাণ সোসালিষ্টরা তখনও "বুঝাপড়া সন্ধির" (Understanding peace) আশায় ছিল। কারণ তখনকার সোসালিষ্ট প্রধান সচীব Scheidemann সংবাদ-পত্রের সংবাদদাতাদের বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্যারিশে প্রাচ্যদেশ সমূহের কথা উত্থাপন করিবেন। আর এই সময় 'ফরেণ অফিস'ও ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা অবগত হইবার জন্য কমিটিকে একটা রিপোর্ট লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে, যাহা পাঠ করিয়া জার্ম্মাণ রাজনীতিকারেরা প্যারিশে ভারতের বিষয় কহিতে পারেন। এই জন্য কমিটি 'ফরেণ অফিসে'একটা memorandum পাঠান যাহাতে উক্ত গভর্ণমেণ্ট সন্ধির সময়ে ভারতের দাবীর কথা উত্থাপন করেন। এই memorandum-টী কমিটি "India's demand for freedom" নামে একটি পুস্তিকাকারে ইংরেজী, ফরাশী, ও জার্ম্মাণ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন।

তৎপরে ১৯১৯ খৃঃ প্রারম্ভে সুইজর্লণ্ডে একটি সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। কমিটি তথায় ভারতের কথা উত্থাপন করিবার জন্য দুইজন সভ্যকে সুইজর্লণ্ডে প্রেরণ করেন ও একটী memorandum পাঠান। কিন্তু ইংরেজ প্রভাবের কি মাহাত্ম্য, মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তেচ্ছুক ও প্রপীড়িত জাতিসমূহের রক্ষক সোসালিষ্ট কন্‌ফারেন্স ও এই memorandum বেমালুম লুকাইয়া ফেলে!

প্রচার পদ্ধতি

বার্লিন বৈপ্লবিক কমিটি প্রথমে গুপ্ত-সমিতি ছিল। কিন্তু ১৯১৫ খৃঃ শেষ ভাগ হইতে ইহা ইউরোপীয় সাধারণের নিকট ভারতের স্বাধীনতার বিষয় প্রচার করিতে আরম্ভ করে। এই কর্ম্মের জন্য কমিটি নানা প্রকারের পুস্তিকা, ম্যানিফেষ্টো নানা ভাষায় লিখিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে আরম্ভ করে; তৎপর যে সব ভারত-দ্বেষী প্রবন্ধ সংবাদ-পত্রে বাহির হইত তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য ও প্রবন্ধাদি পত্রে প্রেরণ করা হইত। এইরূপে বহুবিধ পুস্তিকা ও পুস্তক প্রকাশিত করা হয়, যথা, (১) "Is India loyal" (২) "British rule in India condemned by the British themselves." (৩) "True Verdict of India" (৪) "A History of ten years fight for Indian freedom." (৫) "How England acquired India" (৬) "India's demand for freedom" (৭) "Socialist conferences on British rule in India" এবং আরও নানাবিধ পুস্তক প্রকাশিত করা হয়।

এই সব পুস্তক ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারতে আমদানী বন্ধ করিয়া দেয়। এই সব পুস্তকের মধ্যে দুইখানির মজার ইতিহাস আছে। প্রথম খানিতে লেখা ছিল, "Published by the Indian Nationalist party" এবং লণ্ডন হইতে মুদ্রিত। ১৯১৯ খৃঃ সুইস্

"আনার্কিষ্ট-ষড়যন্ত্র" নামক একটী মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন। সেই মোকদ্দমায় জনকতক ভারতবাসীদের জড়িত করা হয়। এই মোকদ্দমায় Dr. Brcis নামক একজন অষ্ট্রীয়া দেশীয় ইহুদি সাক্ষ্য দেয়। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আদালতে বলেন যে, যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর হইয়া প্যারিশে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত মিশেন এবং সেই কর্ম্ম সংক্রান্তে সুইজলণ্ডে আসেন। তথায় কোন বৈপ্লবিকের সঙ্গে আলাপ হয় ও তাঁহার দ্বারা অন্যান্য জনকতকের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পরিচিত হয়। ইনি অনেক কথা এই মোকদ্দমায় বিবৃত করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন বৈপ্লবিকদের উপলব্ধি হইল যে ইনি ইংরেজের গোয়েন্দা তখন এই ব্যক্তি হইতে সাবধান হইতে হইল। রৌলাট রিপোর্টে যে বার্লিন কমিটির উৎপত্তির বিষয়ে ভুল সংবাদ আছে এবং অমুক সুইজলণ্ড হইতে বার্লিন গিয়া "Indian Nationalist party" সংস্থাপন করিল, এই অলীক সংবাদ বোধ হয় এই লোকটিরই দেওয়া এবং "Nationalist party"-র খবর বোধ হয় উপরোক্ত পুস্তিকা হইতে সংগ্রহ করা হয়! যে লোকটি কমিটির সংস্থাপন কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বার্লিনে কার্য্যারম্ভের বহু পরে আসেন, এবং এই গোয়েন্দাটি তাঁহাকেই কেবল অগ্রে চিনিত। বোধ হয় এই গোয়েন্দার খবর এবং উপরোক্ত পুস্তিকার প্রকাশকের নামের সংযোগেতে রৌলাট রিপোর্ট বার্লিন

কমিটির স্থাপনার গল্প সৃষ্টি করে! পরে, লোক মুখে (ইংরেজেরই গোয়েন্দার মুখে) শুনা গিয়াছে যে, লণ্ডন হইতে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে লেখা দেখিয়া, তৎস্থানে নাকি পুলিশ ইহার ছাপাখানা আবিষ্কারের জন্য অনেক "অশ্বডিম্বের" অনুসন্ধান করিয়াছিল! কমিটির ইউরোপময় প্রচারের পথ প্রতিরোধ করিবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টা করে। এই সময়ে Sir Bownagree দ্বারা লিখিত "Verdict of India" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ভারতীয়েরা রাজভক্ত, আর ইংরেজদ্বেষী বৈপ্লবিক পুস্তকসমূহ ছদ্মবেশে জার্ম্মাণদের দ্বারা লিখিত! তাহার এই পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করা হয়; কিন্তু কমিটি এই পুস্তকের প্রত্যুত্তরে তাহার তৃতীয় পুস্তকটি—"True Verdict of India" নানা ভাষায় বিতরিত করেন।

১৯১৮ খৃঃ কমিটি তড়িৎ বিহীন টেলিগ্রাফে (Wolff's wireless Telegraphy) ভারত বিষয়ে স্বীয় মন্তব্য চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিত, যথা:—Lloyd George-এর ভারতের বিষয় মন্তব্যের প্রতিবাদ, Montagu Reforms-এর প্রতিবাদ ইত্যাদি। কমিটির এই মন্তব্য ইউরোপের নানা দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। এই সময়ে নূতন সুলতানের অভিষেক উপলক্ষে ও মিশরের খেদিবের জার্ম্মাণীতে আগমনে অভিনন্দন করিয়া কমিটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দেয়।

খেদিবও ভারতের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া উত্তর প্রদান করেন। এই প্রক রে টেলিগ্রাম ও radiogram দ্বারা চারিদিকে খবব প্রেরণ কবা হইত। এই প্রকারে ভারতের স্বাধীনতাপন্থার কার্য্য ইউরোপময় প্রচার করা হইত। এতদ্ব্যতীত ১৯১৮ খৃঃ শ্রীযুক্ত চম্পাকরামণ পিলাই জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র ভারত-বিষয়ক বক্তৃতা দিয়া বড়াইযাছিলেন।

সুইজর্লণ্ডে চরেদের আগমন

১৯১৫—১৬ খৃঃ শীতকালে মহেন্দ্র প্রতাপের প্রাইভেট সেক্রেটারী অমুক হঠাৎ সুইজর্লণ্ডের জেনেভা (Geneva) সহরে উপস্থিত হইয়া জার্ম্মাণ Consulate-এ হাজির হয়। তথা হইতে কমিটিকে এক পত্র লেখে যে "রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ যিনি দেশে রাজা অমুককে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ফলে সেই রাজা তাঁহার বন্ধু অমুক রাজাকে ইওরোপে পাঠাইয়াছেন। তিনি এক্ষণে প্যারিশে অবস্থান করিতেছেন এবং ইনি স্বয়ং এই রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া এস্থলে আসিয়াছেন, কারণ এ পদে থাকিলে ইংরেজের সন্দেহ এড়াইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুবিধা পান। তিনি আরও লেখেন যে দেশে অমুক অমুক রাজারা বিপ্লবারম্ভ করিতে প্রস্তুত; তাঁহারা আশ্বাস চাহেন যে জার্ম্মাণের ভারত-বিজয়ের কোন অভিলাষ নাই; আর তাঁহারা অর্থ-সাহায্য চাহেন!" এই পত্র পাইয়া কমিটি ডাক্তার প্রভাকরকে তৎক্ষণাৎ জেনেভাতে প্রেরণ করেন ও একজন উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণ অফিসারও সেইসঙ্গে তৎস্থানে গমন করেন। ইঁহারা অমুকের সঙ্গে সাক্ষাতে সুখী হন।

ইঁহার রিপোর্টটা বড়ই জমকাল ছিল। কমিটি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! এবার খেতাবওয়ালা লোকেরা

বিপ্লবে লাগিতেছে। কিন্তু কমিটির ইহা অবোধ্য রহিল যে এই সব "রাজারা" বিপ্লব করিতে চায় অথচ অর্থের জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের দ্বারে হাজির! ইহা লজ্জার কথা বটে! যাহাই হউক তাঁহাকে ৩০০০ পাউণ্ড তাঁহার মনিব অমুক রাজাকে দিবার জন্য প্রদান করা হয়। আর জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট কমিটিকে এক পত্র প্রদান করে যাহাতে লিখিত ছিল, "অমুক রাজাকে বল, ভারতবাসীরা যদি একটা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (National Government) গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে"। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছিল যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যদি একটি বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট ভারতে স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা এই গভর্ণমেণ্টকে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়া মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইবে।

এই সঙ্গে জার্ম্মাণ প্রধান সচীব ভারতীয় মহারাজাদের যে পত্র মহেন্দ্রপ্রতাপের দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সকল পত্রের কতকগুলির ফটোগ্রাফের নকল করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়। কারণ এই তথাকথিত বৈপ্লবিক রাজারা এই পত্র পড়িতে চাহেন। কিপ্রকারে বিপ্লব করিতে হইবে; এবং কি আকারে অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট (Provisional Government) গঠন করিতে হইবে কমিটি তাহার জন্য একটী খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেন। কমিটি তাহাতে বলেন

যে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে যেন হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের তুল্য ভাগ থাকে। আর এই গভর্ণমেণ্ট আভিজাত্য শ্রেণী (Aristocracy) ও জননায়কদের (Popular leaders) প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। এই সব উপদেশ ও অর্থ লইয়া অমুক জেনেভা হইতে প্রস্থান করিলেন। মাস কতক বাদে তিনি আবার তথায় আসিয়া হাজির হইয়া বলিলেন, যে কমিটির উপদেশানুযায়ী একটী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। নেতারা জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের পত্র পড়িয়া অত্যন্ত সুখী ও উৎসাহিত হইযাছেন। বসন্তকালে বিপ্লবারম্ভ হইবে ইত্যাদি।

তৎপরে নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইল, ভারতে প্রতিশ্রুত বিপ্লবের কোন চিহ্নই দেখা যাইল না, এবং এই লোকটীর আর কোন সংবাদও পাওযা গেল না। ইনি শেষবার সুইজলণ্ডে আসিবার কালে কমিটিকে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে প্যারিশে ও লণ্ডনে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য দুইটি কমিটি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই উভয় কমিটির অমুক অমুক সভ্য। কিন্তু যাহাদের ইনি সভ্য বলিয়া বর্ণিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে সুইজলণ্ডে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিলেন! তখনই কমিটির মনে খটকা লাগিল যে, অমুকের "রাজা রাজড়াই" গল্প ধাপ্পা মাত্র হইতে পারে! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই ব্যক্তি উত্তরাখণ্ডের কোন ভারত প্রসিদ্ধ ধর্ম্মনেতার পুত্র। তাঁহাকে প্রবঞ্চক বা ইংরেজের চররূপে প্রথমে সন্দেহ করিতে কেহ চাহে নাই। কিন্তু সে যে একটা বড় রকমের ধাপ্পা-

বাজি করিয়াছে তাহা কমিটি ক্রমশঃ বোধগম্য করিল। তত্রাচ “অমুক মহাত্মার” পুত্র যাহার নামে গুরুকুলের বার বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের দাগ ছাপা আছে সে কি ইংরেজ চর হইতে পারে? একথা জার্ম্মাণ ও ভারতীয়েরা কেহই মনে স্থান দিতে চাহে নাই। এমন সময়ে নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিল যে অমুক সেখানে পৌঁছিয়াছে এবং তথাকার কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। তখন সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য তথায় টেলিগ্রাম করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে তিনি যে তাঁহার বৈপ্লবিক রাজা মনিবের উল্লেখ করিয়াছিলেন তিনি প্যারিশের কোন্ হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং প্যারিশ ও লণ্ডনে সিপাহীদের কার্য্য করিবার জন্য যে দুই মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সঠিক নাম ও ঠিকানা জানাও। কারণ কমিটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংবাদ পত্রসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও রাজা অমুক সিংহ যিনি কোন legislative council-এর মেম্বর ও গভর্ণমেণ্টের একজন বড় খয়ের খাঁ, তাঁহার নাম ইউরোপ যাত্রীদের তালিকায় পান নাই এবং যখন প্যারিশের হোটেলের ঠিকান আসিল, তখন যুদ্ধের সময়। তাহার আর অনুসন্ধান চলিল না।

আর দুইজন লোকের নাম যে ইনি সিপাহীদের মধ্যে কর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ক্রমশঃ সুইজর্লণ্ডে স্বপ্রকাশ করেন। প্রথমটি একজন যুবক, নিজেকে ডাক্তার ও এই “মহাত্মাজির পুত্রের” সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জার্ম্মাণ-

দের নিকট পরিচয় দেন। তিনি বলেন, তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে সিপাহীদের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার কার্য্য ছিল দ্বিতীয় লোকটীকে গালাগালি দেওয়া; যথা—ইহার স্বীয় অর্থ নাই, সুইজর্লণ্ডে কি করে, নবাবী চালে থাকে ও খায়, বোধ হয় জার্ম্মাণেরা খাওয়ায়।" দ্বিতীয়টী বলেন, প্রথমটি মহাত্মাজির পুত্র নহে, ইনি সন্দেহ জনক ব্যক্তি। সাধারণে জানেন না যে গোয়েন্দারা পরস্পরকে প্রকাশ্যে গালাগালি দেয়; এবং লোকের বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য নিজের সহ-যোগীকে "শত্রুর চর" বলিয়াও গালাগালি দেন। এই প্রকারের লোকদের agent-provocateur বলে ও এই দুই ব্যক্তি সুইজলণ্ডে সেই খেলা খেলিতে আসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটী একটী বড় দরের জীব। ইনি একজন সূর্য্য বংশীয়, ইঁহার নাম ৺ঠাকুর যশোবাজ সিংহজি শিশোদিয়া সর্দ্দার। সেই সূত্রে নিজেকে সুইজর্লণ্ডে Prince বলিয়া পরিচয় দিতেন। ১৯ ৬ খৃঃ আগষ্টমাসে ইনি হঠাৎ সুইজর্লণ্ডে উপস্থিত হন। তথায় একজন Ukrainian লোকের সঙ্গে (ইঁহার সঙ্গে জার্ম্মাণ সিফারৎ খানার সংশ্রব থাকিলেও অন্য-সূত্রে পরে জানা যায় যে ইনি ইংরেজের চর) জার্ম্মাণ কন্সুলাটে দর্শন দেন এবং বলেন যে রাজপুত প্রিন্সেরা সবই বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহারা বিদ্রোহোন্মুখ, জার্ম্মাণির সাহায্য চায়। এই জন্য অমুক মহারাজা, অমুক ঠাকুর, ও অমুক রাওয়ালেরা তাঁহাকে জার্ম্মাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির করিতে

পাঠাইয়াছেন। ইনি বিপ্লবের একটা লম্বা চওড়া প্লান দিলেন, তবে তাঁহার সর্ব্বকথায় একটা চড়া সুর বেশী শুনিতে পাওয়া যাইল যে "রাজপুতেরা ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ভারতের বাদসাহি সিংহাসনে শিশোদীয় বংশীয়দেরই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ দাবী। আর নিজের গরিমা দেখাইবার জন্য একখানি ভাঙ্গা তলোয়ার ও পুরাতন মিরজাই (চাপকান) লোককে দেখাইতেন। এই তলোয়ার খানি তিনি বলেন তাঁহার উত্তর পুরুষ শক্তসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে ব্যবহার করিতেন।

অনেক দিন ধরিয়া তিনি আবোল তাবোল বকিলেন, যথা, সমস্ত War Relief Fund যাহা ভারত হইতে উঠিতেছে তাহা লণ্ডনে মুসলমানদের (আমীর আলি ও আগাখান) কর্তৃত্বাধীনে গভর্ণমেণ্ট দিতেছে বলিয়া রাজপুত রাজারা চটিয়াছেন। আর অমুক রাজার অমুক scandal-এর উল্লেখ করিলেন, India office-এর অনেক গুহ্য ব্যাপার বিবৃত করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে ভারতীয় রাজারা যুদ্ধে সাহায্য করার ফলে তাহার প্রতিদান স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রিন্সদের লইয়া একটা council (council of notables) গঠন করা মনস্থ করিয়াছে! এই গুহ্য সংবাদ তিনি ১৯১৬ খৃঃ সেপ্টেম্বরে দেন। যাহাই হউক, কমিটির প্রতিনিধি তাঁহার মাথামুণ্ড গল্পকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে একটা memorandum লিখিয়া জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে পাঠাইতে বলিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে বিগত দশবৎসর ধরিয়া ভারতে

ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। আজ ভারত স্বাধীনতা চায়, আর জার্ম্মাণ প্রিন্সদেব রাজপুতানা পরিভ্রমণ উপলক্ষে রাজপুত রাজাদেব যে ব্যয় হইয়াছে আজ তাহাদের স্বাধীনতা সমরে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে তাহাব এক চতুর্থাংশ প্রতিশোধ দেওয়া হইবে।” ‘ই memorandum পাঠাইযা দিয়া তাহাব লিখিত প্রত্যুত্তর চান। কিন্তু কমিটি তাহার উপর নিঃসন্দেহ না হওযায তাহাব হস্তে লিখিত কিছুই দেওযা হয নাই। কেবল মুখে উত্তর দেওযা হইল যে জার্ম্মাণীব সহিত ভাবতেব বন্ধুত্ব স্থাপন হইযাছে, ভাবতে রাজপুত বাজারা বিদ্রোহী হইলে তাহাবা জার্ম্মাণীব সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে, ইনি বিপ্লবেব উদ্যোগ কবিবাব জন্য দেশে যাইতেছেন বলাতে তাহাকে কোন বিশিষ্ট কার্যেব জন্য ২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক দেওযা দেওযা হয় এবং তিনিও তাহা বসিদ দিযা স্বহস্তে গ্রহণ কবেন।

ইঁহাকে অমুক রাজার প্যারিশ আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন অমুক সিংহ তাঁহার আত্মীয়, তিনি কখন ইউরোপে আসেননি। তিনি গভর্ণমেণ্টের ঘোর খয়ের খাঁ, কোন গোয়েন্দা তাঁহাব সর্ব্বনাশ করিবাব জন্য তাঁহাব নাম কমিটির কাছে এই প্রকারে উল্লেখ করিয়াছে! যখন উত্তরে প্রশ্ন করা হইল, তিনি অমুক মহাত্মার পুত্রকে সন্দেহ করেন কিনা? উত্তর আসিল, অমুক সন্দেহের পাত্র নয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, যদি বলা যায় যে মহাত্মা পুত্রই এ খবর

দিয়াছে! তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে অমুক রাজা ইউরোপ আসিয়াছিল, একটা জুয়াচুরী নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে!

কমিটির প্রতিনিধি ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া ইহা ধারণা করিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তি হয় একটা আহাম্মক না হয় একজন গুপ্তচর! এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যদি এ লোকটা গুপ্তচর হয় তবে অতি কাঁচা গুপ্তচর। যদি এ লোকটা গুপ্তচর হয় তবে যে টোপ একবার খাইয়াছে, তাহা খাইবার জন্য আবার নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে! যথার্থই তাহাও ঘটিয়াছিল! তিনমাস পরে হঠাৎ জার্ম্মাণ কন্সুলেটে কমিটির উক্ত প্রতিনিধির নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত যে, "বন্ধুবর মাতৃভূমি দর্শন করিয়া এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিন।" এবার লোকটার উপর কড়া নজর রাখা গেল এবং তাহার কার্য্য কলা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা যাইতে লাগিল। ইনি এবার আসিয়া "Times of India"র কোন এক সংখ্যায় মুদ্রিত সংবাদ দেখাইলেন যাহাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি স্বদেশে যথার্থই গিয়াছিলেন, যথা উক্তপত্রে লিখিত ছিল, যে অমুক বহুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্ত করেন ও উদয়পুরের মহারাজা প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে সম্মানার্থ একখানি পুরাতন তরবারি ও একবস্ত্র (robe of honour) খেলাত দিয়াছেন"। তিনি এই খেলাত সুইজলণ্ডে জার্ম্মাণদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত দর্শন করান। কিন্তু ইহা

তাঁহার সেই প্রথমবারের দর্শিত দ্রব্যগুলি। এইবারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অদ্ভূত গল্প ফাঁদিলেন। যথা, তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গিয়াছিলেন। তথায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদিব সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কে জি, গুপ্ত একটা ন্যাশনাল সৈন্য বাহিনী (National army) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, আর ইদরের প্রতাপসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছে যে তিনি কাইসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন কিনা, প্রতাপসিংহ বৃদ্ধ বয়সে disloyal হইতে পারিবে না, কিন্তু তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সুইজর্লণ্ডে জার্ম্মাণদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিবার জন্য পাঠাইবে; আর সালার জঙ্গ ও অমুক মহারাজা তাহাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের পাঠাইয়াছেন; আর তিনি তাঁহাদের একজন অগ্রগামী দূত মাত্র; ভারতীয় রাজারা জার্ম্মাণ গভর্ণমেন্টের মিশর অভিযানের জন্য কি প্লান আছে তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র।

লোকটার গল্পগুলি এতই অসম্ভব ও অসংলগ্ন যে প্রথম হইতেই লোকটার উপর সন্দেহ হইল যে, ইনি একজন ইংরেজের গুপ্তচর। জার্ম্মাণ অফিসারেরা ইঁহার সহিত কথা কহিয়া বলিল, এই লোকটা যে ইংরেজের গুপ্তচর তাহার কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, এই লোকটা উদয়পুরের মহারাজার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে অথচ ইংরেজের গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে মহারাজার নাম অম্লানবদনে ব্যবহার করিতেছে; লোকটা

প্রথম নম্বরের scoundrel. ইহাতে মহারাজার যে সর্ব্বনাশ হইবে, স্বার্থসাধনের জন্য ইহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! এইবারে আসিয়া জার্ম্মাণদের কাছ হইতে ৮০,০০০ ফ্রাঙ্ক খরচা দাবী করেন যে তিনি জার্ম্মাণদের জন্য ভারতের চারিদিকে ঘুরিয়াছেন ও তাহাতে তাঁহার উক্ত পয়সা ব্যয় হইয়াছে। জার্ম্মাণদের তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে! লোকটাকে জার্ম্মাণেরা কিছুদিন নজরে রাখিল, তাহার প্রতিশ্রুত সেক্রেটারীর দল সুইজর্লণ্ডে হাজির হইলেন।। শেষে ১৯১৭ খৃঃ খবর আসিল যে 'ইনি জার্ম্মাণ agent-এর কাছে কথার প্যাচে ধরা পড়িয়া নিজ মুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে তিনি একজন ইংরেজের গুপ্তচর (agent) যাহাই হউক লোকটা দুই দিকেই টাকা খাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। জার্ম্মাণেরা বলিল, লোকটা ইংরেজের বন্ধু ত নয়, জার্ম্মাণেরও বন্ধু নয়। যুদ্ধের সময়ে কমিটির বিরুদ্ধে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিল তাহারা সকলেই ধরা পড়ে। জনকতককে কয়েদেও দেওয়া হয়; আসল ব্যাপার এই যে, যুদ্ধ যত দীর্ঘ ব্যাপী হইতে চলিল, বৈপ্লবিকদের প্লান ততই ইংরেজের বোধগম্য হইতে লাগিল, আর অন্যপক্ষে তাহাদের চরেরাও কমিটির হাতে ক্রমে ধরা পড়িতে লাগিল! এই গুপ্তচরেরা মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য ছিল। লণ্ডনের যত ভবঘুরেরা (vagabond) অর্থলোভে এই কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ের বিশেষ প্রশ্ন ছিল মহাত্মাজির পুত্রের ব্যাপারটা

কি? যথার্থই কি সে ইংরেজের গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত হইয়াছে অথবা আর কিছু? উপরোক্ত রাজপুত বীর বলিয়াছেন ১৯১৫ খৃঃ এই যুবক যখন লণ্ডনে যায় তখন পুলিশ তাহাকে ধরে এবং বলে যে সে এত টাকা কোথা হইতে পাইল। ইহা নিশ্চয়ই জার্ম্মাণ প্রদত্ত টাকা। তৎপর ইনি প্রথমবার আমেরিকা যান, পরে ফিরিয়া পূর্ব্বকথিত অদ্ভুত গল্প লইয়া সুইজলাণ্ডে উপস্থিত হন সেই সময়ে কমিটির কোন কোন মুসলমান সভ্যেরা বলিয়াছিলেন যে, এই যুবকের ইউরোপ ও আমেরিকা নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণের কোন গুপ্ত রহস্য আছে। ইহা হইতে সাবধান হওয়া উচিত, কারণ মহেন্দ্রপ্রতাপ সুইজর্লণ্ড হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া, ইংরেজ এত মোট ভাবে ভাবেই জানে যে সে আফগানিস্থানে গিয়াছে আর তাহার সঙ্গী ও সেক্রেটারী কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চারিদিকে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে, অথচ ইংরেজ পুলিশ তাহাকে ধরিতেছে না। ইহার গূঢ় অর্থ নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু অন্য সকলে বিশ্বাস করিতে রাজী হন নাই যে এই যুবকের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা সাধিত হইতে পারে। যুদ্ধের পরে শুনা গেল যে দ্বিতীয়বারে এই যুবক যখন আমেরিকায় যায় তখন গদরদলে নানাপ্রকারের গোলমাল সৃষ্টি করে। ক্রমে উপরোক্ত নানা কারণে এই ধারণা সকলের মনে উদয় হইল যে মহাত্মা পুত্র কমিটির উপর একটা বড় ধাপ্পাবাজি (hoax) করিয়াছে! প্রথমে অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন যে, হয়ত সে একদল

জুয়াচোর ও গোয়েন্দার হাতে পড়ে, তাহারা কমিটির কাছ হইতে টাকা লইবার জন্য পূর্ব্বকথিত বাজার গল্প বানাইয়া তাহাকে সুইজল্যাণ্ডে পাঠায়; কিন্তু শেষে যখন দেখা গেল তাহার সমস্ত গল্পই মিথ্যা ও তাহার কথিত ব্যক্তিরা সব চর, ও সে নিজে চারিদিকে নির্ভয়ে ঘুরিতেছে? তখন অনেকের তাহার উপর নানা প্রকারের সন্দেহ হয়।

১৯১৬ খৃঃ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একবার সংবাদপত্রে খবর দেয় যে বার্লিন কমিটির সকল খবর তাহাদের চর দ্বারা অবগত আছে (grandiloquent plans were drawn on paper, but our agents kept us well informed on everything)। অনেকে সন্দেহ করেন এই বিশ্বাস-ঘাতকতা কি এই যুবকের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে? ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে যাহারা ধর্ম্মনীতি ও উচ্চাদর্শে শিক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা স্বার্থের জন্য স্বদেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সাধিত হয়। ১৯১৭ খৃঃ হইতে এই যুবক ভারতীয়দের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে!

সিপাহিদের মধ্যে কর্ম্ম

ভারতীয় সিপাহীরা বলেন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের হযতঃ আফ্রিকাতে লইয়া যাইবে কিন্তু তাঁহারা নামিলেন মারসাইব (Marsailles) বন্দরে! যুদ্ধক্ষেত্রে শীতে ও নানাপ্রকার অসুবিধায় তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এ প্রকার যুদ্ধ কখন তাঁহারা দেখেন নাই এবং ধারণাতেও আনিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেন অনেক সময়ে, জার্ম্মাণীর মুর চাক্রমণের (trench attack) সময়ে তাঁহাদেরই অগ্রে যাইতে হইত। এ যুদ্ধে অনেকেরই প্রাণ পরিত্রাহি হইয়াছিল। তৎপরে মৃত্যুক্ষেত্রেও "সাদায় ও কালায়" তফাৎ হইত। কোন শ্বেতাঙ্গিনীর সহিত বাক্যালাপ করিলে শাস্তি হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। একজন জমাদার এক ধোপানীকে কাপড় ধুইতে দিবার জন্য কথা কহার অপরাধে তাহার পদচ্যুতি হইয়াছিল। সিপাহীরা বলিত যদি তাহারা জার্ম্মাণের দিকে কোন ভারতবাসীকে দেখিত ও জার্ম্মাণেরা তাহাদের ভবিষ্যতের বন্দোবস্তের আশা প্রদান করিত তাহা হইলে অনেকেই জার্ম্মাণীর দিকে পলাইত (desert)! কিন্তু জার্ম্মাণেরা

এ প্রকারের desertion-এর বিরুদ্ধে ছিল। তত্রাচ অনেকে desert করে। পরে কমিটি airoplan দ্বারা ম্যানিফেষ্টো সিপাহীদের মধ্যে ফেলিয়া দিত। ইহাতে মুসলমানদের জেহাদের সংবাদ ও সিপাহীদের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বলা হইত। অনেক পাঠান সিপাহী desert করে ও পরে তুর্কীতে গমন করে।

ভারতীয় সিপাহীদের সহিত জার্ম্মাণ মুরচার (trench) লোকদের সহিত নানাকৌশলে কথা চলিত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জার্ম্মাণদের দিক হইতে শব্দ আসিত "Do you speak English" (তুমি ইংরাজীতে কথা কহিতে পার? যখন উত্তর আসিত "হাঁ" তখন তাহারা বলিত, "জেহাদ ঘোষণা হইযাছে।"

একজন আফ্রিদি সুবাদার বলিয়াছিলেন, "যখন শুনিলাম তুর্কী জার্ম্মাণীর দলে সামিল হইয়াছে তখন আমার মন ভাঙ্গিয়া যায"। ইনি জার্ম্মাণীর দিকে চলিয়া আসেন এবং পরে মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে কাবুলে যান।

সিপাহী জার্ম্মাণের হাতে কয়েদ হইলে তাহাদের অফিসারদের প্রথমে ইংরেজ অফিসারদের ন্যায় অধিকার দেওয়া হইত ও একস্থানে থাকিবার জন্য দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে বন্দী ইংরেজ অফিসারেরা আপত্তি করিয়া বলে, "These blackmen are not officers" (এই কালা ব্যক্তিরা অফিসার নহেন)। জার্ম্মাণেরা বলেন, ভারতীয়

অফিসারদের পদোচিত ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদের পদের সহিত ইউরোপীয় পদের মিলাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষে দেখেন যে হাবিলদার, জমাদার সুবাদার প্রভৃতি পদের সহিত ইউরোপীয় পদের সমান পদ নাই। জার্ম্মাণ অফিসারেরা বলেন যে, এই সব পদ সিপাহীদের "humbug" করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

কয়েদী সিপাহীদের ভাষা কেহ বুঝে নাই বলিয়া প্রথমে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। শেষে কমিটি তাহাদের তত্ত্বাবধানের ও তাহাদের মধ্যে প্রচারের ভার গ্রহণ করিলে তাহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হয়।

প্রচারের সুবিধার জন্য তাহাদের ইউরোপীয় তাম্বু হইতে পৃথক করা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে ইহা রংয়ের তফাতের (distinction of colour) জন্য করা হয়।

যাহাই হউক, তাঁহাদের Zossen-এর নিকট Wuensdorf নামক স্থানে রাখা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য জনকতক বৈপ্লবিক প্রত্যহ তাহাদের খবরাখবর নিতেন। তাঁহাদের একটা harmonium কিনিয়া উপহার দেওয়া হয়। মুসলমানদের (সর্ব্বদেশীয় মুসলমানেরা এই স্থলে থাকিতেন) জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট একটা মসজিদ প্রস্তুত করেন; রাজপুতেরা (ঠাকুরেরা) একস্থলে হনুমানজি ও অন্যান্য ঠাকুরের ছবি দেয়ালে লাগাইয়া সে স্থলটা তাহাদের

পূজার স্থান করেন। শিখেরা এক জায়গায় তাঁহাদের গুরুদ্বার স্থাপন করেন।

বৈপ্লবিকেরা ভারতের এক-জাতীয়ত্ব ও স্বাধীনতার যে প্রয়োজন তৎবিষয়ে সিপাহীদের মধ্যে প্রচার করিতেন; তাহাদের মধ্যে পাঠশালা স্থাপন করেন। রাজপুত ও শিখেরা বৈপ্লবিকদের "বন্দেমাতরম্" শব্দে সম্ভাষণ করিতেন। প্রচারের ফলে হিন্দুদের হোলি পার্ব্বণের সময় মুসলমানেরা আসিয়া নাচগান করিতেন ও খাইতেন; এবং মুসলমানদের পার্ব্বণে হিন্দুরা (রাজপুত, শিখ ও গুরখা) আসিয়া এক টেবিলে ফলাদি খাইতেন।

জার্ম্মাণীতে ছয়শত সিপাহী কয়েদ হন। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষয় কাশ রোগে প্রায় ৫০।৬০ জনের মৃত্যু হয়। শেষে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গরম দেশে পাঠাইবার জন্য Roumania-তে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধাবসানে তথা হইতে তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের দেশে না পাঠাইয়া আফ্রিকাতে পাঠান হইয়াছিল)। জার্ম্মাণীতে ভারতীয় সিপাহীরা যত আদরে ও বিনাপরিশ্রমে থাকিতেন কোন জাতির কয়েদী সিপাহীদের এত প্রকার সুবিধা হয় নাই। কমিটীর জন্য তাঁহারা আদুরে নাড়ুগোপালরূপে জার্ম্মাণীতে ছিলেন।

স্বাধীনতা-মন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতার আহ্বানে কেশীর জাগ

হিন্দুই সাড়া দিতেন। অনেক গুরখাও এবিষয়ে সাড়া দিতেন কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলমান সিপাহীরা জেহাদ বা স্বাধীনতা-মন্ত্রের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দেন নাই। প্রায় একশত পাঠান সিপাহী তুর্কীতে গিয়াছিল কিন্তু পাঞ্জাবী মুসলমান সিপাহীদের একজন ও এবিষয়ে প্রত্যুত্তর দেন নাই।

—০—

উপসংহার

এই প্রকাবে ভারতেব ইতিহাসে স্বাধীনতা-চেষ্টার দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ভাবতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সমবের প্রচেষ্টা দেশ মধ্যে ১৯১৬ সালেই বিলোপ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাহিরে তাহার উপব তেজ ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। বার্লিন কমিটির কর্ম্ম বন্ধ হওয়াতে বাহিবের কার্য্যও সমাপ্ত হইল। কর্ম্ম বিলোপ প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই চেষ্টা কি একেবারেই নিষ্ফল হইযাছে? এই মুক্তি-চেষ্টার প্রভাব কি সমাজে প্রতিফলিত হয নাই ও সমাজ কি আত্মত্যাগের ফলভোগ করে নাই বা করিবেনা? ইহা কি ঐতিহাসিক সত্য নহে যে, ভারতে তিল তিল করিয়া যে রাজনৈতিক Reforms পাওযা যাইতেছে তাহা বৈপ্লবিকদের আত্মত্যাগেরই ফলে মিলিয়াছে? ভবিষ্যতের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ইহার সত্যাসত্যেব বিচার করিবেন।

১৯১৫—১৬ সালের বিপ্লব চেষ্টা ভারতীয় ইতিহাসের একটী বিশেষ দিক প্রদর্শনকারী চিহ্নস্বরূপ। ১৮৫৭ খৃঃ আর ১৯১৫ খৃঃ উভয় ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ১৮৫৩ সালে সামন্ততন্ত্র (feudalism) ভারতে স্বীয় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্য স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া বিপ্লব ঘোষণা করে; ১৯১৫ খৃঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত (Bourgeoisie) বৈপ্লবিকের দল জন্মভূমির স্বাধীনতার নামে বিপ্লবের চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্বাহ্ণেই তাহা বিনষ্ট হয়।

১৮৫৭ সালের নিষ্ফলতার শেষে ভারতের নানাস্থানে নানা-প্রকারে বিপ্লববাদ আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল। ব্যক্তিভাবে বা ক্ষুদ্র সমষ্টিভাবে ইহা ধারাবাহিকরূপে চলিতেছিল। ভারত স্বাধীনতার-স্বপ্ন কখনও ভুলে নাই। বিগত বিশ বৎসর নিখিল ভারতকে বিপ্লববাদের একমন্ত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা হইতেছিল; স্থান ও পাত্রভেদে, স্থল বিশেষে বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল; কিন্তু অবসর পাইলে ইহা সমগ্র ভারতেই পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইত। ভারতের বিপ্লবপন্থার constructive-এর দিকে আদর্শ কি ছিল? প্রথম ভাগেই বিবৃত করিয়াছি যে একটা নিয়মতন্ত্রানুযায়ী স্বদেশী শাসনযন্ত্র স্থাপনই (constitutional form of Government) বাঙ্‌লার রাজনীতিক আদর্শ ছিল, জানিনা পরে সে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিনা। বার্লিন কমিটি ভারতের বিপ্লবোদ্যমবাদীদের, বিপ্লবের সময়ে যে অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট (provisional Government) গঠন করিবার জন্য খসড়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাও উপরোক্ত আদর্শের বেশী যায় নাই। তৎকালে সকলকার মত ছিল যে ভারত একটা Bundestatt (Fede-

rated States', যুক্তদেশ) হইবে। অর্থাৎ জার্ম্মাণীও আমেরিকার মাঝামাঝি একটা শাসনযন্ত্র হইবে। মূলে কথা এই যে, বুরজোয়া ন্যাশন্যালিসমের (Bourgeois nationalism) পদ্ধতি অনুসারে জনসাধারণই গভর্ণমেণ্টের আকার গঠন করিবার অধিকারী। দেশের গভর্ণমেণ্ট কি প্রকারের হইবে এবং কি ধারানুসারে তাহা চালিত হইবে, তাহ জনসাধারণের মতের (plebiscite) অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইবে। এইজন্য ভারতে জাতীয়-বিপ্লববাদ-আন্দোলন (National revolutionary movement) অন্য প্রকার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

এই বিপ্লববাদের নেতা কে বা কাহারা ছিলেন? আজ অনেকেই নানা প্রকারে ব্যক্ত করেন "আমিই সারথি!" ভ্রান্ত অহমিকা পূর্ণমানব, নিজেকে (Superman) বলিয়া বিশ্বাস করে! কিন্তু বাস্তবিক বিপ্লবপন্থার কার্য্যের ফলে কোন (Superman)এর উদ্ভব হয় নাই। ভারতীয় স্বাধীনতা পন্থা জগন্নাথের রথ, রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা আদর্শের দিকে ধাবিত হইয়াছে। যে ইহার রজ্জুতে হাত লাগাইয়াছে সেই পুণ্যবান হইয়াছে, ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাই! তাই বলি, ইহার ব্যক্তিগত সারথি ছিলনা। ভারতবাসীর মুক্তির স্পৃহাই ইহাকে চালিত করিয়াছিল।

আজ ভারতে বিপ্লব বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, নিরুপদ্রবতা-ব্রত সমাজে অবলম্বিত হইয়াছে; তাই আজ নিজেদের

কর্ম্মের হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে, কারণ, সমাজ-তত্ত্বীয় বিচার কর্ম্মের সময় প্রয়োগ হয় না, পরে হয়। যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাপন্থাবলম্বী তাঁহাদের সমাজের ক্রমবিকাশের গতি নিরীক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ১৮৫৭ সালের চেষ্টা কেনই বা নিষ্ফল হইল এবং ১৯১৫ সালের চেষ্টা কেনই বা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল? এই দুই প্রশ্নের উত্তরেই ভবিষ্যতের গতির দিক নির্ণয় করিয়া দিবে। ১৮৫৭ খৃঃ সিংহাসন-চ্যুত রাজারা নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, "টোটার গোলমাল" একটা গৌণ কারণ এবং নেতাদের দ্বারা ইহা সিপাহীদের ধর্ম্মান্ধতা প্রজ্জ্বলিত করিবার একটী বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব অভিজাত্য-শ্রেণীর চেষ্টা। ইহাতে মধ্যবিত্ত ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণী এই উভয় শ্রেণীদ্বয় যোগদান করে নাই,যদিচ অযোধ্যায় বিপ্লবকে পূর্ণভাবে "জাতীয়" বলা যায়। কারণ তথায় সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ব ধর্ম্মের লোক বিপ্লবে আসিয়াছিল কিন্তু সমগ্র ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা একার্য্যে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারাই তৎকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র। তাঁহারা এই বিপ্লবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গের তৎকালের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদের (বোধ হয় তখনকার ভারতীয় "শিক্ষিত সম্প্রদায়" বঙ্গেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল) মনে এই চিন্তা উদয় হইয়াছিল যে তাঁহারা বিদ্রোহে যোগদান করিবেন কিনা? তাঁহারা নাকি

চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে বুদ্ধিবলের অভাবে অর্থাৎ শিক্ষিত নেতার অভাবে বিপ্লব পণ্ড হইতেছে। যদি তাঁহারা ইহাতে যোগদান করেন তবে হয়ত বিপ্লব একটা ভাল গতিতে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিলেন, ইহা সামন্ত-তন্ত্রের (feudalism) স্বেচ্ছাচারী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র। ইহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে না। তৎকালেব এই শিক্ষিত ব্যক্তিরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক বলিয়া বুরজোয়া সাম্যতার (Bourgeois democracy) ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত্য শ্রেণীর স্বার্থের সহিত সহানুভূতি ছিল না!

১৮৫৭ খৃঃ বিপ্লব বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়ই পুরাতন ও নূতন ভারতের সন্ধিস্থল। অতীত সমাজে অভিজাত্য শ্রেণীর প্রাধান্য, বর্ত্তমানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য।

অতীত ১৮৫৭ সালের রক্ত নদীতে ভাসিয়া যাইল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের সেই শূন্য-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া বর্ত্তমান যুগের অবতারণা করিল। আর রাজনীতিক্ষেত্রে "জাতীয় কংগ্রেস" তাহার ক্ষমতার স্তম্ভস্বরূপ ১৮৮৪ খ্রীঃ সংঘটিত হইল। তদবধি এই শ্রেণী ভারতের রাজনীতি পরিচালনা করিতেছে। আজ আর্থনীতিক কারণ সমূহের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এই শ্রেণী গভর্ণমেণ্টের "আমলা তন্ত্রের" বিপক্ষে নানা-প্রকারে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন। আর পূর্ব্বের আত্মগরিমা-

পূর্ণ অভিজাত-শ্রেণী (পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই অবস্থায় যাহা হইয়াছে) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুরজোয়া সাম্যতার আড়ম্বরে ভীত হইয়া স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া পূর্ব্ব শত্রু বিজাতীয় শাসনকর্ত্তার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। আজ উভয়ের স্বার্থ এক, আজ ভারতীয় অভিজাতবর্গ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তার হস্তের ক্রীড়ার পুত্তলি।

১৮৮৪ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে ও তজ্জন্য রাজনীতিতে আধিপত্য করিতেছে। এই শ্রেণীর ক্রমাগত ধারণা হইতেছে যে ইহা সর্ব্ব বিষয়ে ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমকক্ষ অতএব তাহার ভারত শাসনে প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারাই শাসিত হইতেছে। কাজেই ইতিহাসের আর্থনৈতিক কারণ সমূহের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উভয় দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিগত ৭০ বৎসর নানাপ্রকারে ভারত শাসনের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের আজ নাম হইয়াছে "বিদেশী আমলা দলের বিপক্ষে ঝগড়া।" এই দ্বন্দ্বকে "জাতীয়-মুক্তি" "এক-জাতীয়তার প্রয়াস" ইত্যাদি নামে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। কারণ জগতে "জাতীয়ত্ব" (Nationalism) হইতেছে বুরজোয়া শ্রেণীর রাজনীতিক অস্ত্র সেই জন্যই "জাতীয়তাকে" ব্যবসায়জীবিদের "স্বদেশ-ভক্তি" (trading class Patriotism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এক কথায় বর্ত্তমান কালের ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটেনের monied man Esqr-এর সহিত ভারতের Jaberjee

Esqr Bar-at-law-র দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কংগ্রেসের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত, আর যে সব দল ইহার বাহিরে আছে সকলেই এই বিবাদের সাক্ষ্য দিতেছে। যিনি এই সমাজ-স্বীয় ব্যাপারকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতীয় রাজনীতির মূলে আজ পর্য্যন্ত যান নাই।

ইংলণ্ডে পিউরিটান (puritan) বিপ্লবের সময় হইতে তথাকার মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে শাসনযন্ত্রটা স্বীয় করায়ত্ত করিয়াছে ঐ বিপ্লব ইংলণ্ডে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি করাইয়াছে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ বুরজোয়া শ্রেণীদ্বারা শাসিত ও এই শ্রেণীর স্বার্থের দিকে চালিত হইতেছে। ব্রিটিশ বুরজোয়াশ্রেণী ভারতকে তাহাদের কামধেনু করিয়াছে। তাহারা ভারতকে স্বীয় স্বার্থের জন্য শোষণ (Exploit) করিতেছে অর্থাৎ ভারতকে স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থের বেদীতে বলি দিতেছে। ইহারই নাম Imperialism আর এই শোষণ নীতির (exploitation এর) কুৎসিত আকার আবরণ করিবার জন্য নানা প্রকার সমাজতত্ত্বীয় প্রতারণার সৃষ্টি করা হয়। যথা, "control of the tropics" "white-man's burden" "mission of civilisation" "Imperial federation" ইত্যাদি, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতে নব শিক্ষার গুণে মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে এক নব্য দল উঠিয়াছেন যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে ব্রিটিশ বুরজোয়ার সমকক্ষ বলিয়া নিজেদের ধারণা করেন, তাঁহারা বলেন

বিদেশী বুরজোয়ারা কেন আমাদের দেশ exploit করিবে? আমাদের দেশে আমরাই রাজা। ইহাদের উল্টাদাবীর নাম Nationalism (জাতীয়তা); এবং তাহা সমর্থন করিবার জন্য যে বিবাধ বাধিল, তাহার নামকরণ হইয়াছে "বিদেশী আমলা তন্ত্রের বিরুদ্ধবাদ"। লিবারেল পার্টিই হউক বা অসহযোগী আন্দোলনকারীই হউক বা স্বরাজ পার্টিই হউক আর বৈপ্লবিক দল হউক, সকলেই এই একই ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যায় প্রেরণায় চালিত হইতেছেন।

জগতের ইতিহাসে প্রতীয়মান হয় যে জাতীয়তাতন্ত্রের (Nationalism) সমাজনীতির (Social-polity) মধ্যে গরীবের অর্থাৎ অর্থহীন গণশ্রেণীর স্থান নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয়তা হইতেছে ব্যবসায়ীদের স্বদেশ ভক্তি। তাহারা এক দিকে যে প্রকারে অভিজাত্যবর্গের হস্ত হইতে সমাজের শাসন ভার কাড়িয়া লয়, অন্য দিকে অর্থহীন গণসমূহকে নিষ্পীড়ন করে। ইহাকে বলে শ্রেণীর শাসন (Class-rule); কিন্তু পরে নিষ্পীড়িত গণশ্রেণী যখন জাগরিত হয় ও স্বীয় স্বার্থ বুঝে তখন তাহাদের শ্রেণীজ্ঞান (Class-consciousness) প্রবুদ্ধিত হয়। তাহার ফলে গণশ্রেণী নিজেদের ন্যায্য অধীকার পাইবার জন্য দাবী করে। তাহাতে পীড়ক ও পীড়িত, শোষক (Exploiter) ও শোষিতের (Exploited) যে বিবাদ বাধে তাহাকে শ্রেণী-বিবাদ (Classs-truggle) বলে। এই শ্রেণী-বিবাদ পৃথিবীতে আজ নানাপ্রকারে সাধিত হইতেছে! শ্রেণী-

বিবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ হইতে আর্থনীতিক অসাম্যতা দূরীভূত করা। কারণ, যতদিন সমাজে আর্থিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন সমাজে অত্যাচার, শোষণ ও অসাম্যতা বিরাজ করিবে। গণশ্রেণীর কোন বনিয়াদি স্বার্থ নাই। তাঁহারা সম্পত্তিবিহীন, বরং পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের লাভ আছে; এবং সমাজকে আর্থনীতিক সাম্যতায় উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাঁহাদেরও মুক্তি নাই। সেই জন্যই তাঁহারা সহজে বৈপ্লবিক হন। যাহাদের কোন প্রকারের প্রাচীন প্রথা, রীতি, স্বার্থ, ইত্যাদির বন্ধন নাই তাহারাই নবভাবে বৈপ্লবিক হইতে পারে। শ্রমজীবীশ্রেণীই এই গুণের পাত্র। সেই জন্যই তাহারা শীঘ্র বৈপ্লবিক হয়। তাহারা বিপ্লব সাধন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত সমাজ নূতন প্রকারে গঠিত না হয় ততদিন রাষ্ট্রশক্তি নিজ হস্তে রাখিবে, পরে সমাজে শ্রেণীবিভাগ অন্তর্হিত হইলে, এবং যখন সমাজে শ্রেণীর শাসন তিরোহিত হইয়া সমাজ নিজে নিজকে শাসন করিতে অর্থাৎ যখন সমাজে Exploiter and Exploited শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত থাকিবে না তখন শ্রমজীবীশ্রেণীর কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ইহা হইল গণশ্রেণীর রাজনীতিক দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু ভারতে আজ কি হইতেছে? ভারতীয় বুরজোয়াশ্রেণী শাসনযন্ত্রটা স্বীয়হস্তে লইতে চান কিন্তু তথাকথিত নিয়ম তন্ত্রানুযায়ী আন্দোলনের দ্বারা। যাঁহারা সে পন্থা ফলকারী নহে বলিয়া অস্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তাঁহারাই বৈপ্লবিক আখ্যায়

অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের বৈপ্লবিকেরা বুরজোয়া-ন্যাশনালিষ্ট, তাঁহাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক আদর্শের সহিত অন্য বুরজোয়া দল সমূহের সহিত কোন বিরোধ নাই। এই বৈপ্লবিকেরা অস্ত্র সাহায্যে বিপ্লব করিয়া শাসন যন্ত্রটা অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল। এইখানে বিচার্য্য কেন এ চেষ্টা বিনষ্ট হইল!

পূর্বে বিপ্লবপন্থার উৎপত্তি কার্য্য প্রণালীর ও মতবাদের বর্ণনাকালে উল্লেখ করিয়াছি যে বৈপ্লবিকেরা গণশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সত্য ব্যতীত তাহারা সাধারণের হৃদয়ে নিজেদের স্থাপিত করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহাদের ভিত্তিশূন্য করিয়াছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম হইতে মায় বার্লিন কমিটি পর্য্যন্ত সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে একবার সাহস করিয়া বিদ্রোহ পতাকা উড়াইলে অনেকেই তাহার মূলে আসিবে এবং এইরূপে বাহিনী বাড়িবে; কারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিপ্লব বা আক্রমণ বা রাজনীতিক ধ্বংস এই প্রকারেই সম্পাদিত হয়। বিপ্লব পন্থার প্রথম যুগে কর্ত্তাদের কাছ হইতে শুনা যাইত যে অমুক অমুক মহারাজা সুবিধা পাইলে বিপ্লবে যোগদান করিবে। আর বিপ্লবারম্ভে জনসাধারণ হুড় হুড় করিয়া জুটিবে। ইহা বিপ্লববাদের প্রাচীন প্লান; কিন্তু জগৎ ব্যাপী যুদ্ধের সময়ে যে সুবিধা বৈপ্লবিকদের সম্মুখে আসিল, এ প্রকার সুবিধা সচরাচর ঘটে না, আর শতাব্দীতে

একবার আসে। জার্মাণেরা অস্ত্র, অর্থ, প্রয়োজন হইলে সামরিক অফিসারাদি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল; তুর্কির সুলতান যিনি মুসলমান জগতের খলিফা তিনি ইংরেজ বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন ; আর তুর্কির সেখ-উল-ইসলাম হিন্দুমুসলমানদের একযোগে জাতীয় সংগ্রাম করিতে বলিলেন, চতুর্দ্দিকে অন্যান্য দেশীয় বৈপ্লবিক ও ভারত বন্ধুরা সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এপ্রকার সুযোগ কে কবে পায়? উক্ত সময়ের সমস্ত বিবরণ পড়িয়া উপলব্ধি হইবে যে আয়োজন বড় সামান্য হয় নাই। অন্য দেশের বিপ্লবে এত আয়োজন হয় না ও সুবিধা পাওয়া যায় না! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না কেন? এইখানেই আমাদের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে।

যুদ্ধকালে ভারত বিপ্লব-চেষ্টার প্রশস্ত ভূমি ছিল! ইংরেজ ও দেশী সেনা-বাহিনী প্রায় বেশীর ভাগই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বৈপ্লবিকেরা অস্ত্র হস্তে চেষ্টা করিলে দেশমধ্যে তুমুল ব্যাপার করিতে পারিতেন। বাহির হইতে অস্ত্র না হয় পৌঁছাইল না, কিন্তু দেশে ত অস্ত্র ছিল! তৎপরে দেশের জন সাধারণ কোন্ দিকে ছিল?

বৈপ্লবিকদের চিরকালের সাধের বিশ্বাস যে ঝঞ্ঝা উঠাইলেই জাতীয়তার নামে সকলে তাহার তলে আসিবে, তাহা ১৯১৫ সালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আর এক বিশ্বাস যে "জেহাদ" ঘোষণা হইলেই পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান অস্ত্রহস্তে কাফের বিনাশ করিবে, এ বিশ্বাস ও জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে!

ইহার দ্বারা ন্যাসনালিষ্ট বৈপ্লবিকদের প্রধান দুই তাস হাত হইতে বাহির হইয়া গেল ! যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল, রাজার দল "সাম্রাজ্য" বাঁচাইতে ইংরেজের সঙ্গে মিলিল, আর বুরজোয়ার দল, যাঁহারা এতদিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত "খেয় খেয়ি" করিতেছিলেন, তাঁহারা এক রাজনীতিক চাল চালিলেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা মুখেই কেবল ভারত উদ্ধার করেন, স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের বেলায় তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন : কাজেই যুদ্ধের সময় তাঁহারা বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন না করিয়া "রাজভক্ত" সাজিয়া গভর্ণমেণ্টের সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ন্যাসনালিষ্টদের প্রধান নেতা লোকমান্য তিলকও গভর্ণমেণ্টের সহিত ঝগড়া মিটাইলেন, অর্থাৎ বহি-শত্রুর সম্মুখে ইংরেজী "স্বশ্রেণীর"সহিত"আত্মকলহ" ধামাচাপা রাখিলেন। বুরজোয়া শ্রেণী আশা করিয়াছিল যে, এই খয়ের-খাঁ গিরির বিনিময়ে "স্বায়ত্তশাসন" (Home Rule) পাইবেন। এই হঠাৎ রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উপরোক্ত দুই শ্রেণী গণসমূহের উপর চাপ দিলেন। এই চির হতভাগ্য নির্ব্বাক দাসের দলকে "সাম্রাজ্য রক্ষার" জন্য নানবিধ উপায়ে তাহাদের recruit করা হইত ; এবং খয়ের-খাঁ'র দল গরীবদের নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া নিজেদের খেতাব-লাভ জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। আর জার্ম্মাণেরা সিপাহীরূপী এই হতভাগ্যদের "Canonen Futter" (কামানের খাদ্য) বলিত। যাঁহারা ইউরোপ ও তুর্কীতে এই

দুর্ভাগ্যদের দেখিয়াছেন ও তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া শুনিয়াছেন যে তাহাদের দুর্দ্দশার কথা কেনইবা তাঁহারা রাজার দলকে গালি দিত, তাঁহারাই এই হতভাগ্যদের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন (জার্ম্মাণ ডাক্তারেরা বলিত, ঈশ্বরের রাজ্যে এ যে ঘোর অবিচার !) ও বুঝিবেন শ্রেণী-স্বার্থ কাহাকে বলে। এ হতভাগ্যেরা ইংরেজী ও ভারতীয় সম্মিলিত শ্রেণী-স্বার্থের যূপ কাষ্ঠে বলি হইল।

ইহাই হইল যুদ্ধকালে জাতীয় ইচ্ছার পরিস্ফুর্ত্তি। তবে বিপ্লব করিতে বাকি রহিলেন বাঙলার যুবকেরা ও পাঞ্জাবের আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখ-মজুরের দল। বাকী কাকস্থ পরিবেদনা ! অমন সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণে দেশ জাতীয়-স্বাধীনতা চাহিল না, কেবল দেশের জনকতক ব্যক্তি যাঁহারা দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সভ্য, তাঁহারাই স্বাধীনতার নামে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহারা দেশ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। ভারতীয় বিপ্লববাদের এই খানেই প্রধান সমস্যা এবং খটকাও এইখানে উঠিতেছে যে দেশ কেন তাঁহাদের সাহায্য করিল না? এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাবাদের মর্ম্মও বুঝে নাই, এবং তদনুযায়ী কর্ম্মের সহিত সহানুভূতি দেখায় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ লিখিয়াছেন,

বিপ্লববাদীরা কোথাও বড় সহানুভূতি পায়ে নাই এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সাণ্যাল লিখিয়াছেন "ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির-উপেক্ষিত হইয়াছে! এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লবদলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষণ করিত। এত অবজ্ঞা তাঁহারা আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই।" এই উভয় উক্তিই ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। যতদূর জানি ও শুনিয়াছি পৃথিবীর প্রপীড়িত জাতিদের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসী গণ সাধারণের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছে। যে দেশে জনসাধারণ এ প্রথ সে সাহায্য না করে সে দেশে মুক্তিরও উপায় হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে জাতি-কর্ম্ম-বিভাগ রীতি বর্ত্তমান বলিয়া রাজনীতি যেন এক প্রকার কর্ম্ম বিভাগ (division of labour) জনিত বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে! ইহার মধ্যে বিপ্লব পন্থা আরও অস্পৃশ্য ব্যাপার, রাজনীতিক্ষেত্রে ছুঁৎমার্গের দলের ছুঁৎছাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে! এই জন্যই সমাজ ইহাদের সহানুভূতি দেখায় নাই।

আসল কথা এই, আমাদের দেশ মনুষ্যত্ব হিসাবে যত অধঃপাতিত, পৃথিবীর সভ্যপদ বাচ্য কোন দেশে এ প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা যত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশ এ প্রকার হয় নাই। ভারতের জন সাধারণ

কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে নাই, আর তাহারা স্বাধীনতার নামে কি প্রকারে অকস্মাৎ চেতনাশক্তি প্রদর্শন করিবে। হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গোলাম। তাহার জীবনের সর্ব্বদিকই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি প্রকারে সে স্বাধীনতার মর্ম্মাস্বাদন করিবে? তৎপরে, হিন্দুর জীবন কর্ম্মবিভাগ জনিত জাতিভেদ দ্বারা Water tight Compartment এ বিভক্ত। এক শ্রেণী বা বিভাগের বা জাতির লোক তাহার গণ্ডীর বাহিরের লোকের সহিত সাদৃশ্য দেখেনা বা সহতীর্থতা উপলব্ধিই করেনা বা তাহার জাতীয়ত্বের ধারণা নাই। এই জন্যই সাধারণের মনের ভাব এই প্রকার:—বিপ্লববাদ ওই যুবকেরা জানে ও পুলিশ জানে, যাহার যাহা কর্ম্ম সেই তাহা জানে। তাহার পর, স্বীয় সর্ব্বনাশের ভয় আছে। এই জন্যই বিপ্লবপন্থীদের সহিত জনসাধারণ সহানুভূতি দেখায় নাই। তবে অনেক মুরব্বিরা অন্তরালে বলিতেন, "ছোকরারা করিয়াছিল বেশ, তবে শেষ রাখিতে পারিল না।" কিন্তু এই passive sympathyতে দেশে স্বাধীনতাপন্থার রাস্তা পরিষ্কার হয় নাই। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নানা কারণে স্বাধীনতাপন্থায় আসিতে পারেন নাই বা পারেন না বলিয়াই বিপ্লববাদ সমাজের মধ্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় উত্তর—বিপ্লব পন্থা গুপ্তসমিতিতে আবদ্ধ। জনসাধারণ বা গণসংঘকে কখন কেহ স্বাধীনতার বার্ত্তা দেয়

নাই। কেহ কখনও তাহাদের চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেয় নাই। এই জন্যই তাহারাও বিপ্লববাদের চেষ্টায় নিগুণ অবস্থায় ছিল।

মনুষ্যসমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের স্বার্থও বিভিন্ন এবং এই বিভিন্ন স্বার্থের দর্পণে তাহারা জগৎকে দেখে। এইজন্য (Nationalism) কথাটার আজ এত কদর্থ হইয়াছে! আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, রাজরাজড়াব দলেব স্বার্থ আজ ভারতের স্বাধীনতার দিকে নয় কারণ তাহাবা জানিতে চায় স্বাধীন-ভারতে তাহাদের স্থান কোথায় হইবে? বুরজোয়া শ্রেণীর ভারতের স্বাধীনতাতে স্বার্থ আছে। তবে এই শ্রেণীর লোক কখন সিপাহী হইয়া লড়াই করে না বা আত্ম-ত্যাগ করে না; তাহারা মনে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে নিজেদের বনিয়াদি স্বার্থ (Vested interests) হানি করিতে রাজী নয। যদি বৈপ্লবিকেরা কৃতকার্য্য হইতেন তাহা হইলে সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে আসিতেন! কিন্তু ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণী বিনাক্লেশে ও ত্যাগে স্বাধীনতা পাইতে চান, কাজেই তাহারা রাজভক্তির রাজনীতিক চাল চালিলেন, আশা যুদ্ধাবসানে "স্বরাজ" মিলিবে। বাকী রহিল গণ শ্রেণী। তাহারাও বৈপ্লবিকদের কর্ম্মে সহায়তা করেন নাই। কারণ অতি সোজা কথায় পাওয়া যায়; বৈপ্লবিকেরা তাহাদের কখনও চান নাই। বৈপ্লবিকেরা চিরকাল বাবুর দলকেই ভজাইয়াছেন। গণশ্রেণী অর্থাৎ

তথাকথিত কুলি, মজুর, চাষার দলকে বাবুবৈপ্লবিকেরা কখনও ডাকেন নাই, কখনও চান নাই ; অতএব তাঁহারাও আসেন নাই। এইজন্যই বাবু বৈপ্লবিকেরা যখন, "অন্তরীণ" হইলেন তখন অন্ততঃ বঙ্গে সবই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আর পাঞ্জাবের গদর দলের লোক, যাঁহারা ভারতীয় বিপ্লব-পন্থার একমাত্র গণশ্রেণীর লোক, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তণ করিবার অব্যবহিত পরেই "অন্তরীণ হইতে লাগিলেন! তাঁহারা যদি বাহিরে মুক্ত থাকিতেন তবে হয়ত চাষা ভূষাদের ডাকিতে পারিতেন কিন্তু এ বিষয়ে বিধি বিমুখ হইল। পাঞ্জাবের এই গদরের দল গণশ্রেণীর লোক বলিয়াই গভর্ণমেণ্টকে বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইহাই হইল ১৯১৫--১৬ সালের বিপ্লব-চেষ্টার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ (Psycho analysis)। বাহির হইতে অস্ত্রাদি আসিতে পারে নাই বলিয়াই বিপ্লবচেষ্টা নিষ্ফল হইল, ইহা ঐতিহাসিক কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সমাজ-তত্ত্বীক কারণ নহে। আসল কারণ, দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল, বিপ্লব-চেষ্টা তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছিল। দেশের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের অনেকে এতদিন তরুণ যুবকদের পশ্চাৎ হইতে "ভুক" মারিয়া উস্কাইয়া দিতেন ও কার্য্যে আগাইয়া দিতেন ; কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা উল্টাসুর গাহিতে লাগিলেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, শ্রদ্ধেয় ৺ লোকমান্য তিলক ; জনসাধারণের উপর তাঁহার অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের স্বরে স্বর দিলেন। বার্লিন কমিটি তাঁহার কাছে লোক পাঠাইযাছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই। ১৯১৯ সালে যখন তিনি লণ্ডনে আসেন তখন জনকতক লোক তাঁহার সঙ্গে উক্তস্থানে সাক্ষাৎ করেন ও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলেন, "তিলক মহারাজ, কমিটি বলিতেছেন এক্ষণে কাজ খুব জোরে চালান।" তিনি উত্তরে বলেন "দেখ, কমিটির প্রেরিত লোক আমার কাছে আসিয়াছিল, বার্লিনের কে কোথায় আছে, তাহাদের বল ইহাই এখন সময় কারণ "Strike the iron while it is hot," পর বৎসর কোন মহারাষ্ট্রীয বৈপ্লবিক ছদ্মবেশে ভারতে গিয়া বন্ধুর মারফৎ তাঁহার সহিত খবরাখবর করে। তিনি নাকি বলেন, "এক্ষণে রুষে গিয়া অস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনার চেষ্টা কর"। আবার কংগ্রেসের কোন বড় পাণ্ডার কাছ হইতে শুনিয়াছি, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিলক মহারাজ নাকি বলিতেন, যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ যে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি যদি অগ্রে জানিতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি ও চাল চালিতেন না! ইহাকেই বলে "চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে!" কাজের বেলায নেতারা সরিয়া পড়িলেন, কেবল মারা গেল মুষ্টিমেয় ছাত্র ও মজুর বৈপ্লবিকের দল।

আর যুদ্ধাবসানে "হোমরুল" মিলিলনা বলিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে বুরজোয়ার দল "অসহযোগী আন্দোলন" করিতে লাগিলেন, কারণ হঠাৎ তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন

যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একটা "Satanic Government".

এই জন্যই বলি ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে বুরজোয়ারা আসিবেন না। তাঁহারা "আধ্যাত্মিক স্বরাজ" "দায়ীত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট" "হোমরুল" প্রভৃতির দাবী করিবেন, কিন্তু স্বাধীনতার দাবী করিবেন না; কারণ তাহার জন্য যে কাঠ-খড় দরকার তাহা তাঁহারা জোগাইবেন না আর আজ যে ইংরেজ-স্বর্ণের সহিত "আত্মকলহ" ঘোষণা করিয়াছেন তাহা একদিন আপোষে মিটাইবেন। এজন্যই তাঁহাদের রাজনীতিক আদর্শ হইতেছে "Round Table conference"! একটা গোলটেবিলের চারিদিকে ইংরেজী বুরজোযাতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সহিত উপবেশন করিযা প্রাণমন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া ভারতের ধন-সম্পত্তির উপর (Sources and instruments of production) উভয় দলের সমানভাবে ভাগ বাটোয়ারার বন্দোবস্ত করাই হইতেছে আমাদের দেশীয় বুরজোয়া শ্রেণীর গন্তব্য। যে সবের সমবায়ে কোন দেশে একটা বিপ্লব হয়, তাহার অনেক দ্রব্যের অভাবেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। ভারতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বুরজোয়াশ্রেণী সমাজে আজ ক্ষমতাশালী ও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইযাছে। তাঁহারা বৈপ্লবিক নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এককালে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পাণ্ডাগিরি করিতেন তাঁহারা আজ "মডারেটদল", "অসহযোগী আন্দোলন" "রক্তহীন বিপ্লবদল" প্রভৃতিতে আত্মগোপন

করিয়াছেন! আর বুরজোয়া শ্রেণীর, শুদ্ধ মুষ্টিমেয় তরুণ যুবকেব দল বৈপ্লবিক হইয়া কতদিক ঠেকাইবে, অতএব উদ্যম বিফল হইল।

ভারতের রাজনীতিতে গণশ্রেণী পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। কিন্তু অসহযোগী আন্দোলনের ডাকে তাহারা সাড়া দিয়াছিল, এবং আন্দোলনে যে দেশশুদ্ধ উদ্বেলিত হইয়াছিল তাহা গণশ্রেণীর জাগরণের ফলে। কিন্তু গণশ্রেণীকে তাহাদের অধিকার গ্রহণের জন্য ডাকা হয় নাই, তাহাদের ধর্ম্মের নামে আহ্বান করা হইয়াছিল। ধর্ম্ম প্রবণ ভারতায় গণসমূহের ধর্ম্মান্ধতা উত্তেজিত করা হইয়াছিল। তাহাদেব নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বরাজেব আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সকলেই ভাবিল "হাতে মাকাল ফল" পাইলাম। এই লোকদের মনুষ্যেব অধিকারসমূহ (Rights of man) প্রত্যর্পণের আশ্বাস না দিয়া, স্বরাজে তাহাদের কি উন্নতি ও কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা না বলিয়া, সমাজে তাহাদের ন্যায্য দাবী পুরণের অঙ্গীকার না করিয়া, বুরজোয়ার দল গণশ্রেণীর কেবল ধর্ম্মান্ধতা (fanaticism) ক্ষেপাইয়া বিদেশী আমলাদের শাসন ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন! যত প্রকারে পারেন অজ্ঞ লোকদের ক্ষেপাইয়া দেশী আমলাতন্ত্র শাসন যন্ত্রটা বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। এ উপায়কে Sadistic method বলে। নিরক্ষর প্রাচ্যদেশের গণসমূহের মধ্যে ইহাব কার্য্যকারিতা কিছুক্ষণের জন্য প্রকট হইতে পারে

বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে ও ভবিষ্যতে বিষম অবসাদ আসে। জেহাদের নামে মুসলমান জাতি সাড়া দেয় নাই; আর ভারতে রাজনীতির নামে ধর্ম্মের উৎপাতের ঢাক ঢোল আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মান্ধতার দ্বারা রাজনীতিক কার্য্য উদ্ধার করার বিষময় ফল সমাজ আজ বিশেষ ভাবে ভুগিতেছে!

হুজুগেতে জাতীয় মুক্তি সাধন হয় না। নানাপ্রকার সমাজতত্ত্বীয় ও আর্থনীতিক কারণসমূহের সমবায়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহারই উপযুক্ত পরিচালনায় মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। আমাদের বুঝা উচিত যে ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনকে সমাজ ও আর্থনীতিক বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া চেঁচাইলে স্বাধীনতা আসেনা। বিপ্লব বলিয়া ঢাক ঢোল পিটিলে বিপ্লব আসে না। মহাত্মা লেনিন সত্য কথাই বলিয়াছেন যে বিপ্লবকে সৃষ্টি করিতে হয় না! বিপ্লব আপনি আসে। হিন্দু concrete চিন্তা করিতে পারেনা। সবই abstract ও vague-রূপে ভাবে; বিপ্লববাদ অথবা স্বাধীনতা মতবাদ এই দোষে দুষ্ট, এই জন্যই কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈপ্লবিকদের সম্মুখে যেসমস্যা উদয় হইয়াছিল আজও তাহাই বর্ত্তমান আছে!

বঙ্গ প্রদেশে এবং নিখিল ভারতের বিপ্লব পন্থার রোমান্টিক যুগের অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর রোমান্সের প্রতি ছত্রের তালে বঙ্গের তরুণ যুবক আর নাচিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিবেনা। তাঁহারা অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য উপলব্ধি করিবেন যে পুরাতনের কাল গিয়াছে। রাস্তায় barricade fight, বোমা, গুপ্ত সমিতি, terrorism ইত্যাদি দ্বারা বিপ্লব করিবার যুগ জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে। ভারতে এবং বিশেষতঃ বঙ্গ প্রদেশের রাজনীতিক ক্রমবিকাশের পর্য্যায় গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার প্রয়োজনীয়তা হয়ত তৎকালে ছিল, কারণ মানব প্রকাশ্যে কর্ম্ম করিতে বাধা পাইলে গোপনে তাহা সম্পন্ন করে; কিন্তু আজ গুপ্ত-সমিতিপন্থার বাহিরে দেশে সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছেন যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাতে বিশ্বাস করেন। আজ তরুণ যুবকের কার্য্য হইতেছে সকলকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করা। "প্রভূততম লোকের প্রচুরতম উপকার" করাই মানবের লক্ষ্য। সেইজন্য পুরাতন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্যে সাধারণের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হইবে।

১৮৫৭ ও ১৯১৫ সালের পরিণামে দেখিতে পাওয়া যায় জাতীয় রাজনীতিক কেন্দ্র সামন্ত-তন্ত্র হইতে সরিয়া ক্রমশঃ "বাম দিকে" যাইতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ নির্দ্ধন-শ্রেণীর দিকে যাইতেছে। ইহা বেশই প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভারতের ভবিষ্যৎ গণশ্রেণীর হস্তে নির্ভর করে। তাহারা সমাজে অন্ততঃ শত করা ৯০—৯৫ জন। বেশীর ভাগ ভারতবাসী

অর্থে এই গণশ্রেণীকে (masses) বুঝায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রমজীবিরাই স্বাধীনতাপন্থার প্রকৃষ্ট পাত্র। আজ তরুণ যুবকদের কর্ত্তব্য তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম করা। সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের শ্রেণীজ্ঞান উদ্বোধিত করা। ভারতের এই সময়কার স্বাধীনতা পন্থার ইতিহাসের সহিত রুষের সৌসাদৃশ্য আছে। নেপোলিয়ণীয় যুদ্ধের সময়ে ১৮১৪ খৃঃ যখন আক্রমণকারী রুষসৈন্য ফ্রান্সে যায়, তৎকালে ফরাসীদের সংস্রবে আসিয়া অনেক রুষ অফিসার সাম্য-বাদাবলম্বী হন। তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাই রুষে জারের বিপক্ষে সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন। তৎপরে ইহা গুপ্তসমিতিতে পরিণত হয় এবং ১৮২২ খৃঃ ধরা পড়ে। ইহার নাম "December revolution"; বিখ্যাত লেখক Dostoi-vsky ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন। সেই সময় হইতে রুষীয় ছাত্রেরদল ক্রমাগতই গুপ্তসমিতি করিত ও তাহা পুলিশ ভাঙ্গিয়া দিত। শেষে তাহাদের জ্ঞান আসিল যে কেবল ছাত্র ও বাবু ভজিয়ে বিপ্লব হয় না। রুষ কৃষক প্রধান দেশ, তাহাদের মুজিকদের (কৃষক) স্বীয় দলভুক্ত করিতে হইবে। তখন এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্রের দল কৃষকদের মধ্যে প্রচারে যাইল। কিন্তু মুজিকেরা তাহাদের কথা শুনিলনা। কারণ তাহারা মুজিকদের কাছে কৃষকের মনস্তত্ত্ব লইয়া যায় নাই। তাহারা ভারতে যে

প্রকারে আজকাল বাবুর দল শ্রমজীবিদের মুরুব্বি চালে পিঠ চাপড়ান, তদ্রূপ কৃষকদের কাছে সহরে বাবুর চালে মুরুব্বিয়ানা করিত! শেষে ঠেকিয়া শিখিয়া চাষার মন লইয়া হাজার হাজার যুবক আবার মুজিকদের মধ্যে কার্য্য করিতে গেল। সেই বারে তাঁহারা কৃষকদের বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন। পরে এই কর্ম্মের ছায়ায় যে সব দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা কিন্তু বিপ্লবের বেলায় কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, কারণ বাস্তব রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা কৃষকের দাবী দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। ফলে, লেনিনের অধীনে Mass party (শ্রমজীবিদল) এই অব্যবস্থিত আদর্শের দলকে ঠেলিয়া শাসন যন্ত্রটা কাড়িয়া লইল!

বাঙ্‌লায় স্বাধীনতাবাদীদের সম্মুখে এক প্রশ্ন আসিয়াছে। তাঁহারা কি পুরাতন গৎ গাহিবেন অথবা এক নূতন আদর্শে কার্য্য করিবেন? অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গে "বিপ্লববাদ" তরুণ যুবকদের "Social heredity" হইয়াছে। এভাব ধ্বংশ করিতে কেহ সক্ষম হইবেনা। তৎপরে যতদিন রাজশক্তির terrorism থাকিবে ততদিন বিক্ষুব্ধ ও প্রপীড়িত প্রজাশক্তি হইতে প্রত্যুত্তরে terrorism ও অনিবার্য্য।

কিন্তু কথা হইতেছে, ১৯১৫ সালের ইতিহাস হইতে আমরা কি কিছু শিক্ষা লাভ করিব না? ভারতের রাজনীতির আদর্শ—স্বাধীনতা। তাহা কে না চায়? কিন্তু,

স্বাধীনতার মূল্য প্রদান্ করিতে হয়। এই অভিলষিত বস্তুকে কিপ্রকারে উপলব্ধি করিতে হইবে ইহাই হইতেছে আমাদের সমস্যা। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তৎপন্থানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে; ভারতের মুক্তি চেষ্টার শেষ আশ্রয় ভারতের গণশ্রেণী। আজ আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। ভারতের এই নির্ব্বাক, নিরক্ষর, শোষিত, প্রপীড়িত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের জাগাইতে হইবে। তাহাদের অধিকারের কথা বলিতে হইবে, তাহাদের সামাজিক, আর্থনীতিক দাবী পূরণ করিতে হইবে, তাহাদের শ্রেণী-জ্ঞানে প্রবুদ্ধিত করিতে হইবে. তাহাদের বুঝাইতে হইবে যে স্বরাজ তাহাদেরই জন্য।

গণশ্রেণী বাবুদের জন্য প্রাণ দিবেনা। ধর্ম্মের ক্ষেপাণও চিরকাল থাকিবেনা। গণশ্রেণীর সহানুভূতি পাইতে হইলে তাহাদের স্বার্থ দেখিতে হইবে। ভারতের তথা কথিত নিম্ন শ্রেণী সমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্যের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা গোলামীর অশেষ বন্ধনে নিবদ্ধ; তাহার ফলে, "চাচা আপন বাঁচা"! মনস্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। একতা বোধ কোথা হইতে আসিবে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে, যাহার মূলমন্ত্র "বারো হিন্দু তেরো চুল্লা!" যে সমাজে দুইটা লোকের একসঙ্গে মিলিবার স্থান নাই, তথায় একজাতীয়ত্ব ভাব কোথা হইতে আসিবে?

ভারতের স্বাধীনতাবাদের অর্থ ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া আর তাহাকে কোন প্রকারে জাহাজে চাপাইয়া দেওয়া ! কিন্তু এই অর্থ ভুলিয়া যাইতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর সমস্যা হইতেছে, Exploiter ও Exploiedএর ঝগড়ার মিমাংসা করা ! ভারতের বেশীর ভাগ লোক exploited, ইংরেজ বুরজোয়া তাহাদের exploit করে। এই Exploitation-এতে দেশীয় আভিজাত্য ও বুরজোয়া শ্রেণীরাও ক্রমশঃ মিলিবে; এই Exploitation-এর জাল ছিন্ন করিয়া কি প্রকারে ভারতবাসীর মুক্তি হইবে, ইহাই আমাদের সমস্যা।

সর্ব্বপ্রকারের অধীনতার মূল এক, আকার বিভিন্ন মাত্র। আমাদের কেবল এক প্রকার অধীনতার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে চলিবেনা। ভারতের স্বাধীনতা চেষ্টার জের আর্থনীতিক বিপ্লবে গিয়া মিটিবে। যতদিন ভারতীয় সমাজ আর্থনীতিক সাম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সমাজে প্রকৃত সাম্যতাও আসিবেনা ; ভারতীয় সমাজ সাম্যতার অভাবেই চিরকাল ভুগিতেছে এবং এই জন্যই ভারত চির পরাধীন। তরুণ ভারতের এই রোগ নিরাকরণেরই চেষ্টা করা উচিত। বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিপক্ষে বিবাদ করিয়া দেশী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলে এই রোগের নিরাকরণ হইবে না। ধর্ম্মের দ্বারা সমাজে সাম্যতা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম দ্বারা সমাজে সাম্যতা স্থাপন করিয়াছিল ; কিন্তু আর্থনীতিক সাম্যতার অভাবে তাহাদের

মধ্যেও অসাম্যতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়াছে। সেই জন্যই জগতে আজ রব উঠিয়াছে Economic democracy দ্বারা সমাজে সাম্যতা আনয়ন করিতে হইবে। ইংলণ্ডের Fabian Sydney webb হইতে বোলশেভিক লেনিন পর্য্যন্ত এই নূতন আদর্শেরই কথা বলিয়াছেন।

আমাদের বিশেষতঃ হিন্দুর সমবায় (co-operative) শক্তি ও সমষ্টিভাবের (collective spirit) অত্যন্ত অভাব! হিন্দুর কোন কালেই এ শক্তি নাই। তাহার ফলে সে সংখ্যায় বেশী হইলেও চিরকাল মুষ্টিমেয় সংহত শক্তির নিকট পরাজিত। আর মুসলমান সমাজ সাম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্ত্তমানে আর্থনীতিক কারণসমূহ-দ্বারা তৎমধ্যে অসাম্যতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়াছে। মুসলমান গণশ্রেণী ধনীদেরদ্বারা পদদলিত হইতেছে।

হিন্দুরা চিরকালই আত্মকলহ করিয়া মরিয়াছে, এবং তাহার নিবারণেরও কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছেনা। এই সব কারণে হিন্দুস্থান ক্রমশঃ অহিন্দু-প্রধান স্থান হইতে চলিতেছে! হিন্দুর এ রোগের ঔষধ বোধ হয় নাই! এমন কি বৈপ্লবিকেরা যাঁহারা দেশবাসীকে স্বাধীন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত নাকি মরণের পথেও দলাদলি করিয়াছিলেন! এই জন্যই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভারতবাসীর সমবায় শক্তির সাধন করিতে হইবে। সমাজেতে collectivism আনিতে হইবে। সমাজে নানা প্রকার

সমবায় অনুষ্ঠানের দ্বারা সংহত শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

ধর্ম্ম দিয়া লোক ক্ষেপাইয়া ভারতের মুক্তিলাভ হইবে না বরং তাহার অবসাদের পরিণাম অতি ভীষণ হইবে। বর্ত্ত-মানে তাহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে।

১৯১৫ সালের চেষ্টার নিস্ফলতার ফলেই এই ধর্ম্ম বাতি-কতারূপ অবসাদ আসিয়াছে। ১৯১৫ যদি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গীরা বা পাঞ্জাবের গদর দলের লোক অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ভারতের একটা টুকরা জমি সশস্ত্রে দখল করিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে এত অবসাদ (pessimism) আসিত না এবং স্বরাজ লাভের নামে ধর্ম্মের উৎপাত হইত না। অধঃপতিত জাতিরা যখন নিজেদের শৃঙ্খল বন্ধনের কোন উপায় দেখিতে পায় না তখন ধর্ম্মের নামের মোহেতে নিজেদের আত্ম প্রবঞ্চনা করে, যথা :— প্রাচীন কালের ইহুদি জাতি ও গ্রীসের stoic-রা ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্টানেরা ইত্যাদি। ইহা কোন জাতির শক্তির পরিচায়ক নহে। ১৯১৯ খৃঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র প্রতাপকে মহাত্মা লেলিন বলিয়া-ছিলেন "আমাদের দেশে Tolstoi প্রভৃতিরা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া লোক মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই। ভারতে ফিরিয়া গিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম (class-struggle) প্রচার কর, মুক্তির রাস্তা খোলাসা হইবে।" কথাটা ঠিক। ভারতের বেশীরভাগ লোকদের যাহাদের

গণশ্রেণী বলে তাহাদের সংহত শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতি পদে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে সমাজে যে শক্তি সৃষ্টি ও সঞ্চিত হইবে, তাহাতেই ভারতের মুক্তির পথ পরিষ্কার হইবে।

বিপ্লব বলিয়া চীৎকার করিলেই দেশের স্বাধীন হইবার রাস্তা পরিষ্কার হয় না। বিপ্লবকে নিজের মনে উপলব্ধি করিতে হইবে। অগ্রে চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে হইবে তবে সমাজে ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব উপলব্ধি হইবে। ভারতে স্বাধীনতাবাদের পুরাতন আদর্শ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। স্বাধীনতাবাদকে হিন্দু-গোঁড়ামি ও প্যান ইসলামিসমের গণ্ডীর বাহিরে লইতে হইবে। আজ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন। সর্ব্বদেশেই জাতীয় উত্থানের পূর্ব্বে এক প্রখর চিন্তার বিপ্লব ঘটিয়াছে। ভাববাদ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনের এই পরিবর্ত্তনের শেষ জের রাজনীতিতে আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতাপন্থার কোন একটা দর্শন শাস্ত্র নাই, একটা স্বাধীন চিন্তা নাই, আছে কেবল বুলি "ধর আর মার"। আমাদের আশু কর্ত্তব্য হইতেছে, নূতন ভারত গড়িতে হইলে, নূতন আদর্শ (Worldview) গ্রহণ করিতে হইবে, নূতন চিন্তাস্রোত বহাইতে হইবে।

অবশ্য আদর্শ লইয়া মতভেদ ও দলাদলি হইবে, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী। বরং ইহাতে মত ও চিন্তাকে crystallize

করিবে। আমাদের চাই concrete চিন্তা। কি চাই, কেন চাই, কাহার জন্য চাই এই সমস্যার নিরাকরণ করিয়া করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহারা নানাপ্রকারে দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া কোন রকমে ইংরেজকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে চান তাঁহারাই জানেন কি প্রকারে তাহা করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা ভারতেব জনসাধাবণের মুক্তি চান, তাঁহাদেব নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। আজ জগতের শ্রমজীবি সম্প্রদায় পূর্ব্ব মহাদেশেব গণশ্রেণীর চিন্তা ও কার্য্যের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি রাখিযাছে। তাঁহাবা বিশ্বাস কবেন, প্রাচ্যের গণশ্রেণীব মুক্তি হইলে পাশ্চাত্যের গণ-সমূহের মুক্তির ভরসা হইবে। সেই জন্যই আজ পৃথিবীর শ্রমজীবিশ্রেণী এক বন্ধুতাসূত্রে গ্রথিত হইতে চায়।

ভারতেব উত্থানেব জন্য গণশ্রেণীকে জাগরিত কবা ভিন্ন অন্য উপায নাই। চিন্তাশীল রাজনৈতিকদের একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু একদিকে গভর্ণমেণ্টের Red terror আর অন্যদিকের ভারতীয বুরজোয়া শ্রেণীর White terror-এর মধ্যে সত্য প্রকাশ পাইতে অশক্ত হইতেছে। তথাপি সাধাবণেব সম্মুখে সত্য কথা বলিতে হইবে। ভারতের নবীন যুবকদেরই এই নূতন বাণীর দূত হইতে হইবে। তাঁহাদের সম্মুখে এই কার্য্য রহিয়াছে। [illegible] ভাবে মাতোয়ারা হইবার তাঁহারাই অধিকারী, কিন্তু তাঁহাদের de-classed অর্থাৎ শ্রেণীচ্যুত হইতে হইবে। গণশ্রেণীর

কাছে পিঠ চাপড়াইয়া patronize (মুরুব্বি চাল) করিলে তাঁহারা কথা শুনিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে কার্য্য কবিতে হইলে তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী (mind) গ্রহণ করিতে হইবে। আর petty-bourgeois mentality ছাড়িতে হইবে, অর্থাৎ সকলেই যে বাল্যকাল হইতে কি প্রকারে নাম হয় ও কি প্রকারে একটা বড় "নেতা" হইতে পারি, এই যে মনের ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাঙালী যুবকদেব ইহাই বিশেষ দোষ।

ভারতবাসীর মুক্তি তাহার নিজের উপর নির্ভর করে। বিদেশীরা কখন ভারতবাসীকে মুক্ত করিবে না। কাবুল হইতে ইউরোপ ও আমেবিকার উপর দিয়া একটা ঋজু লাইন যদি টোকিও পর্য্যন্ত টানা যায়, তাহার মধ্যে যত বিশেষ দেশ আছে তাহাদের সকলকারই কাছে বৈপ্লবিকেরা তাঁহাদের কর্ম্মে সাহায্য পাইবার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। এ মায়া মরীচিকায় আর ঘুরা কেন? আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা হইতেছে একমাত্র উপায়।

দেশের পদদলিত লোকদের উন্নতিকল্পে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। নানাপ্রকারের সমবায় সমিতি (Co-operative Societies) চারিদিকে স্থাপন করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতি করিতে হইবে। কৃষকদের জমির সমস্যা (Land problem) মিটাইতে হইবে। গণশ্রেণীর

স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার দাবী করিবার জন্য তাঁহাদের রাজনীতিক দলবদ্ধ করিতে হইবে ও তাঁহাদের সাম্যতার আদর্শ দিতে হইবে। তাঁহাদের অনুভব কবাইতে হইবে স্বরাজ তাঁহাদেরই জন্য। তখন তাঁহারা স্ববাজ্যের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন এবং মুক্তিও তৎসঙ্গে নিকটবর্ত্তী হইবে।

সমাপ্ত

যুগান্তর-সম্পাদক

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড) —বঙ্গবাণীতে যাহা ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতেছিল। ……………………রাজনীতি যে একটি ভাবপ্রবণ উত্তেজনা নয়, ইহা যে একটা বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানের যে ক্রমঃবিকাশ আছে তাহাই তিনি এই পুস্তকে দর্শাইয়াছেন। ইহাতে বাহুল্য বর্জ্জিত সত্যিকার ঘটনা জানিতে পাইবেন। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই দত্ত মহাশয়ের বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতা টুকু মনোযোগের সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

[এক টাকা]

২। ঐ—[২য় খণ্ড]—ইহাতে যুদ্ধের সময় ভারতের বাহিরের কার্য্য—সুদূর প্রাচ্যের কার্য্য—পশ্চিম-এশিয়ার কর্ম্ম—তুর্কিতে কর্ম্ম—সুইডেনে কর্ম্ম—আমেরিকার কার্য্য—পশ্চিমের কার্য্য ভারতীয়-জার্ম্মাণ মিশন—কমিটির শেষ কর্ম্ম প্রচার পদ্ধতি—সুইজলণ্ডে চরেদের আগমন সিপাহীদের মধ্যে কর্ম্ম প্রভৃতির জ্বলন্ত ইতিহাস ইহাতে পাইবেন। অধিকন্তু এতৎ সম্পর্কিত তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতাও ইহাতে দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মীর ইহা ভাল করিয়া পাঠ করতঃ আলোচনাদি করা উচিত।

[পাঁচসিকা]

৩। যুগ সমস্যা—দেশ বিদেশের বাস্তব-রাজনীতির অভিজ্ঞতা যে কয়জন ভারতবাসীর আছে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। মোটামুটি তিনি যে সমস্ত বিষয় বলিতে চান প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা ভাবিবার বিষয়। যথা ১ম—ধর্ম্মের উপর রাজনীতি স্থাপন না করিয়া সামাজিক ও অর্থনীতিকের উপর স্থাপন কর। ২য়—গণবৃন্দকে ধর্ম্মের নামে মাতাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিও না, তাহাদের ন্যায্য দাবী তাহাদিগকে দাও, নচেৎ দুদিন পরে শ্রেণী-বিবাদ অনিবার্য্য। আর যুবকগণকে তিনি বলিতে চান যে, তোমরা বড় লোকের তল্পিদারী হইয়া ভারতের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইও না। বড় লোক দু'পয়সা তোমাদিগকে দিয়া তাহাদের স্বার্থ সাধন করিয়া লইবে, পরে তোমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তখন তোমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। .... তোমাদের জীবন মহৎ, তোমাদের ভবিষ্যৎ মহৎ, তোমরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ভারতের সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিও। মনে থাকে যেন বর্ত্তমান ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তোমরাই করিয়াছ।..............................

[আট আনা]

৪। আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ড—[পাঁচসিকা]

৫। ঐ ২য় খণ্ড—(যন্ত্রস্থ) [একটাকা]

বিদ্রোহি-কবি

কাজী নজরুল ইসলাম

১। সর্ব্বহারা—সব-হারাদের [illegible] নিপীড়িত চিত্ত-ক্ষোভের" বেদনা-বাণী। কবির [illegible]

বাণী” “কৃষক,” “শ্রমিক” “ছাত্রদলের” গান, “আমার কৈফিয়ৎ” “ফরিয়াদ” “গোকুল নাগ” প্রভৃতি ইহাতে পাইবেন।

সুদৃশ্য বাঁধাই [এক টাকা ছয় আনা]

২। সঞ্চিতা—সাতরঙা রামধনুর মত কবির প্রাণের বিচিত্র রঙের “কলার বাকস” ইহা। কবির সমস্ত কবিতা পুস্তকের অর্থাৎ “বিদ্রোহী” “প্রলয়োল্লাস” “কামাল পাশ্রা” “পূজারিণী” “সৃষ্টি সুখের উল্লাসে” “ইন্দ্র পতন” “বিজয়িনী” প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা ও গান ইহাতে পাইবেন। রবীন্দ্র নাথের “চয়নিকার” মত ইহাতে কবির সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি চয়ন করা হইযাছে।

সুদৃশ্য বাঁধাই [এক টাকা বার আনা]

৩। ছায়ানট—পঞ্চাশটী গীতি-কবিতা ও গানের সমষ্টি। ছন্দ যেন নটের মত নাচিয়া চলিয়াছে। কবির কিশোর জীবন ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির বেদনা-সুন্দর প্রকাশোন্মুখ মূর্ত্তি ইহার প্রতি কবিতায় দেখিতে পাইবেন।

সুদৃশ্য বাঁধাই [পাঁচসিকা]

৪। দুর্দ্দিনের যাত্রী—এই লেখাগুলি দিয়া কবি দুর্দ্দিনের যাত্রা-পথের প্রথম ইঙ্গিত দেন। নেশনের এই দুর্দ্দিনের দুঃসাহসী যাত্রা-পথিক যারা, সেই তরুণদের রক্তে দোলা দিয়েছে “দুর্দ্দিনের-যাত্রী”। জাতিকে আত্মদানে প্রবুদ্ধ করিবার ইহা “নব-গীতা”।

৫। রাজবন্দীর জবানবন্দী—বিপ্লব-কবির কারাবরণের বিচারালয়ে বলা নির্ভীক বাণী। যে আনন্দের পরশমণি

দিয়া কবি কারার লৌহ-শৃঙ্খলকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করিয়াছিল সেই আনন্দের উৎস-মুখ এই জবানবন্দী। সুর ইহার জ্বলিয়া উঠিয়াছে দীপক-শিখার মত।

[দুই আনা মাত্র]

বিবেকানন্দ স্বামীর ভ্রাতা

শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ দত্তের

১। ৺কাশীধামে বিবেকানন্দ— [বার আনা]

শ্রীযুত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

১। স্বামিজীর (বিবেকানন্দ স্বামীর) স্বদেশ-মন্ত্র

[চার আনা]

প্রাতঃস্মরণীয়

৺অশ্বিনী কুমার দত্তের

১। আত্ম-প্রতিষ্ঠা [ছয় আনা]

বারীন্দ্র কুমার ঘোষের

১। মানুষ-গড়া [দেড় টাকা]

বর্ম্মণ পাবলিশিং [illegible]

১৯৩, কর্ণওয়ালিশ [illegible]

কলিকাতা [illegible]